পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 60 Thursday, 30 January, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৬০ সংখ্যা ✻ ১৬ মাঘ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

কুম্ভমেলায় বারবার পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু!

মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু ৩০ জনের

এলাহাবাদ, ২৯ জানুয়ারি ঃমঙ্গলবার মধ্যরাতে মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু আশঙ্কা করা হচ্ছিল। যদিও বুধবার সকালে উত্তরপ্রদেশের সরকারের তরফে হতাহতের সংখ্যা জানানো হয়নি। অবশেষে এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ জানাল, পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মোট ৩০ জনের। আহত হয়েছেন ৬০ জন। একাধিক হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ আধিকারক বৈভব কৃষ্ণ জানিয়েছেন, মৃত ৩০ জনের মধ্যে ২৫ জনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। ১৪৪ বছর পর বিরল ত্রিবেণী যোগ পড়েছে মহাকুম্ভে। বুধবার রাতে মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে ছিল দ্বিতীয় পুণ্যস্নান। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ সঙ্গমে স্নানের উদ্দেশে জড়ো হন পুণ্যার্থীরা। ১০ হাজারের বেশি মানুষ একসঙ্গে স্নান করতে ভি। জমান। তখনই ১১ থেকে ১৭ নম্বর খুঁটির মাঝে ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায়। যার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ। খবর পেয়ে আহতদের উদ্ধার করতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। প্রবল ভিরে জেরে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন আরও বহু মানুষ। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে দ্বিতীয় পুণ্যস্নানে অন্তত ৫ কোটি মানুষ আসতে পারেন বলে মনে করছিল প্রশাসন। বিরাট সংখ্যার এই ভিড় নিয়ন্ত্রণে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের ভূমিকা কী ছিল দুর্ঘটনার পর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ফোন করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর তরফে। এদিকে পরিস্থিতি বিবেচনা করে আখা। পরিষদের তরফে আজ অমৃতস্নানে না যাওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে পদপিষ্টের ঘটনার পর হাসপাতালগুলিতে ভিড় করছেন পুণ্যার্থীর। কেউ আহতদের খুঁজছেন। অনেকে সঙ্গীদের খুঁজে না পেয়ে মর্গের বাইরেও ভিড় করছেন। হুড়োহুড়িতে অনেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। মাইকে এই সংক্রান্ত ঘোষণা চলছে ক্রমাগত। সব মিলিয়ে মহাবিপর্যয়ের জেরে পবিত্র মহাকুম্ভের পরিবেশ বদলে গিয়েছে আতঙ্কের মেলায়। মৌনী অমাবস্যার ' উপলক্ষে মঙ্গলবার রাত দুটোয় মহাকুম্ভের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। আহতও অনেকে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে দুঃসহ স্মৃতিকে। এখনও পর্যন্ত কুম্ভমেলায় সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনার নজির ১৯৫৪ সালের। সেবার প্রায় ৮০০ মানুষ প্রাণ হারান পদপিষ্ট হয়ে। তারপরও বারবার ঘটে গিয়েছে অনভিপ্রেত এমনই সব দুর্ঘটনা। ১৯৫৪,৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪। প্রয়াগরাজে (তখন নাম ছিল এলাহাবাদ) মৌনী অমাবস্যায় পুণ্যস্নানে আসা পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছিল সেবারও। আর সেই বিরাট ভিড় আচমকাই রূপ নেয় চরম

বিশৃঙ্খলার। প্রাণ হারান প্রায় ৮০০ জন। প্রসঙ্গত, সেটাই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের প্রথম কুম্ভ।১৯৮৬, হরিদ্বারে প্রায় ২০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৯৮৬ সালের কুম্ভমেলায়। উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিং হরিদ্বারে এসেছিলেন কুম্ভে যোগ দিতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদরা। আর সেই কারণেই কড়াকড়ি ছিল নদীর পাড়ে। যা ক্রমেই অধৈর্য করে তোলে আমজনতাকে। পুণ্যার্থীদের ঠেলাঠেলিতে শেষপর্যন্ত ঘটে যায় দুর্ঘটনা। ২০০৩, নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে মহারাষ্ট্রের নাসিকে কুম্ভ উপলক্ষে গোদাবরী নদীতীরে জড়ো হন হাজার হাজার পুণ্যার্থী। আচমকাই বিশৃঙ্খলা শুরু হলে প্রাণ হারান ৩৯ জন। আহত হন শতাধিক। ২০১৩ঃ ২০১৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ঘটে যায় আরেক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কুম্ভমেলা উপলক্ষে আসা ভিড়ের একাংশ আচমকাই বিপণ্ণ হয় এলাহাবাদ স্টেশনে ফুটব্রিজ ভেঙে পড়ায়। প্রাণ হারান ৪২ জন। জখম ৪৫।

পুণ্যার্থীদের পাশে আছে প্রশাসন', মহাকুম্ভে দুর্ঘটনায় শোকবার্তা মোদির

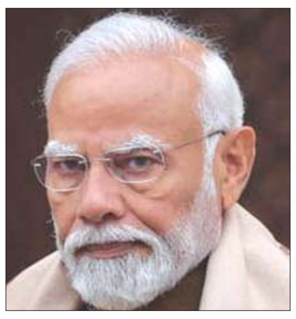

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর ঘটনায় শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই দুর্ঘটনাকে অত্যন্ত 'দুঃখজনক' বলে আখ্যা দিয়ে বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে এল প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি। জানালেন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন তিনি। প্রশাসনের তরফে পুণ্যার্থীদের সমস্তরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে বলেও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। মৌনী অমাবস্যার ' উপলক্ষে বুধবার রাত্রি দুটো নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে মহাকুম্ভে। স্নানের জন্য ঘাটে ভিড় জমিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। সেখানেই ১১ থেকে ১৭ নম্বর খুঁটির মাঝে ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায়। যার জেরে পদপিষ্ট হন বহু মানুষ। অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সকালেই তিন থেকে চারবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ফোন করে খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী। সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। এর পর এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'এই মহাকুম্ভে যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দু ঃখজনক। দুর্ঘটনার মৃতদের পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। পাশাপাশি যারা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। স্থানীয় প্রশাসন সকল পুণ্যার্থীদের উদ্দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি নিজে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। প্রতিটি মুহূর্তের বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছি।'

পদপিষ্ট-কাণ্ডে শোকবার্তা মমতার

'গঙ্গাসাগর থেকে শিখেছি, সর্বোচ্চ পরিষেবা চাই'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ মৌনী অমাবস্যার ' উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষের হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে মহাকুম্ভে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মমতার শোকবার্তা-মহাকুম্ভে মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। ওই ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মৃত পুণ্যার্থীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে আমি শিখেছি যে বিশাল জনসমাবেশে যেখানে অসংখ্য পুণ্যার্থীদের জীবন জড়িত থাকে, সেখানে পরিকল্পনা এবং পরিষেবা সর্বোচ্চ পর্যায়ের হতেই হবে। মৃতদের আত্মার প্রতি শান্তিকামনা করছি।'১৪৪ বছর পর বিরল ত্রিবেণী যোগ পড়েছে মহাকুম্ভে। বুধবার রাতে মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে ছিল দ্বিতীয় পুণ্যস্নান। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, রাত ২টো নাগাদ সঙ্গমে স্নানের উদ্দেশে জড়ো হন পুণ্যার্থীরা। ১০ হাজারের বেশি মানুষ একসঙ্গে স্নান করতে ভিড় জমান। তখনই ১১ থেকে ১৭ নম্বর খুঁটির মাঝে ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায়। যার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এই ঘটনায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাসাপাশি আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ। খবর পেয়ে আহতদের উদ্ধার করতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। প্রবল ভিড়ের জেরে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন আরও বহু মানুষ।মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে দ্বিতীয় পুণ্যস্নানে অন্তত ৫ কোটি মানুষ আসতে পারেন বলে মনে করছিল প্রশাসন। বিরাট সংখ্যার এই ভিড় নিয়ন্ত্রণে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের ভূমিকা কী ছিল দুর্ঘটনার পর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ফোন করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর তরফে। এদিকে পরিস্থিতি বিবেচনা করে আখনা পরিষদের তরফে আজ অমৃতস্নানে না যাওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। পরে অবশ্য পরিস্থিতি সামলে নিয়ে নির্দেশ ফিরিয়ে নেয় আখড়া পরিষদ।

অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা কেন্দ্রীয় দলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভালো কাজ করছে রাজ্য সরকার। ভাল কাজ করেছে রাজ্য পুলিশ। রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ গোয়েন্দা টিমের। সীমান্ত পরিদর্শনের পর কলকাতায় এসে ওই গোয়েন্দা টিমের সদস্যরা একটি বৈঠকে এই প্রশংসা করেছেন বলে খবর মিলেছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই দিল্লি থেকে ওই টিম হাজির হয় কলকাতায়। শহর থেকে সীমান্তবর্তী এলাকার কয়েকটি জেলা পরিদর্শন করেন টিমের সদস্যরা। তাঁদের মূলত নজর ছিল জেলাগুলির বাংলাদেশ সীমান্তে। বিশেষ করে যে সীমন্তবর্তী এলাকাগুলিতে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেই জায়গাগুলি তাঁরা পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে অনেক জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। আবার কয়েকটি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অনুপ্রবেশের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীরা ধরা পড়েছে। টিমের সদস্যরা জানতে পারেন, শুধু যে সীমান্তেই এই অনুপ্রবেশকারীরা ধরা পড়েছে, এমনটা নয়। রাজ্য পুলিশের হাতে বিভিন্ন গ্রাম থেকেও গ্রেপ্তার হয়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। আবার গত কয়েক মাসে পুলিশের হাতেই রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে জঙ্গিরা। সূত্রের খবর, দিল্লির ওই টিম কলকাতায় এসে গোয়েন্দা সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সেখানেইওই টিমের সদস্যরা নিজেদের মতামত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এজেন্সি তথা বাহিনী ও রাজ্য সরকারের পুলিশ একসঙ্গেই ভাল কাজ করেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য পুরো সীমান্তজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেড়ার জন্য জমি পাওয়ার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় এজেন্সি আলোচনা করে। যদিও সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় এই টিমের সদস্যরা গোয়েন্দাকর্তাদের জানিয়েছেন, রাজ্যের তরফে জেলাগুলির প্রশাসনিক ও পুলিশকর্তারা কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে সাহায্য করেছেন। যাতে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য জমির সমস্যা না হয়, সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এই ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে বিএসএফ ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি বৈঠকও করেছে বলে অভিমত কেন্দ্রীয় টিমের সদস্যদের।

সন্দেশখালি ' মামলায় পুলিশি তদন্তে অসন্তোষ

দুরন্ত বার্তা, ককতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ সন্দেশখালি ' মামলায় পুলিশি তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ। সিট গঠনের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। নেতৃত্বে লালবাজারের হোমিসাইড শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও থাকবেন আইপিএস রাহুল মিশ্র, বাদুরিয়ার এসডিপিও। এক মাস পর তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে এসিজেএম বসিরহাটে। গতবছরের জানুয়ারি থেকে চর্চায় সংঃদশখালি। বহু মহিলা তাঁদের উপর হওয়া নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরেছেন। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। গ্রেপ্তার হয়েছেন এলাকার বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান।

কুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় স্তম্ভিত রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় স্তম্ভিত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। পদপিষ্টের ঘটনার জন্য অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছেন কংগ্রেস নেতা। বুধবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ রাহুল লিখেছেন, প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের প্রাণহানির খবর ও অনেকে আহত হওয়ার খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। অব্যবস্থাপনা ও সাধারণ ভক্তদের পরিবর্তে ভিআইপি যাতায়াতের উপর প্রশাসনের বিশেষ নজর এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী। আমি কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের অনুরোধ করছি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য।

নির্যাতিতার বাবা-মায়ের আবেদনে সুবিধা পাবে দোষী! সুপ্রিম কোর্টে বলল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ আবার জি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল নির্যাতিতার পরিবার। তদন্তকারীদের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে নির্যাতিতার পরিবার যে মামলা দায়ের করেছিল সেই আবেদন প্রত্যাহার করে নতুন করে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। একই সঙ্গে সিবিআইয়ের মন্তব্যও পরিবারের জন্য ধাক্কা। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বুধবার আর জি কর ইস্যুতে নির্যাতিতার পরিবারের আবেদন শোনে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, যেহেতু ইতিমধ্যেই এই মামলায় একটি রায় হয়েছে, তাই নির্যাতিতার পরিবারকে নতুন করে আবেদন করতে হবে। শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, আপনাদের আবেদনে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা বিতর্কিত। আদালতে আজ যা-ই বলা হোক, সেটার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী করুণা নন্দী বলেন, আমরা সেটা জানি। কিন্তু সময়ের ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে। রায় ঘোষণার

আগেই এই আবেদন করা হয়েছিল। আদালত জানায়, সেটা উল্লেখ করেই নতুন করে মামলা করতে হবে নির্যাতিতার পরিবারকে। সুপ্রিম নির্দেশ মেনে ফের আবেদন করেছে নির্যাতিতার পরিবার। এদিন আদালতে সিবিআই আইনজীবী তুষার মেহেতা রীতিমতো বিস্ফোরক সওয়াল করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এভাবে তদন্তের মাঝপথে তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নির্যাতিতার বাবা-মা যে আবেদন করেছেন, তাতে আসলে সুবিধা পাবে দোষীই। তুষার মেহেতা জানান, তাঁর কাছে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সব প্রশ্নের জবাব আছে। চাইলেই সেই জবাব তিনি দিতে পারেন। যদিও আদালত জানিয়ে দেয়, সেটার কোনও প্রয়োজন নেই। নতুন করে আবেদন দাখিল করবে নির্যাতিতার পরিবার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই পুরনো আবেদন প্রত্যাহার করে নতুন করে আবেদন করেছে নির্যাতিতার পরিবার।উল্লেখ্য, সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিতে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছে রাজ্য সরকার। আবার সঞ্জয় পাল্টা শাস্তি মকুবের দাবিতে হাই কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে নির্যাতিতার বাবা-মা হাই কোর্টে জানিয়েছেন, তাঁরা সঞ্জয়ের ফাঁসি চান না। সব মিলিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের অবস্থানে খানিকটা ধন্দ তৈরি হচ্ছে। আইনজীবী মহলের ধারণা, যেভাবে তদন্তের মাঝপথে নির্যাতিতার পরিবার তদন্তকারী সংস্থাকে প্রশ্নের মুখে তুলেছে তাতে অসন্তুষ্ট আদালত। সেকারণেই নতুন করে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

কংগ্রেসের ব্যর্থতাতেই বিজেপিকে হারাতে পারেনি ইন্ডিয়া জোট ।। মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপিকে রুখতে ব্যর্থ কংগ্রেস। হাত শিবিরের ব্যর্থতাতেই ইন্ডিয়া জোটের পরিকল্পনা সফল হয়নি। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের লেখা বইয়ে মমতা বলছেন, কংগ্রেসের ব্যর্থতার জন্যই বিজেপি পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করল। মঙ্গলবার ৪৮তম কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি বই। ' নির্বাচন ও আমরা' বইয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, তৃণমূলের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও ইন্ডিয়া জোট সাফল্য পেল না। সেটার কারণ কংগ্রেসের ব্যর্থতা। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষ্য, ' আন্তরিকভাবে চেয়েছিলাম বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় একটা শক্তিশালী জোট হোক। যাতে সব বিরোধী দল থাকবে। তারা বিজেপিকে হারাতে পারবে। আমি প্রথম থেকে বলেছিলাম, আমাদের বিকল্প মুখ, ইস্তাহার এবং কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম থাকা উচিত। জোটের নাম ' হোক এটা আমার প্রস্তাব ছিল।এমনকী, কংগ্রেসের মনে যাতে কোনও কুণ্ঠা না থাকে তারজন্য জোটের সভাপতির পদ তাদের দেওয়া হয়েছিল। তাও না-হল কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম, না হল যৌথ ইস্তাহার। যে যার বিরুদ্ধে লড়াই করল। সেই ব্যর্থতার জন্যই বিজেপি গরিষ্ঠতা না পেয়েও ক্ষমতা দখল করল।''কংগ্রেস সম্পর্ক মমতার মুল্যায়ন, নিজেদের শক্তি নেই। যে ক'টা আসন তারা পেয়েছে, সবই শরিক দলের উপর ভর করে।আর বাংলায় তারা ছিল বিজেপি-সিপিএমের সঙ্গে রাম-বাম-শ্যাম জোটে। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সাফল্যের পিছনে মানুষের সমর্থন ও তাঁর উন্নয়নমূলক কাজকে সামনে এনেছেন মমতা। তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি, বাংলায় বিজেপি যে কটা আসন জিতেছে সেগুলিও কারচুপি করেই। সেগুলি জনরায় নয়। বাংলায় বিজেপির পরাজয় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ' থেকে এই অশুভ শক্তিকে প্রায় মুছে দিতে পেরেছি আমরা। এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বাংলায় যেটুকু ভোট পেয়েছে সেকটি আসন আসলে জনরায় নয়। বরং কারচুপি করে জিতেছে। আচমকা ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তা যদি সত্য হয় তাহলে লোকসভা ভোটে বিজেপির পরাজয় ঘটেছে।''

মহাকুম্ভের দুর্ঘটনায় আটকে বাংলার ক'জন?

প্রয়াগরাজে প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে উদ্বিগ্ন বাংলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ মৌনী অমাবস্যার ' পদপিষ্টের ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, বাংলার অনেক বাসিন্দাও সেখানে রয়েছেন। সে সংক্রান্ত তথ্যের খোঁজে নবান্নের তরফে দিল্লি রেসিডেন্ট কমিশনের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তবে সূত্রের খবর, সে তথ্য যোগীরাজ্যের প্রশাসনের তরফে এখনও নবান্নের কাছে পৌঁছয়নি। তাই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবার বাংলার প্রতিনিধি দল যাচ্ছে প্রয়াগরাজে। ১৪৪ বছর পর বিরল ত্রিবেণী যোগ পড়েছে মহাকুম্ভে। বুধবার রাতে মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে ছিল দ্বিতীয় 'পূর্ণ স্নান'। সূত্রের খবর, রাত ২টো নাগাদ সঙ্গমে স্নানের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিলেন অসংখ্য পুণ্যার্থী। ১০ হাজারের বেশি মানুষ একসঙ্গে স্নান করতে ভিড় জমান। তখনই ১১ থেকে ১৭ নম্বর খুঁটির মাঝে ভি।রে চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায়। এর জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। পদপিষ্টের ঘটনায় অনেকের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলেও উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের তরফে দুপুর পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা জানানো হয়নি।

যমুনার জলে বিষ! বেফাঁস মন্তব্যে চাপে কেজরিওয়াল, মামলার হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ ২০২০ সালের মতো এবারও দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের মূল ইস্যু হিসাবে উঠে এসেছে যমুনা দূষণ। চাপের মুখে যমুনার জল নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে নিজের উপর চাপ আরও বাড়িয়ে নিয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিকে ইতিমধ্যেই নিজের বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য ডেডলাইন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এবার হরিয়ানা পুলিশও আপ সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে মামলা করার হুঁশিয়ারি দিল। ২০২০ সালে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে যমুনা নদীকে পরিচ্ছন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। কেজরি সেটা মেনেও নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ২০২০ সালের ইস্তেহারে আমরা তিনটি গ্যারান্টি পূরণ করতে পারিনি। এবারের ইস্তেহারে সেগুলি রাখা হয়েছে। কারণ সেই সময় কোভিডের কারণের কাজ প্রভাবিত হয়েছিল। এবং মিথ্যে মামলায় আমি জেলবন্দি হই। তবে এবার ক্ষমতায় এলে এই সব প্রতিশ্রুতি আমরা পূরণ করব।

প্যানেল বাতিলের সওয়াল, দলেই বিরোধিতার মুখে বিকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ এসএসসিতে ২৬ হাজার নিয়োগ মামলায় প্যানেল বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষার সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী তথা সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর এহেন আবেদনের জেরে পার্টির মধ্যেই বিরোধিতার মুখে পড়লেন বিকাশবাবু।এসএসসি-র ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থীর প্যানেল বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সোমবার সুপ্রিম কোর্টে মন্তব্য করেছেন সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বিকাশবাবুর এই মন্তব্যের বিরোধিতায় সিপিএমেরই ছাত্র সংগঠন এসএফআই থেকে শুরু করে পার্টির শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ। বিকাশবাবুর এই মন্তব্য নিয়ে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-র বক্তব্য, ' হাজার চাকরিপ্রার্থীর সম্পর্কে আমাদের মনোভাব এটাই যে, খুব স্পষ্টভাবে যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করতে হবে। যারা যোগ্যতার বিচারে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের চাকরি চলে যাবে, এটা হতে পারে না। প্যানেল বাতিল করা মানে এই প্যানেল আবার প্রস্তুত করতে দু-তিনবছর সময় লেগে যাবে। তা হলে স্কুলগুলি শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ে থাকবে।'' দেবাঞ্জনের দাবি, ' যোগ্য তাঁদের চাকরি কাড়া যাবে না, যাঁরা অযোগ্য, তাঁদের আবার পরীক্ষা নেওয়া হোক।''উল্লেখ্য, আরও বেশি শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে বলে দাবি করছে এসএফআই। আর তাদের পার্টির নেতা চাকরি প্রার্থীদের প্যানেল বাতিলের দাবি করছেন। এর বিপক্ষে থাকা এসএফআই নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আইনজীবী হিসাবে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য। কিন্তু সংগঠনগতভাবে প্যানেল বাতিলের পক্ষে নয় এসএফআই। সিপিএমের প্রাক্তন ছাত্রনেতা তথা বর্তমানে পার্টির কেঃদ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীও বিরোধিতা করেছেন পুরো প্যানেল বাতিলের। বিকাশবাবুর মন্তব্যকে সমর্থন করছেন

না সুজনও। সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, ' বিষয়টি সামনে এনেছিলেন বিকাশ ভট্টাচার্যই। কিন্তু কারও যোগ্য চাকরি বাতিল করা যাবে না। পরীক্ষা দিয়ে, লেখাপড়া করে পাস করে নিজের যোগ্যতায় যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, দুর্নীতির চাকরি হিসাবে তাঁদের গণ্য করা যাবে না।'' আইনজীবীদের যুক্তি-তর্ক থাকতে পারে। শেষে কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু যোগ্য-ন্যায্য কারও চাকরি যেন খারিজ না হয়, দাবি সুজনের। এদিকে, বিকাশের মন্তব্যের বিরোধিতা করে বিপক্ষে মত দিয়েছে সিপিএমের শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ। মঙ্গলবার এ প্রসঙ্গে এবিটিএ-র সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পাইন বলেছেন, ' ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পক্ষে আমরা নই। কারণ, এই প্যানেলে বহু যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। যাঁরা আগে চাকরি করতেন, কিন্তু উচ্চ বেতনের জন্য তাঁরা ফের এই পরীক্ষাটা দিয়েছিলেন। তাছা।। কাছাকাছি স্কুলে আসার জন্য অনেকেই পরীক্ষা দিয়েছেন। ফলে সবাই যে অযোগ্য, এটা আমরা বলতে পারি না। যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখার জন্য আমরা সুপ্রিম কোর্টে দু'জন নাম করা আইনজীবীও দিয়েছি।''উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টে মামলা ল।।র জন্য যোগ্য প্রার্থীদের যাবতীয় তথ্য জোগাড়ের জন্য এবিটিএ তিনদিন ধরে ক্যাম্পও করেছিল। বিভিন্ন জেলার চাকরিপ্রার্থীরা সেই ক্যাম্পে এসে তাঁদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়েছিলেন। এদিকে, কলকাতার ধর্মতলায় অবস্থানরত চাকরিপ্রার্থী, যাঁরা এই বিতর্কিত প্যানেলে নাম থাকায় চাকরি করছেন, তাঁরাও কা।। প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের মন্তব্য নিয়ে। ইতিমধ্যেই তাঁরা ৬বছর ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। চাকরি নিশ্চিত করার দাবি নিয়ে তাঁরা অবস্থান করছেন। অবস্থানরত এক শিক্ষক বলেন, কেন তাঁরা ফের পরীক্ষায় বসবেন। একটা পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে পাস করে যোগ্যতার বিচারে তবেই তো চাকরি পেয়েছেন।

'কোনও গুজবে কান নয়', বার্তা যোগীর

নয়াদির্ল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ মহাকুম্ভে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর এবার প্রকাশ্যে এল মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বার্তা। পুণ্যার্থীদের কাছে তিনি আবেদন জানালেন, কোনওরকম গুজবে কান না দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি দুর্ঘটনার পর পর অমৃতস্নান বাতিল করেছিল আখড়া পরিষদ। তবে বর্তমানে সবকিছু স্বাভাবিক থাকার যুক্তিতে ফের স্নানপর্ব শুরু করার বার্তা দিয়েছে আখড়া পরিষদ। মৌনী অমাবস্যার ' উপলক্ষে মঙ্গলবার রাত্রি দুটো নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে মহাকুম্ভে। স্নানের জন্য ঘাটে ভি। জমিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। সেখানেই ১১ থেকে ১৭ নম্বর খুঁটির মাঝে ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায়। যার জেরে পদপিষ্ট হন বহু মানুষ। দুর্ঘটনায় ৩০ থেকে ৪০ জন আহত ও ১০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছিল। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কুম্ভের অস্থায়ী হাসপাতালে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক চরম আকার নেয়। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ফোন করে ঘটনার বিস্তারিত খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যপাল আমায় ফোন করে খোঁজ নিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সরকারি আধিকারিকরা উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছেন। মানুষের ভিড় অত্যন্ত বেশি। সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৩ কোটি মানুষ স্নান করেছেন। আখড়াদের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, আগে পুণ্যার্থীরা স্নান করুক। ভিড় কিছুটা কমলে তারপর আমরা স্নান করব। পাশাপাশি বলেন, পুণ্যার্থীদের জন্য আমার বার্তা, প্রয়াগরাজের ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত অসংখ্য অস্থায়ী ঘাট তৈরি করেছি আমরা। সবই গঙ্গা মায়ের ঘাট। আপনারা যে যেখানে আছেন সেখানে স্নান করুন। এছাড়া প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার আবেদন দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুণ্যস্নানে গিয়ে রামমন্দির দর্শন, অযোধ্যায় ভিড় বাড়ছে পুণ্যার্থীদের

অযোধ্যা, ২৯ জানুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থীদের ভিড় প্রতিদিনই উত্তরোত্তর বাড়ছে। ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পরই অযোধ্যা যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা, সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পর অযোধ্যায় রামমন্দিরও দর্শন করছেন। আর তাই রামমন্দিরে প্রতি দিন ভিড়ের চাপ বাড়ছে। বুধবারও রামমন্দির চত্বরে ব্যাপক ভিড় দেখা গেল পুণ্যার্থীদের। তার ওপর বুধবার ছিল মৌনী অমাবস্যায় শাহিস্নান। সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেই বহু পুণ্যার্থী রওনা দেন অযোধ্যার উদ্দেশ্যে।গত কয়েক দিনে বিপুল জনসমাগম হয়েছে রামমন্দির দর্শনে। দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটক এবং পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নানের পাশাপাশি অযোধ্যায় যাচ্ছেন মন্দির দর্শনে। ফলে চাপ আরও বাড়ছে। পুণ্যার্থীরা ট্রেনে, বাসে করে শহরে ঢুকছেন। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়েই স্থানীয় পর্যটক এবং পুণ্যার্থীদের মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, তাঁরা যেন আগামী ১৫-২০ দিন মন্দির দর্শনে না আসেন।নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে আইজি রেঞ্জ (অযোধ্যা) প্রবীণ কুমার বলেছেন, অনেক সংখ্যক ভক্ত আসছেন। তারা সরযূতে পুণ্যস্নান করছেন। আজ, কুম্ভ থেকে ফিরে আসা বিপুল সংখ্যক মানুষও এখানে পৌঁছবেন। যথাযথ ট্রাফিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে, নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ... আমরা ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়ে সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছি।

গুজবে কান দেবেন না, মহাকুম্ভে আসা ভক্তদের পরামর্শ যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ২৯ জানুয়ারি ঃ কোনও রকম গুজবে কান দেবেন না, প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে আসা পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে এই পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, প্রয়াগরাজের পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। বুধবারের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, প্রায় ৮-১০ কোটি ভক্ত বুধবার প্রয়াগরাজে উপস্থিত। সঙ্গমের দিকে ভক্তদের যাতায়াতের কারণে ক্রমাগত চাপ রয়েছে। আখড়া মার্গে ব্যারিকেডিং পার হওয়ার চেষ্টা করলে কয়েকজন ভক্ত গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। গত রাতে মৌনী অমাবস্যার মুহূর্ত শুরু হওয়ার পর থেকে প্রচুর সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়েছে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী এখনও পর্যন্ত চারবার পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলও পরিস্থিতির ক্রমাগত রিপোর্ট নিচ্ছেন। প্রয়াগরাজের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ভিড়ের পরিমাণ অনেক বেশি। বিভিন্ন আখড়ার সাধুরা বিনীতভাবে বলেছেন, ভক্তদের প্রথমে পুণ্যস্নান করবেন এবং ভিড় কমলে আখড়াগুলি শাহী স্নানের জন্য এগিয়ে যাবে। সঙ্গম তীর, নাগ বাসুকি মার্গ এবং সঙ্গম মার্গে প্রচুর ভিড় রয়েছে।পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমি ভক্তদের কাছে অনুরোধ করছি কোনও রকম গুজবে কান দেবেন না। সমগ্র কুম্ভ এলাকায় ঘাট তৈরি করা হয়েছে, ভক্তদের শুধু সঙ্গমের দিকে যাওয়ার দরকার নেই। নিকটবর্তী ঘাটে পবিত্র স্নান করা উচিত ভক্তদের। আমরা আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করছি। ভক্তদের নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রেল প্রয়াগরাজ অঞ্চলের বিভিন্ন স্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে।

লামডিং ও হোজাই সফরে রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ, পর্যালোচনা সরকারি কাজকর্মের

হোজাই (অসম), ২৯জানুয়ারি ঃ হোজাই জেলায় প্রথম সফরে এসেছেন অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য। গত মঙ্গলবার লামডিং থেকে হোজাই এসেছেন তিনি। হোজাইয়ের বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ এবং লামডিঙের বিধায়ক শিবু মিশ্রের উপস্থিতিতে আজ তিনি হোজাই জেলাশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন।পর্যালোচনা বৈঠকে ছিলেন হোজাইয়ের জেলাশাসক বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগবতী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, কৃষি, মৎস্য, রেশম চাষ, বন, সেচ সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তারা। তাঁরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে অগ্রগতির সর্বশেষ তথ্য প্রদান করেছেন রাজ্যপালকে। সকলের বক্তব্য শুনে রাজ্যপাল আত্মদর্শনের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে সব বিভাগকে এমন ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে অনুরোধ করেছেন যেগুলির জন্য জরুরি মনোযোগ প্রয়োজন এবং সকলের কল্যাণের জন্য উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যায়।জেলাশাসকের কার্যালয়ে পর্যালোচনা বৈঠক শেষে রাজ্যপাল আচার্য হোজাইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যান।প্রসঙ্গত গত সোমবার বিকালে অসমের রেলশহর লামডিং গিয়েছিলেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য। গত মঙ্গলবার সকালে তিনি লামডিং কালীবাড়িতে গিয়ে মায়ের পূজার্চনা করেছেন।এর আগে গত লামডিঙে তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অসমারিক হাসপাতালে যান। হাসপাতালের নবনির্মিত ভবন পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল। পরিদর্শনকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।সেখানে কিছুক্ষণ সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে তিনি বলেন, লামডিঙে আসাটা গৌরবের ক্ষণ। রাজ্য সরকার বহু উন্নয়নমূক কাজ করছে। রাজ্যে শান্তি এসেছে। এর পর তিন চলে যান রেলওয়ে গেস্ট হাউসে। সেখানে নৈশ যাপন করে গত মঙ্গল সকালে কালীমন্দিরে পূজা দিয়ে সোজা হোজাই এসেছেন তিনি।

রাসবিহারী বসু ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃএকদিন ইতিহাসের শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন- মাত্র ১৪ জন ঘোড়সওয়ার এসে গৌড় রাজ্যের রাজধানী দখল করে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ছাত্র প্রতিবাদ করল। মাত্র ১৪ জন ঘোড়সওয়ার এর পক্ষে একটি সুরক্ষিত রাজধানী দখল করা সম্ভব নয়। ছাত্রটি বলল- স্যার, এভাবে বিকৃত ইতিহাস পড়ানো উচিত নয়। শিক্ষক মহাশয় অবাক হলেন। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। ছাত্রটি কে কঠোর শাস্তি দিলেন। ছাত্রটি রাগে স্কুল ত্যাগ করেছিল। ছাত্রটি ভেবেছিল- প্রথাগত শিক্ষা লাভ করে কোনো লাভ নেই। ছাত্রটি ছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু।ভ্ডরাসবিহারী বসু এক মহান বিপ্লবী। তিনি ছিলেন বিপ্লবীর বিপ্লবী। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র - এই নীতি অনুসরণ করে বিদেশের সাহায্য নিয়ে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ শক্তির উপর আঘাত হেনে স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।রাসবিহারী বসুর জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ সালের ২৫ শে মে। জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার সুবলদাহ গ্রাম। পিতা বিনোদবিহারী বসু। পিতামহ কালীচরণ বসু। তিনি লাঠিয়াল ছিলেন। বিনোদবিহারী বাস করতেন সিমলাতে। পরে তিনি চন্দননগরে পাকাপাকি ভাবে বাস করতে থাকেন। তখন চন্দননগরে একাধিক বিপ্লবী লুকিয়ে থাকতেন। এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী চারু রায়। তিনি রাসবিহারীকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তখন থেকেই তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হল দেশের স্বাধীনতা। যোগাযোগ হল মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বাঘা যতীনের সঙ্গে। বাঘা যতীনের পরামর্শে রাসবিহারী উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।রাসবিহারী ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক । তিনি লাহোর, অমৃতসর, মিরাট, দিল্লি, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন। সকল বিপ্লবী তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল। তিনি ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। কখনো এক শিখ পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের বেশে। কখনো তিনি শেরওয়ানি চোস্ত পরা আফগান। কখনো কোট হ্যাট পরা এক ইংরেজ সাহেব। শুধু ছদ্মবেশে নয়, তার নামটাও কতবার পাল্টাতে হয়েছিল। বেশিরভাগ জায়গায় দরবারী সিং ও সতীশচন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন।রাসবিহারী বসু অনেক দুঃসাহসিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ উপর আক্রমণ করা হয়। স্থানটি ছিল দিল্লির চাঁদনী চক এলাকা। হার্ডিঞ্জ বোমার আঘাতে আহত হলেন। রাসবিহারী জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন। ফিরে গেলেন দেরাদুনে। এরপর তিনি কলকাতায় এলেন। কলকাতা পুলিশ আগেই খবর পেয়ে গেছে।। কিন্তু রাসবিহারীকে পাওয়া গেল না। অনেকের চোখে পড়ল এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ আপন মনে রাস্তার পাশে বারান্দায় বেহালা বাজিয়ে চলেছেন। এইভাবে তিনি বারবার ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছেন।১৯১৪ সালের ২৮ শে জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে ভারত এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। রাসবিহারী বসু বৃহত্তম পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করলেন ।এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু পরিকল্পনা সফল হল না। কিছু দেশদ্রোহী ছিল এই বিফলতার কারণ। এর ফলে অনেক বিপ্লবীকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হয়েছিল ।তবু রাসবিহারী হতাশ হলেন না ।তিনি জানতেন বিফলতার সোপান পার হয়ে সফলতার শিখরে উঠতে হয়।রাসবিহারী বসু কর্মস্থল পরিবর্তন করলেন। এলেন বাংলায় ।শুরু হল নতুন পরিকল্পনা ।কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে তাঁর নামে হুলিয়া জারি করা হল। তিনি দেশ ছাড়লেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়লেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি পি.এন .ঠাকুর ছদ্মনামে জাহাজে উঠলেন ।পুলিশ কমিশনার টেগার্টের কাছে খবর পৌঁছে গেল। শুরু হয় জাহাজে তল্লাশি। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট রাসবিহারীর সামনে এলেন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না ।জাহাজে বসে রাসবিহারী তখন সিগারেট টানতে টানতে বই পড়ছেন। পুলিশ কমিশনারের চোখে ধুলো দিয়ে রাসবিহারী দেশের বাইরে চলে গেলেন।রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়ে কোবে বন্দরে নামলেন। জাপান থেকে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন। স্থাপন করলেন টোকিও ইন্ডিয়ান লীগ। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামাম বেজে উঠল। রাসবিহারী এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করলেন ।ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৯৪২ সালে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রাসবিহারী বসু জাপানের যুদ্ধে বন্দি ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেন। রাসবিহারী বসু কে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান পদে বসানো হল।কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে ভারত ছেড়ে বার্লিনে উপস্থিত হন। ১৯৪৩ সালের ২ রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন এবং ৪ঠান্ড জুলাই তারিখে রাসবিহারী বসু নেতাজির হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ১৯৪৩ সালের ২১ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হলে রাসবিহারী বসু স্বাধীন ভারতের যুদ্ধকালীন সরকারের মন্ত্রীসভার পরামর্শ দাতার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি জাপান থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। বিদেশ থেকে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছেন লড়াই করার জন্য অস্ত্র। নেতাজির হাতে তুলে দিয়েছেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। তাঁর মত বিপ্লবীর অসাধ্য সাধনার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। সমগ্র এশিয়ার মহান বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু ২১শে জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে টোকিওতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাস বিহারী ছিলেন অগ্নি যুদ্ধের অগ্নিশ্বর। তিনি ছিলেন অপরাজেয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অপরাজেয় রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী আন্দোলন সোনার অক্ষরে লেখা আছে ও থাকবে।

দিল্লি বলছে এখন আর 'আপদা'-র লুট ও মিথ্যে চলবে নাঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দিল্লি বলছে এখন আর 'আপদা'-র লুট ও মিথ্যে চলবে না। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ৮ ফেব্রুয়ারির পর দিল্লিতে যে বিজেপি সরকার গঠিত হবে, তা সমস্ত প্রতিশ্রুতি নির্দিষ্ট সময়ে পূরণ করবে। এটাই মোদীর গ্যারান্টি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার দিল্লির ঘোন্ডার যমুনা খাদরে একটি নির্বাচনী জনসভা করেছেন। এদিন জনসভার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এই নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার আগে, মহাকুম্ভে ঘটে যাওয়া বেদনাদায়ক দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। আমি উত্তর প্রদেশ সরকারের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছি।এরপরই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখানকার দৃশ্য দিল্লির মেজাজকে প্রতিফলিত করছে, এই দৃশ্য দিল্লির জনগণের জনাদেশকে প্রতিফলিত করছে। দিল্লি বলছে এখন 'আপদা'র অজুহাত চলবে না, 'আপদা'-র মিথ্যে প্রতিশ্রুতি চলবে না। দিল্লি বলছে এখন আর 'আপদা'-র লুটপাট আর মিথ্যে চলবে না। এখানকার জনগণ বিজেপির এমন একটি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চায় যা গরীবদের জন্য বাড়ি তৈরি করবে, দিল্লিকে আধুনিক করবে, প্রতিটি বাড়িতে কলের জল সরবরাহ করবে এবং ট্যাঙ্কার মাফিয়া. থেকে মুক্তি দেবে। এখন দিল্লি বলছে ৫ ফেব্রুয়ারি এলে 'আপদা' যাবে, বিজেপি আসবে।

আজ সমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন

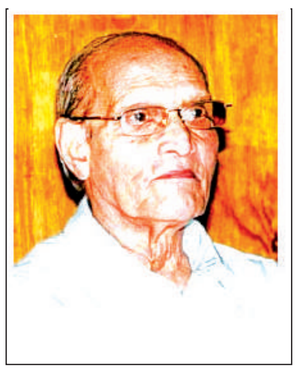

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃসমর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন ভারতীয়. ফুটবলার যিনি বদরু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত। যিনি মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ১৯৫৬ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান অর্জনকারী ভারত ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন ডতাঁর নেতৃত্বে ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল সেই অলিম্পিকে ড এই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াকে ভারত পরাজিত করেছিল। কিন্তু সেমিফাইনালে যুগোস্লাভিয়া এবং ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে বুলগেরিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিল।তিনি হাওড়ার বালি শহরে ৩০ জানুয়ারি, ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ফুটবলে তাঁর হাতে খড়ি ১৯৪৮ সালে স্থানীয় ক্লাব বালি প্রতিভার হয়ে।কিছুদিন পরে তিনি ময়দানের বিএনআর ক্লাবে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে, তিনি মোহনবাগানে যুক্ত হন এবং দলের অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন।এই দলের হয়ে তিনি ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত খেলেছিলেন ডএই দলের হয়ে খেলে সাফল্য পেয়েছেন আইএফএ শিল্ড (৩), রোভার্স(১) ডুরান্ড (১),কলকাতা লিগ (৪)। ১৯৫৪ সালে তিনি মোহনবাগানের হয়ে. কলম্বো কাপ জিতে ছিলেন ।তিনি বাংলা দলেরও প্রতিনিধিত্ব করেন ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ সালের সন্তোষ ট্রফি জয় করেন। ফুটবল মাঠে থেকে অবসরের পর তিনি বেশ কয়েক বছর ফুটবল কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন। বাংলা দল ১৯৬১ সালে তাঁর কোচিংয়ে সন্তোষ ট্রফি জয় করে এবং পরে ফুটবল নির্বাচক হিসেবেও কাজ করেছেন। ২০০৯ সালে মোহনবাগান তাঁকে ভারত রত্ন দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন । ২০২২ সালের ২৭ জুলাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ২০ আগস্ট ২০২২সালে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের রেকর্ড, এযাবৎ ১৯.৯৪ কোটির বেশি ভক্তের শাহীস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ২৯ জানুয়ারি ঃ মৌনী অমাবস্যার পুণ্যলগ্নে, বুধবার প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করে পুন্য অর্জন করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। বুধবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাব ১৯.৯৪ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন।শুধুমাত্র বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ১.৭৫ কোটির বেশি ভক্ত পুণ্যস্নান করেছেন। এযাব মোট ১৯.৯৪ কোটির বেশি ভক্ত শাহী স্নান করেছেন। যা এককথায় রেকর্ড। উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। মহাকুম্ভ মেলা চলবে টানা ৪৫-দিন ধরে।অন্যদিকে মৌনী অমাবস্যার পুণ্যলগ্নে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে দ্বিতীয় শাহী স্নান করলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিলেন পুণ্যার্থীরা। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে বুধবার ভোররাত থেকেই 'অমৃত স্নানের' জন্য ত্রিবেণী সঙ্গমের ঘাটে জড়ো হন বিপুল সংখ্যক মানুষ। উপস্থিত হন সাধু-সন্তরাও। গঙ্গা, যমুনা, এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী- তিন নদীর সঙ্গমে আস্থার ডুব দেন ভক্তরা।উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি শুরু হওয়া মহাকুম্ভে ইতিমধ্যেই ১৫ কোটির বেশি মানুষ পুণ্যস্নান করেছেন। মৌনী অমাবস্যায় পুণ্যস্নান করেছেন বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। তিনি বলেছেন, এটা আমার জন্য সৌভাগ্য যে, আমি এই শুভ দিনে 'স্নান' করার সুযোগ পেয়েছি। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে জুনা আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ গিরি মহারাজ বলেন, আজকের 'স্নান' ছিল বিশ্বের কল্যাণের জন্য।

দিল্লির জনগণ কেজরিওয়ালের ওপর ক্ষুব্ধঃমনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ দিল্লিতে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিই জিতবে, ফের দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। তিনি বলেছেন, দিল্লির জনগণ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ওপর ক্ষুব্ধ। বিজেপি দিল্লির হৃদয়ে আছে। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ তিওয়ারি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর আসার সময় হয়েছে। মানুষ খুবই উৎসাহী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশনায় দিল্লিতে সরকার গঠন করবে বিজেপি। জনগণ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ওপর ক্ষুব্ধ। বিজেপি দিল্লির হৃদয়ে আছে। উল্লেখ্য, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। সমস্ত দল এখন জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে। দিল্লিতে এবার লড়াই হবে ত্রিমুখী।

হরিয়ানা দিল্লির ময়লা পরিষ্কার করবে নাঃঅনিল ভিজ

আম্বালা, ২৯ জানুয়ারি ঃ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল হরিয়ানা সরকারের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন। কেজরিওয়াল বলেছেন, যমুনার জলকে 'বিষাক্ত' করেছে হরিয়ানা। কেজরিওয়ালের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ বলেছেন, হরিয়ানা দিল্লির ময়লা পরিষ্কার করবে না।মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিল ভিজ বলেছেন, ১০ বছর ধরে আপনি ক্ষমতায় আছেন, আপনার উচিত ছিল যমুনা পরিষ্কার করা। আপনি বলছেন, হরিয়ানা থেকে নোংরা জল আসছে, তাই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল তৈরি করুন এবং সোনিপত এবং ওখলায় জলের গুণমান পরীক্ষা করুন। কারা দাযী. তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। হরিয়ানা দিল্লির ময়লা পরিষ্কার করবে না। এটা কেজরিওয়ালের কাজ ছিল, কিন্তু তিনি নিজের কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। এর জন্য দিল্লির মানুষ তাঁকে শাস্তি দেবে।

৩০ দিনের প্যারোল মঞ্জুর, স্বস্তি পেলেন গুরমিত রাম রহিম সিং

সিরসা, ২৯ জানুয়ারি ঃ স্বঘোষিত ধর্মগুরু ও ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিংকে ৩০ দিনের প্যারোল মঞ্জুর করেছে আদালত। প্যারোল মুক্তি পাওয়ার পর মঙ্গলবার হরিয়ানার সিরসায় নিজের ডেরা আশ্রমে পৌঁছেছেন গুরমিত রাম রহিম সিং। তাঁর আইনজীবী জিতেন্দ্র খুরানা বলেন, আইন অনুযায়ী তাঁকে ৩০ দিনের প্যারোল দেওয়া. হয়েছে। প্যারোলের পরে, তিনি সকালে সিরসার (ডেরা) আশ্রমে পৌঁছেছেন। আইন অনুযায়ী, বছরে প্যারোল ৭০ দিনের জন্য এবং ২১ দিনের জন্য ফার্লো মঞ্জুর করা যেতে পারে। এটাকে কোনও নির্বাচন অথবা রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়।ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিং-এর প্যারোল মঞ্জুর হওয়া প্রসঙ্গে হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ বলেছেন, প্যারোল আইন অনুযায়ী.মঞ্জুর করা হয়। এটি কাউকে ঠিক সেভাবে দেওয়া হয় না।

অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে বাংলাদেশে রেল পরিষেবা বন্ধ, দেশজুড়ে ভোগান্তি

ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি ঃবাংলাদেশে রেল কর্মীদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের জন্য রেল পরিষেবা বন্ধ আছে। বিশেষ অবসরকালীন সুবিধা-সহ একাধিক দাবিতে ট্রেন চালক ও অন্যান্য কর্মীদের ইউনিয়নের সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষের বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় গত সোমবার মধ্যরাত থেকে ধর্মঘট শুরু হয়েছে। এর ফলে গোটা দেশজুড়ে রেল পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বৈধ টিকিট থাকা যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে।এদিকে, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, রেলের কর্মীদের ওভারটাইমের যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। এখন অন্যান্য দাবি-দাওয়াগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক দেখবে। তিনি বলেন, মানবিক কারণে অথবা মানুষের চাকরির ব্যাপারে সমস্যা হলে, সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শীতের কাঁপুনি অব্যাহত কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ২৯ জানুয়ারি ঃজমজমাট ঠান্ডা এখনও কমেনি কাশ্মীর উপত্যকায়, বুধবারও হাড়কাঁপানো ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে ভূস্বর্গের বিভিন্ন প্রান্তে। জম্মুতে ঠান্ডা অপেক্ষাকৃত কম, তবে শীতে কাঁপছে কাশ্মীর। শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহলেগাম, কার্গিল সর্বত্রই শীতে জবুথবু অবস্থা। বুধবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাসন ১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।এমতাবস্থায় জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলে বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে

আবহাওয়া

পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শীতের আমেজ ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শীতের আমেজ রয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ-সহ উত্তরবঙ্গের পাহা।ঘেঁষা জেলাগুলিতেও। আগামী কিছু দিন এমনই থাকবে আবহাওয়া। ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে, ৩১ জানুয়ারির পর থেকে ফের বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.১ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত মোটামুটি ঠান্ডা অনুভূত হবে। কোথাও কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে অথবা সামান্য ওপরে থাকতে পারে। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে, ৩১ জানুয়ারির পর থেকে তাপমাত্রা বা।বে। ৩১ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সর্বনিম্ন থাকবে স্বাভাবিকের ওপরে।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট । ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ০৪মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৬মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ৩০জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১২ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিত্র৪ক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৯মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১৩মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃ দুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃ শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জলের অপচয় বন্ধ করতে অপ্রয়োজনীয় স্ট্রিট ট্যাপ সিল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জানুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে হাওড়া শহরে জলের অপচয় বন্ধ করতে অপ্রয়োজনীয় স্ট্রিট ট্যাপ সিল করা হচ্ছে পুরসভার উদ্যোগে। হাওড়া পুর এলাকায় যত্রতত্র জলের অপচয় বন্ধ করতেই এই পদক্ষেপ। হাওড়া পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ রয়েছে কোনওভাবেই যেন জলের অপচয় না হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তাকে সামনে রেখে আমরা হাওড়া পুরসভার তরফ থেকে জল অপচয় বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। হাওড়া শহরে যেখানে যেখানে জলের অপচয় হচ্ছে আমাদের কাছে খবর আসছে সেগুলো আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করছি। আমরা লক্ষ্য করেছি গোটা হাওড়া শহরে এমন কিছু স্ট্রিট ট্যাপ কল রয়েছে যেখান থেকে সারাদিন প্রয়োজন ছাড়া জলের অপচয় হয়ে চলেছে। যখন সেগুলি তৈরি করা হয়েছিল সেই সময় প্রত্যেক বাড়িতে জলের সংযোগ ছিলনা। পূর্বতন বাম সরকারের আমল থেকেই সেগুলো চলে আসছিল। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছি। সেই অর্থে হাওড়া শহরে জলের সমস্যা বর্তমানে নেই। কেবলমাত্র হাওড়া পুরসভার অ্যাডেড এরিয়ায় যেখানে এখনও সব জায়গায় জলের লাইন পাতা সম্ভব হয়নি সেখানেই কেবল কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। সেখানেও বর্তমানে পাইপলাইন পাতা হচ্ছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে সেখানেও প্রত্যেক বাড়িতে আমরা আশা করছি পানীয় জল পৌঁছে দিতে পারব। বেশ কিছু স্ট্রিট ট্যাপ আমরা দেখেছি যেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে জল অপচয় হচ্ছে। যেগুলো প্রয়োজন নেই সেই স্ট্রিট ট্যাপ কল আমরা পুরসভার তরফ থেকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই হিসেবে বেশ কিছু স্ট্রিট ট্যাপ আমরা বন্ধ করছি।

আমরা হাওড়া পুরসভার ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে এরকমই একটি স্ট্রিট ট্যাপ বন্ধ করেছি যেখান থেকে প্রয়োজন ছাড়া জল অপচয় হচ্ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম ব্যবস্থা আমরা নেব যেখানে জলের অযথা অপচয় হয়। সেইমতো আমরা পুরসভার তরফ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

মগরায় ভালবেসে বিয়ে করেছিল নাবালিকা

মৃতের পরিবারের দাবি, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মিলে খুন করেছে মেয়েকে

দুরন্ত বার্তা, মগরা হুগলি, ২৯ জানুয়ারিঃ ভালবেসে বিয়ে করেছিল নাবালিকা। তারই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উঠছে প্রশ্ন। মৃতের পরিবারের দাবি, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মিলে খুন করেছে মেয়েকে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় মামলা রুজু হয়েছে থানায়। গ্রেফতার হয়েছেন দু'জন। নাবালিকার বাবার অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে মেয়েকে নির্যাতন করা হত শ্বশুড়বাড়িতে। সোমবার সন্ধেয় মেয়ের শ্বশুড়বাড়ি থেকে ফোন করে বলা হয় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে রাতে জামাই ফোন করে বলে গলায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতি হয়েছে সে। এই খবর শোনার পরই মেয়ের শ্বশুড়বাড়ি পৌঁছন মৃতের মা-বাবা। সেখানে গিয়ে দেখেন বিছানায় পড়ে আছে তাঁদের মেয়ে। তুলে নিয়ে মগরা হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক জানিয়ে দেন মৃত্যু হয়েছে। মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ৮৫৮০(২)৩(৫) বিএনএস ও ৬(১) পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে মগড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনার মৃতার স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হবে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ইমামবাড়া হাসপাতালে। এ প্রসঙ্গে, মৃতার বাবা বলেন, ''সন্ধে সাতটার সময় বলল আমায় ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে বলল আপনার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর আমি মেয়েকে খুঁজে মগড়া স্টেশন থেকে নিয়ে গিয়ে পাঠিয়ে দিলাম শ্বশুর

বাড়িতে। এরপর দেখি ফোন করে বলছে মেয়ে সুইসাইড করেছে।

মৌনি অমাবস্যা উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাটে পুন্যার্থীদের স্নান। ছবি-বনস্পতি দে

ভূগর্ভস্থ জলে বিপদজনক মাত্রায় রয়েছে আর্সেনিক

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ রাজ্যের ৩৪৫টি ব্লকের মধ্যে ১০৬টি ব্লকের ভূগর্ভস্থ জলে বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড রয়েছে বলে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুলিয়ায় সবচেয়ে বেশি ফ্লোরাইড অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে জলে সবচেয়ে বেশি আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে রিপোর্টে জানান হয়েছে বলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়াও বাঁকুড়ার ছাতনা, শালতোড়া, বড়জোড়া, দক্ষিন দিনাজপুর, পশ্চিম বর্ধমান এ প্রতি লিটার জলে বিপদজনক মাত্রায় এক দশমিক পাঁচ মিলিগ্রাম ফ্লোরাইড মিশে রয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবাসিকদের ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেবে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দফতর

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ এবার হেলে পড়া ফ্ল্যাটবাড়ির আবাসিকদের ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেবে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দফতর। অন্যান্য ভাবে ক্রেতাদের প্রতারণার ক্ষেত্রে যেভাবে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়া হয় এক্ষেত্রেও তেমনই উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানিয়েছেন। তিনি বলেন ওই সব ফ্ল্যাটের ক্রেতারা যদি নিয়ম মাফিক প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন তবে নিয়ম মেনে সেই অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হবে। যেভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, ঠিক তেমনই হেলে পড়া ফ্ল্যাট বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও অনলাইন কেনাকাটাতে প্রতারিত হওয়া গ্রাহকদের ক্রেতা সুরক্ষা দফতর সাহায্য করবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। যে কোনো সমস্যায় ক্রেতা সুরক্ষা দফতরে অভিযোগ জানিয়ে মানুষ যাতে এক বছরের মধ্যেই ন্যায়বিচার পান তার জন্যই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

জিবি সিন্ড্রোম এ আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ জিবি সিন্ড্রোম এ আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু র পরে এই রোগের বর্তমান অবস্থা নিয়ে যাবতীয় খোঁজখবর নিতে স্বাস্থ্য দপ্তর আজ বৈঠক করেছে। স্বাস্থ্য সচিব নারায়ন স্বরূপ নিগমের পৌরহিত্যে আজ স্বাস্থ্য ভবনে আয়োজিত এই বৈঠকে বিভিন্ন হাসপাতালের সুপার, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা ছাড়াও সংক্রমন, স্নায়ু, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের কোন নতুন এলাকা থেকে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর আসছে কিনা তার উপরে নজর রাখা ছাড়াও সবাইকে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। এই রোগের কোন ভ্যাকসিন না থাকায় উপসর্গ নিয়ে কোন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রোগ নিয়ে গুজব ছড়িয়ে সাধারন মানুষের মধ্যে যেন অযথা আতংক ছড়িয়ে না দেওয়া হয় সেইদিকেও নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের জন্য রাজ্য কোনও জমি অধিগ্রহণ করবেনা

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার মুড়িগঙ্গা নদীতে প্রস্তাবিত গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের জন্য কোনও জমি অধিগ্রহণ করবেনা। এজন্য প্রয়োজনীয় ১৩ একর জমি সরাসরি কিনে নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই পূর্ত দফতরকে বাজার দরে জমি কেনার ছাড়পত্র দিয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। সেতু নির্মাণের জন্য কাকদ্বীপে প্রায় আট একর এবং কচুবেড়িয়ায় পাঁচ একর জমি চিহ্নিত করেছে। প্রসঙ্গত সাগরদ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সড়কপথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ, চার লেনের লেতু তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সেতু নির্মানে আনুমানিক খরচ ১ হাজার ৪৩৮ কোটি। সেতু নির্মানের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজও শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে। এইদিকে রাজ্য সরকার আসন্ন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে দক্ষিণবঙ্গে প্রস্তাবিত নতুন দুটি সেতু শিলান্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামী পাঁচই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে প্রস্তাবিত দুই দিনের সম্মেলনের প্রথম দিনেই গঙ্গাসাগর সেতু ও শিল্প সেতুর শিলান্যাস করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার তার নিজের তহবিল থেকে গঙ্গাসাগরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য মুড়িগঙ্গার উপরে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণ করতে দেড় হাজার কোটি ও বর্ধমানের দামোদর নদীর উপরে ৩৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪০ মিটার দীর্ঘ শিল্প সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মাতৃমায় শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

ক্যানিং, ২৯ জানুয়ারি ঃ বুধবার ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে শিশুমৃত্যু কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে ক্যানিং থানার পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ক্যানিং থানার গোলাবাড়ির বাসিন্দা সুজন দাস নামে এক ব্যক্তি শনিবার তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে মাতৃমা বিভাগে ভর্তি করেন। বুধবার তাঁর স্ত্রী এক সন্তানের জন্ম দেন। কিছুক্ষণ বাদে হাসপাতালের তরফ থেকে জানানো হয় যে শিশুটি মারা গিয়েছে।

এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন সুজন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে। এমনই অভিযোগ নিরাপত্তা কর্মীদের। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে মৃত শিশুর পরিবারের তরফ থেকে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

সুন্দরবনের চাষীদের বিকল্প চাষ ও বহু ফসলি চাষে উৎসাহিত করতে উদ্যোগ

গোসাবা, ২৯ জানুয়ারি ঃ সুন্দরবনের এক ফসলি জমিকে বহু ফসলিক করতে ও এলাকার চাষীদের উন্নততর চাষে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি বেসরকারি সংস্থা। ভারত সরকারের কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি দফতর ও রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের সহযোগিতায় বুধবার দুপুরে গোসাবা ব্লকের আমতলিতে একটি বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল ফার্মার্স বিজনেস সামিট ও এগ্রিকালচার লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড। এদিনের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের ১৮ টি জেলা থেকে এবং ভারতবর্ষের ১২ টি রাজ্য থেকে চাষীরা আসেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ দফতরের মন্ত্রী অরূপ রায়, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল সহ বিশিষ্টরা। সুন্দরবনের চাষীরা মূলত এক ফসলি জমি চাষ করেন। তাঁদের জমিকে কীভাবে বহু ফসলি জমিতে রূপান্তরিত করা যায়, কীভাবে ধান ছাড়াও অন্য অর্থকরী ফসল চাষ করা যায় সে বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয়। কৃষকদের সমস্ত রকম প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো উন্নয়নে যাবতীয় সাহায্যের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাও উপস্থিত ছিল এই কর্মসূচিতে।

এদিনের অনুষ্ঠানে কাশ্মীর, দার্জিলিং, বিহার এমনকি পঞ্জাব থেকেও চাষীরা এসেছিলেন। তাঁদের উৎপাদিত ফসল সংক্রান্ত বিষয়ে সুন্দরবনের চাষীদের নতুন নতুন চাষে উৎসাহিত করতে। মন্ত্রী বলেন, সুন্দরবনের চাষীরাও যাতে নানা ধরনের নতুন নতুন অর্থকরী ফসল চাষ করতে পারে তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

প্রচুর কার্তুজ উদ্ধার, ধৃত এক

ক্যানিং, ২৯ জানুয়ারি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে আবু তাহের মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মঙ্গলবার রাতে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫৩টি কার্তুজ। ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বোকরাবনি গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইন্দ্রজিৎ সর্দারের অনুগামী আবু তাহের, দাবি ধৃতের স্ত্রীর। যদিও ইন্দ্রজিৎ সে কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। গত নির্বাচনে আবু তাহের আই এস এফ দল করেছে বলে জানি। পুলিশ তদন্ত করুক। কী কারণে এত পরিমাণ কার্তুজ সে নিজের বাড়িতে মজুত রেখেছিল খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে ধৃতের বিরুদ্ধে আগে থেকেই এলাকায় অশান্তি ছড়ানো সহ বহু সমাজ বিরোধী কাজ এমনকি খুনের অভিযোগও রয়েছে। নতুন করে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর কোনও পরিকল্পনা ছিল কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিশিষ্ট লেখক সাগর মণ্ডলের কবিতা সংকলন প্রকাশিত হল

মলয় সুরঃ ভারতের শীর্ষ ১০ কনিষ্ঠ উদ্যোক্তার মধ্যে অন্যতম এবং ৩০টিরও বেশি পুরস্কারে সম্মানিত সাগর মণ্ডল তার প্রথম কবিতা সংকলন Where the Light Finds Me এর আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন। শনিবার সন্ধ্যায় এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার নিউটাউনে ইন্ডিস্মার্ট হোটেলের একটি অভিজাত পরিবেশে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। গেস্ট অফ অনার সান্তি দাস বসাক, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং প্রথম মহিলা (পি), মি. আজিজ শেখ, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের সিনিয়র প্রাইভেট সেক্রেটারি, এবং অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, এক বিশিষ্ট লেখক এবং গবেষক, তাদের উপস্থিতিতে এই মুহূর্তটিকে আরও গৌরবান্বিত করেছেন। সাগর মণ্ডল, যিনি স্কোয়াশকোডের প্রতিষ্ঠাতা এবং গ্রোথেনসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত, তার সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশে তার সৃজনশীল গভীরতা তুলে ধরেছেন। বইটি ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, এবং আত্ম-অন্বেষণের গল্পকে মুক্ত-ছন্দ কবিতার মাধ্যমে অনন্যভাবে তুলে ধরেছে। সাগর তার বইটিকে আত্মদর্শনের একটি যাত্রা হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই বইটি সেইসব পাঠকদের জন্য সান্ত্বনার উৎস, যারা জীবনের অন্ধকার মুহূর্তে আলোর সন্ধান করেন। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের পাশাপাশি একটি প্রশ্নোত্তর আসর ছিল, যা অতিথিদের অভিভূত করেছে।

এছাড়াও সাহিত্য, ব্যবসা, এবং বিনোদন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন রূপা মজুমদার, অভিনেত্রী মধুমিতা গুপ্তা, রঞ্জন ভট্টাচার্য, লীনা বিশ্বাস, এবং প্রাক্তন সংবাদিক ও চিত্রপরিচালক অজয় বরণ দে।

ফের মেট্রো বিভ্রাট

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ বুধবার বিকেলে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে ঢোকার মুখে সিগন্যাল পয়েন্টে বিকল হয়। তার জেরে বিকেল ৫টা ১ মিনিট থেকে বন্ধ থাকে পরিষেবা। নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো চলাচল বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। ভোগান্তির শিকার হন অফিস ফিরতিরা। তবে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক ছিল। সম্প্রতি ব্লু লাইনে কবি সুভাষ থেকে ছাড়া প্রতিটি মেট্রোর অন্তিম স্টেশন দক্ষিণেশ্বর হয়ে গিয়েছে।

হুগলির মানকুণ্ডুতে ট্রেন ধরতে যাওয়ার পথে সাইকেল সমেত বৃদ্ধকে পিষে দিল চার চাকা

দুরন্ত বার্তা, মানকুণ্ডু হুগলি, ২৯ জানুয়ারিঃ সাইকেল নিয়ে বৃদ্ধ যাচ্ছিলেন মানকুণ্ডু স্টেশনে। ট্রেন ধরার উদ্দেশ্য ছিল তার। তখনই মর্মান্তিক ঘটনা। ট্রেন ধরতে যাওয়ার পথে সাইকেল সমেত তাঁকে পিষে দিল চার চাকা। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল ছবি। গাড়িটি কার, কে চালাচ্ছিলেন সবটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার ভোরে চন্দননগর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাখনলাল সরণীর বাসিন্দা মধুসূদন বঙ্গ। বয়স (৭৪)। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন কলকাতায় আত্মীয়র বাড়িতে যাবে বলে। সেইমতো সাইকেল নিয়ে মানকুন্ডু স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। চন্দননগর তেমাথা মন্দিরের কাছে আসতেই পিছন দিক থেকে আসা একটি চার চাকা সুইফট গাড়ি ধাক্কা মারে বৃদ্ধকে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে সেটি। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, সাইকেল সহ প্রৌঢ়ের দেহের উপর দিয়েই চালক গাড়ি চালিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। চন্দনগর থানার পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত গাড়ির ও চালকের খোঁজ চালাচ্ছে। পৌঢ়ের পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন,কয়েকদিন আগেও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট সেভ ড্রাইভ সেভ লাইভ অনুষ্ঠান করেছি। মানুষ সচেতন না হলে সরকার যতই অনুষ্ঠান করুক কীভাবে হবে?

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন দক্ষিন বারাশতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৯ জানুয়ারিঃ জীবন অমূল্য। সেই জীবনকে বাঁচাতে হেলমেট পড়ে গাড়ি চালান,নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচতে দিন এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৫ শে জানুয়ারি থেকে ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত সারা রাজ্যে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।

আর তাই বুধবার জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসন, জয়নগর থানা ও জয়নগর ট্রাফিকের উদ্যোগে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়। এদিন পুলিশ, সিভিক,স্কুল পড়ুয়ারা পথ নিরাপত্তার হোডিং, পোস্টার নিয়ে দক্ষিন বারাশতে একটি সচেতনতা মূলক পদযাত্রায় অংশ নেন।এর পরে দক্ষিন বারাশত হাইস্কুলের মাঠে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। যাতে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) রুপান্তর সেনগুপ্ত, বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস, বারুইপুর ডি এস পি ট্রাফিক গৌতম চক্রবর্তী,টি আই প্রদীপ পাল,বারুইপুর ডি এম ডি সি আপতাফ আলম,জয়নগর ১ নং বিডিও ভুবন পনিথ পাপুল্লা, জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস,তনয় মুখার্জি, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল, বন্দনা লস্কর, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস নস্কর, সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর থানার আইসি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর ট্রাফিক ওসি রবীন্দ্রনাথ সরদার সহ আরো অনেকে।

এদিন পথ নিরাপত্তার খুটিনাটি তথ্য তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তারা। এদিন কয়েকজনের হাতে হেলমেট তুলে দেওয়া হয়।উল্লেখ্য ২০১৬ সাল থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই পথ নিরাপত্তার উপর জোর দেওয়া হয়। আর তাঁর পর থেকে এই বিষয়ে একাধিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করার ফলে বর্তমানে পথ দূর্ঘটনার হার আগের চেয়ে কমেছে।

প্রাকৃতিক ও জৈব কৃষি ব্যবস্থায় ছড়িয়ে দিতে দিল্লিতে জাতীয় সেমিনার

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারিঃ তপসিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের উদ্যাগে নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল প্রাকৃতিক ও জৈব কৃষি বিষয়ক জাতীয় সেমিনার।পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রাকৃতিক ও জৈব চাষ, মৎস্য চাষ এবং নানা উদ্ভিদ প্রাণীজ সম্পদ নিয়ে কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। বিশ্ব উষ্ণায়ন বর্তমান বিশ্বে জলবায়ুর এক ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। পরিবেশে এর ব্যাপক প্রভাব আগামী দিনে ভয়ঙ্কর সংকটে ফেলবে। কৃষিক্ষেত্রে সার, কীটনাশক এবং হার্বিসাইডের মতো সিন্থেটিক রাসায়নিক ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন বাড়লেও এর নেতিবাচক প্রভাব আগামী দিনে কৃষিক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদকে কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায় তা নিয়েই এই সংস্থা গত তিন দশক ধরে কাজ করে চলেছে। গোবর, গোমূত্র এবং জৈব মালচের মতো সম্পদ ব্যবহার করে জীববৈচিত্র্যকে স্থিতিশীল করা এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করার প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে তপসিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র। দেশের ১৫টি রাজ্যের কৃষক, কৃষি-প্রযুক্তিবিদ, কৃষি-বিজ্ঞানী, প্রশাসনিক আধিকারিক ও কৃষি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা কৃষিক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানান। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সৌমেন কোলে সংস্থার নানা প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে দিয়ে গত তিন দশক ধরে এই সংস্থাকে বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত করেছেন। সৌমেন কোলে বলেন, আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারে চাষের খরচ ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু চাষিরা শ্রম ও ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চাষে খরচ কমানোর একমাত্র উপায়। এতে চাষি ও উপভোক্তা দুজনেই উপকৃত হবেন। আমাদের

সংস্থার প্রতিনিধিরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাষিদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও নানা বিষয়ে সহায়তা দিচ্ছেন। প্রাকৃতিক ও জৈব চাষ স্বাস্থ্যকর। মানুষের নানা রোগ থেকে মুক্তি দিচ্ছে। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল দেশের সঙ্গে বিদেশেও চাহিদা বাড়ছে। বহু কৃষক বন্ধু এই ফসল রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করছে।দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও বাংলা থেকে প্রায় তিনশো সদস্য এই সেমিনারে যোগদান করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৬০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১৬ মাঘ, ১৪৩১

কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল

কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন এক ইংরেজ সাহেব,তিনি বাঙালি প্যারীচরণের লেখা ইংরেজি বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করতে আপত্তি করলেন,বেশ বাদানুবাদ হল,শেষে সিদ্ধান্ত হল ছাত্রদের মধ্যে ভাগাভাগি করে পড়ানো হবে সাহেবের লেখা বই ও প্যারীচরণের 'ফার্স্ট বুক' জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় ফলপ্রকাশের পর দেখা গেল সাহেবের বইয়ের বদলে যেসব পড়ুয়া বাঙালি প্যারীচরণের লেখা ইংরেজি 'ফার্স্ট বুক' পড়েছে তারা সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। এককালে বাঙালির অক্ষর পরিচয় হত বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণ পরিচয়' দিয়ে,প্রায় একই সময়ে বাঙালির ইংরেজির সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের 'ফার্স্ট বুক' দিয়ে। কিংবদন্তি এই বই পড়ে রবি ঠাকুরেরও ইংরেজিতে হাতেখড়ি। তখন বিলেত থেকে আসা তখন অনেক জিনিসের মধ্যে থাকত ইংরেজি শিক্ষার বইপত্র। জাতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতির পক্ষে সেই সব বইগুলি কিছুটা অনুপযুক্ত ছিল,বইগুলির লেখক ব্রিটিশরা,এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছেলে-মেয়েরা সেইসব বইয়ের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারত না। একজন শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা অনুধাবন করে প্যারীচরণ সরকার লিখেছিলেন 'ফার্স্ট বুক'। বারাসত স্কুলে শিক্ষকতা কালেই তিনি এই বই লিখেছিলেন, নিজের স্কুলে এই বই পাঠ্য করলেন,পড়ুয়ারা মনের মত বই পেয়ে বড়ই আনন্দিত হল। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় সাহেবের বইকে টেক্কা দিল প্যারীচরণের লেখা 'ফার্স্ট বুক' পড়া পড়ুয়ারা, গুণ বিচারে 'ফার্স্ট বুক'এর জয়জয়কার প্রতিষ্ঠিত হতে আর সময় লাগেনি। পরবর্তী কালে এই বই এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায় এদেশে প্যারীচরণের বই ছাপিয়ে কুলিয়ে ওঠা যেত না,বিলেত থেকেও ছাপিয়ে আনতে হত। হেয়ার সাহেব জন্মসুত্রে ভারতীয় না হলেও বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান অপরিসীম,তিনি বাঙালির বড় আপনজন। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি হেয়ার সাহেব,১৮৪২সালে তিনি প্রয়াত হন,প্যারীচরণ ওই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন ১৮৫৫সালে,কর্মরত ছিলেন আট বছর,প্রধানত প্যারীচরণের উদ্যোগে এই স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় হেয়ার স্কুল। 'ফার্স্ট বুক' শুধু নয়, 'ফার্স্ট গ্রামার' ও কয়েকটি ভুগোল বই প্যারীচরণ সরকার মহাশয় লিখেছিলেন,তবে বড়দের জন্য মাত্র একটি বই নাম The tree of intemperance' ,সমাজ সংস্কারের জন্য সর্বদা নিরলস ভাবে কলম চালিয়েছেন স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু বিধবা বিবাহের পক্ষে। স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবক্তা প্যারীচরণ নিজের ব্যক্তিসত্তা ইংরেজদের কাছে বিকিয়ে দেন নি,যে কোনও শিক্ষিত ইংরেজের তুলনায় ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অনেক বেশিঞ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত, ছিল উদার মন ও মনন,কিন্তু জীবনচর্যা,আচার-আচরণে ছিলেন খাঁটি বাঙালিঞ্চ পৃথিবীর প্রথম আলো দেখা কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলে ২৩জানুয়ারি ১৮২৩,পিতৃদেব ভৈরবচন্দ্র সরকার,আদিনিবাস হুগলি জেলার এড়াগ্রাম। ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গা ইংলিশ স্কুলে শিক্ষারম্ভ। হলেও পরে পড়াশুনা করেছেন হিন্দু কলেজে।

দার্শনিক সুকুমার সেন

বলতেন প্রবন্ধ পড়ে লোকে তাঁকে যতটা পণ্ডিত ভাবে তিনি আসলে তেমন পণ্ডিত নন, পাঁচটা বই দেখে প্রবন্ধ লিখেছেন মাত্র। তবে সত্যিকারের পণ্ডিত হওয়ার স্পৃহা বারবার জেগে উঠে তাঁকে গবেষণার কাজে ঠেলে দিয়েছে। অনেক দিন পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন বড় হলে ইঞ্জিনের ড্রাইভার না হলে গার্ড হবেন। সেসব কিছুই হলেন না কিন্তু একদিন বর্ধমান রেল স্টেশনে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন ওভার ব্রিজের পাটাতনের তলায়। কী সুন্দর চেহারা! ঋজু,দীর্ঘকায়, ধবধবে রঙ। কালো রঙের জোব্বা গায়ে মাথায় কালো টুপি। কাঁচাপাকা সরু লম্বা দাড়ি। খুব খুশি হয়েছিলেন সেদিনের স্কুলে পড়া ছেলেটি।রবীন্দ্রনাথকে নিজের চোখে হঠাৎ করে এভাবে রেলস্টেশনে দেখতে পাবেন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি , মনে মনে খুব আনন্দিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন পশ্চিম থেকে যাবেন বোলপুর। তিনি অপেক্ষা করছিলেন কলকাতা থেকে আসা ট্রেনের জন্য। সেই গাড়ি কিছু সময়ের মধ্যেই সংলগ্ন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পড়বে। সুকুমার সেন বিলেত থেকে ডিগ্রি আনতে পারেন নি, কারণ বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু। তিনি সুকুমারের থিসিস কপি চেয়ে নিয়েছিলেন নিজে পড়বেন বলে। তবে সেই নিয়ে খেদ ছিল না সুকুমার সেনের মনে গর্ব করে বলতেন তিনি পুরোপুরি Home backed scholar. যদিও সবাই বলেন সুকুমার সেনের সব থেকে বড় কীর্তি 'ভাষার ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস 'রচনা। ODBL সহজপাঠ্য ছিল না সহজপ্রাপ্য তো নয়।তাই লিখতে হল ভাষার ইতিবৃত্ত। প্রথমে আকারে কৃশকায়,পরে বিভিন্ন সংস্করণে সংস্কারে সংশোধনে ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে প্রায় নতুন আকার ধারণ। সত্যি বলতে সুকুমার সেন কে সচরাচর ভাষাবিজ্ঞানী,মিথ ও ধর্মকথার ব্যাখ্যাতা ও ঐতিহাসিক,তথ্যসন্ধানী বলা হয়।তাই তাঁর সমাদার,খ্যাতি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই তিনি বাঙালি সাহিত্য সমালোচকদের অগ্রগণ্য। সারাজীবন সুকুমার সেন পুরস্কার তিরস্কারকে ভ্রুক্ষেপ করেন নি, সংবর্ধনা -পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু যা প্রাপ্য ছিল তা পাননি। বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈবার্ষিক স্বর্ণপদক পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন নোবেল পুরস্কার পেলেও আমি এত খুশী হতাম না। কঠিন অসুখে পড়ে জীবন সংশয় হলে গৃহদেবতা রঘুনাথের আশীর্বাদে রোগমুক্তির পরে নামকরণ হল রঘুনাথ। তবে অনিল হোক বা রঘুনাথ কেউ স্থায়ী হতে পারেননি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সুকুমার নাম সবার পছন্দ হলে সেই নামে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়। পাণ্ডিত্য আর রসবোধের সম্মিলনে আচার্য সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

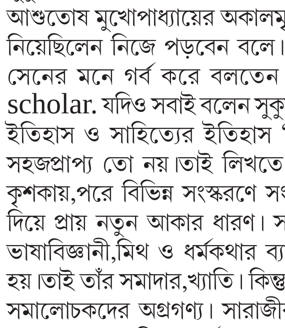

শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছিলেন, মাত, আপনার কথাতে তো আমি আপনার সন্তানদের রক্ষা করতে পারবো না। তাদের রক্ষা করার

আমার কোনও অধিকার নেই। আপনার সন্তানরা তাদের বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছে। তাদেরকে রক্ষা করা মানেই হল একটি অপসংস্কৃতিকে রক্ষা করা। অসামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। অপকর্মকে রক্ষা করা। সেটা আমি করতে পারবো না। আপনার সন্তানদের রক্ষা করার শক্তি চাই।সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে।সত্যকে যে জয় করতে পারেন তিনি অমর হয়ে থাকেন। তিনি অজেয়. পরাজিত করা অসম্ভব

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

মহাভারতে আমরা দেখতে পাই নারী শক্তির মাহাত্ম্য। সেখানে নারী জাতিকে অসম্মানিত করার পরিনাম হচ্ছে পতন। কৌরব বংশ একেবারে শেষ হয়ে গেল নারী জাতিকে অপমানিত করার ফলে। গান্ধারী পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সন্তানদের রক্ষা করতে পারবেন না। কারণ তারা দৌপদীকে অপমানিত করেছে। প্রকাশ্যে তাঁর

বস্ত্র ধরে টানাটানি করেছে। এর পরিনাম হচ্ছে তাদের মৃত্যু। গান্ধারী এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, তুমি আমার সন্তানদের রক্ষা করতে পারো। তুমি ছাড়া আর কারোর শক্তি নেই আমার সন্তানদের রক্ষা করার। কিন্তু আপনার সন্তানদের ইহজীবন ত্যাগ করতে হবে। এই ধরনী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাদের থাকার অধিকার তারা নিজেরাই হারিয়েছে। নারী শক্তিকে বারবার অপমানিত করতে গিয়ে তারা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এবং তাদের দলে যে সব বীররা অংশ গ্রহণ করেছে তারা প্রত্যেকেই শক্তিহীন হয়ে পড়বে। তাদের যুদ্ধ করার অধিকার তারা হারিয়েছে। তারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার যে স্বপ্ন দেখছে সেটা হবে না।

বিপ্লবী রাস বিহারী বোস জাপানে বসে যে আজাদ হিন্দ স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক ভারত নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন

বিশেষ প্রতিবেদক

রাসবিহারী বসু ও মানবেন্দ্রনাথ রায় বিতর্ক। ভারত থেকে পালিয়ে গিয়ে রাসবিহারী বসু যখন জাপানে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন, ঠিক সেই একই সময়ে, অর্থাৎ ১৯১৫ সালে তৎকালীন ভারতের অন্যতম বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তী কালে মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায় নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে 'ফাদার মার্টিন' ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে বাটাভিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে একটি জার্মান জাহাজ বোঝাই হয়ে বাংলার বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্য কিছু রাইফেল, পিস্তল, গুলি ও টাকা আসবার কথা ছিল। মার্টিন ওরফে নরেন্দ্রনাথ তখন সেই 'মোভারিক' নামক জাহাজ থেকে সেগুলি নিয়ে আসবার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই মিশন শেষ পর্যন্ত কেন ব্যর্থ হয়েছিল। এসম্বন্ধে অতীতে তাঁরই সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন এবং এবিষয়ে তাঁদের সেসব বিবরণ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রীতিকর বলে এখানে সেসব নিয়ে আলোচনা করবার দরকার নেই। যাই হোক, এরপরে বাটাভিয়া পরিত্যাগ করে তিনি প্রথমে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, এবং এরপরে ফিলিপাইনে পৌঁছে সেদেশের ভিতর দিয়ে নানা পথ ধরে তিনি জাপানের উদ্দেশে যাত্রা করে অবশেষে একটি নতুন ছদ্মনামে জাপানের নাগাসাকি বন্দরে অবতরণ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ জানতেন যে, রাসবিহারী বসু তখন জাপানে অবস্থান করছেন; আর তাই জাপানে পদার্পন করবার পরেই তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে, তিনি রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু ওই সময়ে টোকিওতে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। বরং, খুব সন্তর্পণে একাজ করতে না পারলে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশদের সহযোগী জাপ-সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে, রাসবিহারী বসু নিজেও তখন জাপানে পলাতক অবস্থায় অন্যের আশ্রয়ে দিনযাপন করছিলেন। যাই হোক, অতীতে এপ্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনীকার স্বদেশরঞ্জন দাস লিখেছিলেন,টোকিওতে অপর একজনের ঠিকানা জানা ছিল। তাঁরই মাধ্যমে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। অনেক সতর্ক ও গোপন প্রয়াসের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। রাসবিহারীর সঙ্গে রায়ের পূর্ব পরিচয় ছিল না, কিন্তু প্রথম দর্শনেই নরেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রভাবিত করলেন এবং তাঁর আস্থাভাজন হলেন। সংগঠন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি (রাসবিহারী) হতাশ হয়ে তখন জাপানে স্থির হয়ে বসেছেন। রায়ের মত আশাবাদ তখন আর তাঁর ছিল না। রাসবিহারী যখন তাঁকে কোনরূপ সাহায্যের ভরসাই দিতে পারলেন না, তখন নরেন্দ্রনাথ চীনের নেতা সান ইয়াট্ সেন,এর সঙ্গে দেখা করলেন। এত সতর্কতা সত্ত্বেও রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎটা জাপানী পুলিশের কাছে গোপন থাকে নি। রাসবিহারী গোপনে সংবাদ দিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ যেন অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করেন, নতুবা এরা তাঁকে সাংহাই,এ ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনীকার রাসবিহারী বসুকে নিয়ে কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। প্রথমতঃ, রাসবিহারীকে প্রভাবিত করে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর আস্থাভাজন হয়েছিলেন। একথা দিয়ে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সেটা স্পষ্ট করে বলেননি।

দ্বিতীয়তঃ, রাসবিহারী তখন হতাশ হয়ে জাপানে স্থির হয়ে বসেছিলেন;এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আপত্তিকর কথা। কারণ, রাসবিহারীর জীবন ও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যাঁরা বিন্দুমাত্র অবগত আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে, তাঁর চরিত্রে কখনো কোন 'পেসিমিজম' বা হতাশার ভাব দেখা যায়নি; বরং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের থেকে তিনি তখন বেশি আশাবাদী ছিল। একথা সত্যি যে, ওই সময়ে ভারতে তাঁর সংগঠন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতবর্ষে তৎকালীন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা অবগত রয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, ১৯১৫ সালে রাস বিহারীর ভারত ত্যাগের প্রক্কালে এটাই সেই সংগঠনের অনিবার্য পরিণতি ছিল। আর রাসবিহারী কখনোই স্থির হয়ে বসে থাকবার মানুষ ছিলেন না। মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে জাপানে তিনি নিজে কি দুরাবস্থার মধ্যে ছিলেন, তাঁর জীবনের সঙ্গে পরিচিত প্রায় সকলেই এবিষয়ে অবগত রয়েছেন। সুতরাং ওই পরিবেশে তাঁর পক্ষে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে সাহায্য করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বরং তিনি নিজেই তখন অন্যের সাহায্যের ভরসায় ছিলেন। এছাড়া তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়কে কিসের জন্য সাহায্য করতেন? কারণ, তাঁর তো রাসবিহারীর মত তখন তো কোনো কর্মসূচীই ছিল না, এমনকি কোনো স্থির লক্ষ্যও ছিল না।

অন্যদিকে এপ্রসঙ্গে স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন,"Thereafter– in disgust– but still full of hope– I went to Japan. Rash Behary Bose was there with an identical mission— he would certainly help me. But I was

rather surprised to find that he now believed that our mission of liberating India would be accomplished only as a consequence of the bigger mission of Japan to free Asia from White domination. I was still a fulléôéblooded nationalist– and as such believed in the doctrine of racial solidarity. Nevertheless– I could not forget the fact that Japan was Britainós ally. How could we rely upon her helping us in our struggle against British dominationÚ Rash Behary smiled benevolently upon my ignorance of diplomacy- Japan had joined the war on the side of the Entente Powers with a purpose— she should not be embarrassed even if Indian revolutionaries were persecuted in Japan. We must have faith in the leader of Asia and wait patiently for our chance. It all sounded very impressive– but did not carry conviction.

মানবেন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্যটি আজও ঐতিহাসিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এবিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত যে, নিজের এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি রাসবিহারীর বৈপ্লবিক আদর্শ সম্পর্কে ও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, টোকিওতে সমাগত আশাবাদী মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাসবিহারীর যে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল, তিনি নিজে এবিষয়ে কোনো বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যাননি। অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, শ্বেতাঙ্গজাতির প্রভুত্ব থেকে সমগ্র এশিয়াকে মুক্ত

করবার বৃহত্তর উদ্দেশ্য যখন জাপানের সফল হবে, তখনই মাত্র তার ফলেই আমাদের ভারত উদ্ধার ব্রত সফল হবে। রাসবিহারীর মুখ থেকে একথা শুনে তিনি বিস্ময়বোধ করেছিলেন। কিন্তু রাসবিহারীর সমগ্র জীবনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা অনুসরণ ও অনুধাবন করে ঐতিহাসিকেরা এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে এমন কোন তথ্য পাননি; যেটার দ্বারা মানবেন্দ্রনাথের এই শিশুসুলভ উক্তি সমর্থিত হতে পারে। বস্তুতঃ মানবেন্দ্রনাথ তখন যেমন নিজে মনে-প্রাণে একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন, রাসবিহারীও সেটাই ছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথের মত তিনিও জাতীয় সংহতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বরং পরবর্তীকেল বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় রঙের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, অন্যদিকে রাসবিহারী বসু কিন্তু আমৃত্যু রাসবিহারী বসুই থেকে গিয়েছিলেন। বিপ্লবের স্বধর্ম থেকে ও জাতীয়তাবাদের চির-পোষিত আদর্শ থেকে তিনি কখনোই বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। এটাকে এই মহান বিপ্লবী নায়কের চরিত্রের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। একথা সত্যি যে, এরপরে একসময়ে তিনি জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজীবনের পোষিত জাতীয়তাবাদকে তিনি কখনো কি বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন? বরং তিনি কোনদিনই জাপানকে এশিয়ার নেতারূপে কল্পনা করেন নি। জাপানের সাহায্যে বিদেশ থেকে তিনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের যেসব প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং এবিষয়ে জাপানের কাছ থেকে তিনি যেসব সহযোগিতা পেয়েছিলেন, সেসব ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা অবগত আছেন, তাঁরা সকলেই এককথায় স্বীকার করে নেন যে, সান ইয়াৎ-সেনের মত রাসবিহারী কোনদিনই জাপানকে এশিয়ার মুক্তিপ্রদাতা হিসাবে দেখেন নি। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যে জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে ছিল এবং তখন মিত্রশক্তির পক্ষে থাকবার অর্থই ছিল ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সমর্থন করা, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সেই জাপানকে সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলাই তৎকালীন জাপানে রাসবিহারীর প্রথম ও প্রধান মিশন ছিল। তখনকার এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় তিনি যে বিস্ময়কর সফলতা লাভ করেছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের জাপানের সরকারি রাজনীতিতে তিনি যে একটা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, একথার সাক্ষ্য কিন্তু সমকালীন একাধিক জাপানি লেখকের লেখায় পাওয়া যায়। সুতরাং এথেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথই আসলে তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন ও অন্যদেরও ভুল বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথার মধ্যে রাসবিহারী সম্পর্কে অন্য যে মারাত্মক উক্তিটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা হল, Nor was a share of the patronage enjoyed by Rash Behary offered to me.

এই মন্তব্যের দ্বারা মানবেন্দ্রনাথ কি একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, জাপানে গিয়ে রাসবিহারী যে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, তিনি মানবেন্দ্রনাথকে সেটার অংশ দিতে সম্মত হননি। যদি তাই হয়, তাহলে বলা চলে যে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মত একজন বিপ্লবীর মুখ থেকে অন্য একজন বিপ্লবীর প্রতি এহেন উক্তি আশা করা যায় না। নিজের এই উক্তির মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ সকলকে একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি জাপানে গিয়ে আশ্রয়লাভ করতে সক্ষম না হওয়ার পিছনে আসলে রাসবিহারীই দায়ী ছিলেন। কিন্তু রাসবিহারীর জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ওই সময়ে জাপানে উপস্থিত হয়ে সেখানকার নাগরিকত্ব অর্জন না করা পর্যন্ত তিনি তখন কিভাবে সেখানে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। যিনি নিজেই তখন প্রায় আশ্রয়হীন ছিলেন, তাঁর পক্ষে অন্য কাউকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব ছিল কি?

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অতি দীর্ঘ। এত বড় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আর কোনও দেশের আছে কিনা জানা নেই। সারা বিশ্ব জুড়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংল্যাণ্ড থেকে শুরু করে ফ্রান্স, জার্মান, জাপান এবং আফ্রিকাতেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

বাংলার অধিকাংশ ভগ্নপ্রায় জমিদারবাড়িগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু অন্যায়, অবিচার এবং নিপীড়ন

বিশেষ প্রতিবেদক

ছোটবেলা থেকেই আমরা বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা রূপকথার গল্প শুনতে খুব ভালোবাসি। রূপকথা মানেই একটা বিশাল রাজবাড়ী থাকতে হবে। থাকতে হবে চোখ ধাঁধানো জৌলুশ। কিন্তু সেই ধরনে রাজবাড়ি পশ্চিমবাংলায় গুটিকয় আছে। আর সেখানে থাকতে গেলে রীতিমতো

মোটা অঙ্কের গ্যাঁটের কড়ি গুনতে হবে। যারা পারবেন তারা কড়ি গুনবেন। আর যারা পারবেন না তারা, এক কালের চোখ ধাঁধানো প্রাসাদ যা আজ বয়সের ভারে জীর্ন, ক্ষয়িষ্ণু, প্রায় ধ্বংসোন্মুখ বা আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। সেসব বাড়িতে গিয়ে কড়ি বরগা গুণতে পারেন। তারজন্য আলাদা করে কড়ি গুণতে হবে না। কিছু বাড়ির তো অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে রাজবাড়ী ছাড়াও বেশকিছু জমিদার বাড়িও আছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে। চলুন, আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো তেমনই একটা ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবাড়ীর সাথে। মনোহালী জমিদারবাড়ী। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের অন্তর্গত মনোহালী গ্রামে বিশাল এলাকা নিয়ে দ্বিতল বিশিষ্ট এই জমিদার বাড়ী অবস্থিত। নামেই জমিদার বাড়ী, এখন জমিদারও নেই, জমিদারীও নেই। এখন এনারা নানা পেশায় নিযুক্ত। পাকাপাকিভাবে কেউই এই বাড়িতে থাকেন না। শুধু মাঝে মধ্যে আসেন। শেকড়ের টানে এবং অন্যান্য নানা কাজে।

মনোহালি হল তপন থানার একটি মৌজা। মনোহালি পুরাতত্ত্ব সমৃদ্ধ গ্রাম। বেশ কয়েক বছর আগেই এখান থেকে একটা তাম্রলেখ পাওয়া গিয়েছিল। এই তাম্রলেখটি পাল রাজা মদন পালের। এই লেখটি মনোহালি কপারপ্লেট নামে পরিচিত। এই গ্রামেই রয়েছে রাজা বানের স্মৃতি বিজড়িত বাণদিঘি। এই দিঘিকে ঘিরেই একটা রহস্যময় জনশ্রুতি আছে। এই জায়গার নামের সাথে বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এটা ইতিহাস। এবারে জনশ্রুতি বা গল্পটা বলি, এটা সত্যি কিনা আমার জানা নেই । সেই তাম্রলেখের পাঠোদ্ধার করে যা জানা গিয়েছিল, পাল বংশের রাজা মদন পালের রানী চিত্রমতিকা দেবী কে এক ব্রাহ্মণ মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন। তার বিনিময়ে রাজা মদন পাল সেই ব্রাহ্মণকে বেশ কিছু নিষ্কর জমির দান করেছিলেন। সেই জায়গাটাই নাকি আজকের মনোহালি।

তবে এই বাণদীঘি থেকে নাকি আরও নানান প্রত্ন বস্তু পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে মাটি খুঁড়ে বজরার একটা অংশ পাওয়া গেছে। তাছাড়া এখানকার বিভিন্ন দিঘী ও পুস্করিনী থেকে এবং বিভিন্ন জায়গার মাটি খুঁড়ে, বেশ কিছু মূর্তি, মুদ্রা, বাসনপত্রের ভাঙ্গা অংশ, শীলালিপি ও আরো নানান প্রত্ন বস্তু উদ্ধার করা হয়েছিল। যেগুলো এখন কলকাতার মিউজিয়ামে, এবং বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

ঐতিহাসিকদের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে এই জেলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বিষয়টা আমরা যখন দিনাজপুরে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে এই পুরো গোটা জেলা জুড়েই বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মূর্তি,ভগ্ন মূর্তি, শিলালিপি ইত্যাদি উদ্ধার হয়েছে। যার মধ্যে দুই একটা মূর্তি স্থানীয় মানুষদের বাড়িতেও ঠাঁই পেয়েছে।

এই মনোহালী জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এনারা আদতে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সিংগী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এনারা বর্ধমান মহারাজার রাজসভা আলোকিত করে রাখতেন নানা শাস্ত্রজ্ঞানের মাধ্যমে। এনাদের পদবী বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও উপাধি ছিলো, তর্কালঙ্কার, তর্কপঞ্চানন, ন্যায়রত্ন, ন্যায়বাগীশ ইত্যাদি।

আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে সম্ভবত ১৮৩০ সালে দিনাজপুরের রাজা (এনারা রাজা বললেও আসলে দিনাজপুর রাজবংশের শেষ রাজা রাধানাথ ১৮০১ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে মারা যান। রেখে যান বিধবা পত্নী প্রান সুন্দরী দেবী ও দত্তকপুত্র গোবিন্দনাথকে। অবশ্য তার আগেই দিনাজপুরের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এর কারন হলো, ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর রাজস্ব ব্যবস্থার জটিলতা, সরকার ও জমিদারদের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন, নতুন ভূস্বামী সৃষ্টি। এর ফলে অনেক জায়গায় রাজত্ব প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে তৈরি হয়েছিলো এক নতুন জমিদার শ্রেণী। দিনাজপুরের রাজত্বও টুকরো টুকরো জমিদারিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাধানাথের মা রানী সরস্বতী দিনাজপুরের কালেক্টরের কাছে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা খুবই মর্মান্তিক। তিনি বলেছিলেন, তিনি নিজে এবং তাঁর বিধবা পুত্রবধূ প্রাণ সুন্দরী দেবী বেনামে কয়েকটি জমিদারি লট বা অংশ কিনে নিয়েছিলেন। ফলে দিনাজপুরে জমিদার পরিবারটি কোনও মতে টিকে যায়। সেই সময় এই মনোহালি অঞ্চল যার অধিকারে ছিল তাকেই বোধ হয় এনারা দিনাজপুরে রাজা হিসেবে উল্লেখ করছেন, যাইহোক আমরা গল্পে ফিরি) বন্ধুবর বর্ধমান মহারাজাকে অনুরোধ করেন এমন কাউকে তাঁর কাছে পাঠাতে, যিনি আজকের এই মনোহালী অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন, আর এই অঞ্চলের উন্নতির জন্য কাজ করবেন। কারণ তখন এই অঞ্চল ছিলো জঙ্গলাকীর্ণ, আর জলাভূমিময়, শ্বাপদসঙ্কুল। ছিলো ডাকাতদের আস্তানা। কে না জানে, জঙ্গল থাকলেই সেখানে নানা জীবজন্তুর পাশাপাশি হবে ডাকাতদের আস্তানা কিংবা তান্ত্রিক দের বা কাপালিকদের ডেরা।

তো, তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষিত মানুষ, শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী। এইসব বৈষয়িক ব্যাপার, প্রশাসনিক ব্যাপার, তারপর ডাকাতদের সাথে মোকাবিলা করার মতো সাহস বা বুদ্ধি কোনোটাই তার ছিলো না। তবুও বর্ধমানের মহারাজার অনুরোধে এই চ্যালেঞ্জটা তিনি গ্রহণ করলেন। তিনি একদিন সপরিবারে প্রথমে দিনাজপুর শহরে এসে বসবাস শুরু করলেন। সেটা সম্ভবত ১৮৩০ সাল। যা আগেই বলেছি।

পরবর্তীকালে তাকে এই মনোহালি অঞ্চলের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি এখানেই বসবাস শুরু করেন । শাস্ত্রজ্ঞাণী মানুষ, ভালো ভালো কথায় ডাকাতদের মনেও আনলেন একটা পরিবর্তন। শাস্ত্র কথা ও ধর্ম কথা শুনিয়ে তাদের মানসিক পরিবর্তন ঘটালেন। তারা পুরনো পেশা ছেড়ে নতুন পেশায় নিযুক্ত হলো।

পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

শঙ্করলাল কর্মকার

যোধপুর সার্কিট হাউসে চলছে , কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী চলচ্চিত্র সোনার কেল্লার শুটিং। শুটিংয়ের এক পর্যায়ে একটি ইনল্যান্ড লেটারের প্রয়োজন পড়ে। তৎক্ষণাৎ ইউনিটের একজন সদস্য সেই লেটার সংগ্রহ করতে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই লেটার নিয়ে ফিরে এলেন তিনি।

ইনল্যান্ড লেটারটি সত্যজিৎ রায়ের হাতে তুলে দেওয়া হল। কিন্তু লেটারটি হাতে নিয়ে তিনি বেশ বিরক্ত হলেন। বললেন, লেটার আনলে ঠিকই, কিন্তু পোস্ট অফিসের ছাপ আনতে পারলে না ? পরিস্থিতি এমন যে, এখন পোস্ট অফিসে গিয়ে ছাপ নিয়ে আসতে অনেক সময় লাগবে এবং শুটিংয়ের কাজেও দেরি হবে।

তখনই সত্যজিৎ রায় একটি অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ইউনিটের এক সদস্যের থেকে একটি কালো কলম চাইলেন। তারপর নিজের হাতে পোস্ট অফিসের গোল ছাপটি আঁকা শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর হাতে তৈরি হল অবিকল পোস্ট অফিসের ছাপ;যা দেখতে হুবহু আসলের মতো, কিছুটা অস্পষ্ট আবার কিছুটা স্পষ্ট।

দিনের শেষে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সহ ইউনিটের অনেকেই সত্যজিৎ রায়ের আঁকা সেই ছাপটি আসল পোস্ট অফিসের ছাপের সাথে মিলিয়ে দেখলেন। সবাই বিস্ময়ে হতবাক! রায়ের হাতে আঁকা সেই ছাপটি আকার-আকৃতি থেকে শুরু করে ভেতরের লেখাগুলিও আসল ছাপের সাথে একেবারে মিলে গেছে।

সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং নিখুঁত দক্ষতা দেখে সেদিন সবাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। একজন মানুষ কতটা নিখুঁত হতে পারেন, সেটি যেন সেই মুহূর্তে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি শুধু একজন পরিচালক ছিলেন না, ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সত্যিই তিনি কিংবদন্তি। আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

ভারত উপমহাদেশের রবীন্দ্র সংগীত জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁরই জীবনের ছোট্ট ইতিকথন। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা সংগীত জগতে ছায়ানট ও বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়ে ছিলেন। কিন্তু মনের কোণে সুপ্ত ইচ্ছা শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করবেন। বাবাকে রাজি করাতে কন্যার কোনও সমস্যা হয়নি। পেয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে পড়ার ছাড়পত্র। অর্থনীতি ছেড়ে শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে পড়তে চলে গেলেন।

সেই শুরু, তারপর রেজওয়ানা চৌধুরী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অনন্য উচ্চতায়। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শোনা শ্রোতাদের কাছে পরম এক প্রাপ্তি। শান্তিনিকেতনে গিয়ে শাড়ির প্রেমে পড়েন। দেখলেন সব মেয়েরা শাড়ি পরে সেই থেকে তাঁর নিজেরও শাড়ির সঙ্গে সখ্য। শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়েছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, গোরা সর্বাধিকারী, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়দের।

রেজওয়ানা চৌধুরী নিজে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেও লোক সংগীত, ডিএল রায়ের গান, অতুলপ্রসাদের গান ভালোবাসেন। কখনো কখনো গিরিজা দেবীর উচ্চাঙ্গসংগীতও তাঁর মনে অনাবিল প্রশান্তি এনে দেয়।

সরকারি ক্রীড়া সংস্থার মাঠকে সাজিয়ে তুলতে বোলপুর ডাকবাংলো স্টেডিয়াম পরিদর্শন রাজ্য ক্রীড়া সচিবের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ বোলপুর, সিউড়ি ও রামপুরহাট মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা রাজ্যের। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ও SRDA এর চেয়ারম্যান অনুব্রত মন্ডল বৈঠক করেন। এদিন রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের সচিব রাজেশ সিনহা নিয়ে বোলপুর স্টেডিয়াম মাঠ পরিদর্শন করান চন্দ্রনাথ সিংহ ও অনুব্রত মণ্ডল। এদিন বৈঠকে ছিলেন বীরভূমে জেলাশাসক বিধান রায়, বোলপুরের মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। জেলায় মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মধ্য দিয়ে খেলাধুলার মানকে ধরে রাখতে নানান প্রতিযোগিতা সহ কোচিং ব্যবস্থা করছে তারা। কিন্তু দিনের পর দিন ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। অন্যদিকে, খেলাধূলার মানকে এবং নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী করার উদ্দেশ্যে নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। চেয়ারম্যান অনুব্রত মন্ডলের বক্তব্যে বারবার মা-বাবাদের কাছে আবেদনের সুর শোনা যায় বাচ্চাদের মাঠ মুখী করার জন্য। এবার ছেলে মেয়েদের মাঠমুখী করার জন্য রামপুরহাট সহ বোলপুর স্টেডিয়াম ও সিউড়ি স্টেডিয়ামকে আরো কিভাবে উন্নততর করা যায় তা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হলো। এদিন রাজ্যের ক্রীড়া সংস্থার সচিবকে নিয়ে এসে মাঠ পরিদর্শন করান। মাঠ কে সাজিয়ে তোলার ব্যাপারে ডিপিআর জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানান জানান জেলাশাসক বিধান রায়। তিনি বলেন, বোলপুর স্টেডিয়ামে আই এফ এ ফুটবল এবং সি এ বি ক্রিকেট খেলা হয়। রামপুরহাট, সিউড়ি ও বোলপুর স্টেডিয়ামের রিপেয়ারিং দরকার।

বীরভূমের ময়ূরাক্ষী কটন মিলের পুনরুজ্জীবনে তৃতীয় সরকারি প্রশাসনিক বৈঠক বোলপুর সার্কিট হাউসে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ বীরভূমের ময়ূরাক্ষী কটন মিলের পুনরুজ্জীবনে বুধবার তৃতীয় সরকারি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো বোলপুর সার্কিট হাউসে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এবং বস্ত্র দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, জেলাশাসক বিধান রায়, বীরভূম ময়ূরাক্ষী কটন মিলের পূর্বতন চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল তথা বর্তমান এস আর ডি এ চেয়ারম্যান, বিকাশ রায়চৌধুরী, অভিজিত সিনহা প্রমুখ । এদিন বৈঠক শেষে বিধান রায় বলেন, বীরভূম ময়ুরাক্ষী কটন মিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ জন কর্মী আছেন। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে কটন মিলের পুনরুজ্জীবনের জন্য। রাজ্যে রয়েছে মোট তিনটি সরকারি কটন মিল। এই তিনটি কটন মিলের মধ্যে দুটি রয়েছে রায়গঞ্জ এবং কল্যাণীতে। আর একটি কটন মিল রয়েছে বীরভূমে। তবে এই সরকারী তিনটি কটন মিলের মধ্যে ইতিমধ্যেই রায়গঞ্জ এবং কল্যাণীর কটন মিল দুটির উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এই বছরের শুরুতে বীরভূমের কটন মিলকে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নিতে দেখা গেল রাজ্য সরকারকে। রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এবং বস্ত্র দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, কটন মিল পুনরুজ্জীবনের জন্য বৈঠক হলো। চালু হতে একটু সময় লাগবে। যেহেতু এই মিলের চেয়ারম্যান ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, উনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে। উদ্যোগের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই আশার আলো দেখছেন এলাকার বাসিন্দারা। রাজ্যের নির্দিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে বীরভূম জেলা প্রশাসনের বৈঠকের পর বীরভূম জেলা শাসক বিধান রায় জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার জেলার একমাত্র সরকারি কটন মিল থেকে পুনরায় পূর্বের মত উজ্জীবিত করতে চায়। যে কারণে আমাদের দফায় দফায় বৈঠক চলছে। আগামী দিনে কিভাবে এই কটন মিল থেকে উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং এই মিল থেকে উৎপাদিত সামগ্রীর কিভাবে গুণগত মান বৃদ্ধি করা যায় সেই চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মিল কর্তৃপক্ষের দাবি, বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের পাঁচরা ময়ূরাক্ষী কটন মিলটি বাম আমল থেকে অবহেলার শিকার। ১৯৯০ সালে এই মিল শুরুর পর থেকে এখনও এই মিলে সরকারি ভাবে লস প্রায় ২২৮ কোটি টাকা। শুধু ২০২২-২৩ সালেই এই মিল থেকে সরকারি লস হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। কর্মীদের দাবি, এই মিলে সঠিকে ভাবে বিনিয়োগ করলে এবং উৎপাদিত সুতো বাজারমুখী করলেই রাজ্যের সুতির সুতোর বর্ধিত চাহিদা অনেকখানি মিটবে এবং লস বন্ধ হয়ে লাভের মুখ দেখবে। এই মিল আগের মতো রমরমিয়ে চললে বহু যুবক-যুবতীর কর্ম সংস্থান হবে। পাঁচরা এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নও হবে এই মিলকে কেন্দ্র করে। উল্লেখ্য বাজারে সুতির পোশাকের কদর বাড়লেও বীরভূমের সুতির সুতো প্রস্তুতকারী ময়ূরাক্ষী কটন মিলের গুরুত্ব আছে। সুতির সুতো প্রস্তুতকারী অত্যাধুনিক বিদেশি যন্ত্রপাতি পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। কর্মীদের দাবি, রাজ্য সরকার খুব সামান্য বিনিয়োগ করলেই রাজ্যের একটা বড় অংশের কটন সুতোর চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। বর্তমানে এই মিলে তিরিশটি রিংফ্রেম মেশিন রয়েছে। তারমধ্যে মাত্র একটি মেশিন ঠিক ভাবে চলছে। সেই মেশিনে প্রতিদিন এখন ২০০ কেজি পলিয়েস্টার সুতো তৈরি হয়। মুম্বই থেকে এখনও সিন্থেটিক সুতো তৈরির তুলো আসে। তারপর সেই সুতো বিভিন্ন বাজারে বিক্রির জন্য চলে যায়। আগে এই তিরিশটি মেশিন থেকে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার কেজি সুতির সুতো একসময় তৈরি করা হতো।

প্রতিটি জেলায় মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির পরিকল্পনা রাজ্যের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার বাংলার নিজস্ব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে আগামী দিনে প্রতিটি জেলায় একটি করে ছোট মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির পরিকল্পনা করেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হাতে সেই মার্কেট কমপ্লেক্স তুলে দেওয়া হবে। সেখানে গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের তৈরি সামগ্রী বিক্রি করতে পারবেন। প্রথম পর্যায়ে যে সাতটি জেলায় এমন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হবে বলে পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন হাওড়ায় উলুবেড়িয়া মহকুমায় এইধরণের একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত রাজ্যের সমস্ত জেলা সদরে বিশেষ শপিং মল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলি কেউ নিজেদের পণ্য বিক্রি করার জন্য আলাদা জায়গা দেওয়া হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য জমি চিহ্নিত করার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। তা মল তৈরি করতে আগ্রহী সংস্থাকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। তবে মলের দুইটি তলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে তাদের উৎপন্ন পণ্য বিপণনের জন্য দিতে হবে। এই শর্তেই আগ্রহী সংস্থাকে দেওয়া হবে।

গ্রেপ্তার দুস্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জানুয়ারি ঃ ডাকাতি করার আগেই পুলিশের জালে এক দুস্কৃতি। মঙ্গলবার রাতে বিশেষ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুস্কৃতি কে গ্রেফতার করে জামালপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ সুরজ, সে জামালপুরের নবগ্রাম এলাকাযর বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পিস্তল ও গুলি। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার মেমারি-তারকেশ্বর রোডের কৃষ্ণচন্দ্রপুর সংলগ্ন এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে বুধবার বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ।

RELIANCE Asset Reconstruction

কর্পোরেট অফিসঃ১১ তলা, উত্তর দিক, বন্ধ। ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বাই- ৪০০০৬৩।

ই-নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়

রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড আরএআরসি, আইএনবি আরএআরসি ০৩০ ট্রাস্ট এর একটি ট্রাস্টি, হল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত ২২শে মার্চ ২০১৭ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, একজন অ্যাসাইনি এবং নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার একজন সুরক্ষিত পাওনাদার। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী,

এতদ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছেন যে, নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি পাওনা আদায়ের জন্য অনলাইন ই-নিলাম-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। সম্পত্তিগুলি কঠোরভাবে **যেমন আছে যেখানে আছে, যেমন আছে যা আছে এবং কোনও রিকোর্স নেই** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যা নীচে উল্লেখিত অন্যান্য শর্তাবলীর বাইরে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম

১. তন্ময় অটো সেন্টারে-আন্দুল পূর্ব পাড়া, পিও আন্দুল মৌরি, পিএসঃ সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১৩০২ এছাড়াও এখানেঃ- বালা বিশ্বনাথ পুর, পিএস পাঁচলা, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৬১০০৮
২. প্রশান্ত চক্রবর্তী - বালা বিশ্বনাথ পুর, পিএস পাঁচলা, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৬১০০৮

২২-০১-২০২৫ তারিখের বকেয়া পাওনা-১,২১,৯৫,৭০৩.২৩-টাকা (এক কোটি একুশ লক্ষ টাকা পঞ্চানব্বই হাজার সাতশ তিন টাকা এবং মাত্র তেইশ পয়সা)।

প্রতীকী দখলের তারিখ -২২-০৮-২০২৪

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

মৌজা-রানিহাটি জে এল নং-১৭ পুরাতন দাগ নং-১১৮৩, এল আর দাগ নং-১২৩৪, পুরাতন খতিয়ান নং-২৪, এল আর খ নং-১৫১ এবং ১৫২,পি.এস.পাঞ্চলা। হাওড়া ডিস, পুরাতন বিডিও অফিসের বিপরীতে, জমির পরিধি-৪.০৮ কোট্টা, সীমানা নিম্নরূপ - সিএস দাগ নং-১১৮৩ এর উত্তর-অংশে, দক্ষিণ-গ্রাম সড়কে, পূর্ব-অন্যান্য জমিতে, পশ্চিমে-৬'প্রশস্ত সাধারণ

রিজার্ভ মূল্য - ৪১,০০,০০০- টাকা (একচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র)।
ইএমডি পরিমাণ - ৪,১০,০০০- টাকা (চার লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)।

নিলাম অনুষ্ঠানের বিস্তারিতঃ-সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখঃ২১-০২-২০২৫ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৪-০৩-২০২৫ই-নিলামের তারিখঃ০৫-০৩-২০২৫ দুপুর ১,০০ টা থেকে দুপুর ২,০০ টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিট করে সময় বৃদ্ধি সহ)

ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী

১. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না এবং বিক্রয়ের জন্য রিলায়েন্স অ্যাসেটরিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড(আরএআরসি) কর্তৃক সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে। সম্পত্তিগুলি কঠোরভাবে **যেমন আছেযেখানে আছে, যেমন আছে যা আছে এবং কোনও রিকোর্স নেই** এর ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. ই-নিলাম আরএআরসি-এর অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ARCA EMART PRIVATE LIMITED-এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটঃ https:www.Auctionbazaar.com (ARCA EMART PRIVATE LIMITED-এর ওয়েব পোর্টাল) এ অনুষ্ঠিত হবে। ই-নিলাম টেন্ডার অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম সম্বলিত নথিপত্র এবং অনলাইন ই-নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী ওয়েবসাইট ঃ **www.rarcl.com** এবং **https:www.Auctionbazaar.com** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী দরদাতারাপ্রাসঙ্গিক নথিপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
৩. ই-নিলাম সংস্থা কর্তৃক অংশগ্রহণ আইডি এবং পাসওয়ার্ড শুধুমাত্র তাদের ই-মেইল আইডিতে জানানো হবে।
৪. ভারতীয় দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ২৯এ এর অধীনে দরপত্রদাতাকে বাধ্যতামূলকভাবে অঙ্গীকারপত্র দিতে হবে।
৫. ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিআইডি নির্ধারিত ফরম্যাটে ইএমডি রেমিট্যান্সের বিবরণ সহ স্ব-প্রত্যয়িত কেওয়াইসি নথি (প্যান, আধার কার্ড ইত্যাদি) জমা দিতে হবে এবং তা রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (আরএআরসি) এর অনুমোদিত কর্মকর্তার কাছে ১১ তলা, উত্তর পাশে, আর টেক পার্ক, ওপেন। উই হাইওয়ে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০৬৩ এবং **akshay.a.jadhavrelianceada.com** এবং **akshay** ঠিকানায় জমা দিতে হবে। **raorelianceada.com** এর পরে অংশগ্রহণ আইডি এবং পাসওয়ার্ড কেবল তাদের ইমেলে জানানো হবে। বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৪-০৩-২০২৫। যেকোনো কারণে দেরিতে প্রাপ্ত বিড ফর্ম বা ইএমডি গ্রহণ করা হবে না। ইএমডি ছাড়া এবং রিজার্ভ মূল্যের নিচে দরপত্র জমা দিলে তা সামযিকভাবে বাতিল করা হবে।
৬. নেটওয়ার্ক বিঘ্নের কারণে দরদাতার পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটিব্যর্থতার জন্য আরএআরসি বা পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবে না। এই ধরনের ঘটনা এড়াতে, দরদাতাদের বিকল্প পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৭. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) **RTGSNEFT** তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরে জমা করা হবে। ৬৫০৮৭১৩১০৫, ব্যাংকের নামঃ ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শাখা সান্তাক্রুজ (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০ ০৫৪, সুবিধাভোগীর নাম আইএনবি আরএআরসি ০৩০ ট্রাস্ট, আইএফএসসি কোড আইডিআইবি০০০০এস০১০। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে চেকডিমান্ড ড্রাফ্ট ইএমডির জন্য গ্রহণ করা হবে না।
৮. সংরক্ষিত মূল্যের নীচে এবংঅথবা ইএমডি পরিমাণ ছাড়া দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরদাতারা তাদের পরবর্তী দরের পরিমাণ ১,০০,০০০- (মাত্র এক লক্ষ টাকা) এর গুণিতকে বৃদ্ধি করতে পারবেন। একমাত্র দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতাকে তার দরের পরিমাণ কমপক্ষে এক বৃদ্ধি করে বৃদ্ধি করতে হবে।
৯. সফল দরদাতাকে সফল দরদাতার ঘোষণার পরপরই বিডের পরিমাণবিক্রয় মূল্যের ২৫ (ইতিমধ্যে প্রদত্ত জামানত সহ) প্রদান করতে হবে। সফল দরদাতা সফল দরদাতার ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে বিডের পরিমাণ বিক্রয় মূল্যের ৭৫ জমা দিতে হবে।
১০. যদি সফল দরদাতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে কোনও নোটিশ ছাড়াই ইএমডি সহ সমস্ত জমা 'বাজেয়াপ্ত' বলে গণ্য হবে। তবে, অবশিষ্ট ৭৫ পরিশোধের জন্য আরও যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং এটি অনুমোদিত কর্মকর্তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে হবে।
১১. ই-নিলাম বিক্রয়ের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, অসফল দরদাতাদের ইএমডি পরিমাণ সুদ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।
১২. অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ তার জ্ঞান, বিশ্বাস এবং রেকর্ড অনুসারে উল্লেখ করা হবে। কোন ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়া ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না।
১৩. নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত কর্মকর্তার কোন পূর্ব নোটিশ বা কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা বিক্রয় স্থগিতবাতিল করার অথবা বিক্রয়ের যেকোন শর্তাবলী পরিবর্তন করার পূর্ণ অধিকার এবং বিচক্ষণতা রয়েছে।
১৪. দরদাতাদের সম্পত্তির উপর চার্জদায় সম্পর্কে বিচক্ষণ অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির মালিকানা, পরিমাণ, গুণমান সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা উচিত। অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পর সম্পত্তির উপর চার্জ, দায় এবং অন্য কোন বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও ধরণের দাবি গ্রহণ করা হবে না।
১৫. সম্পত্তির বিক্রয়ের উপর স্ট্যাম্প শুল্করেজিস্ট্রেশন ফি সহ যেকোন বকেয়া, বকেয়া, কর, আইনগত বা অন্য কোন চার্জ, তা কেবল ক্রেতা বহন করবেন। রক্ষণাবেক্ষণের অন্যান্য বকেয়া, সমিতির অন্যান্য বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া বা যেকোনো কর সফল দরদাতা বহন করবেন এবং কোম্পানি এই বকেযার কোনওটির জন্য দায়ী থাকবে না।
১৬. আরও বিস্তারিত জানার জন্য, রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা **শ্রী অক্ষয় যাদব, মোবাইল নং-৯১৩৬৯৫৭৬৭৭** এবং রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট - আইনগত, **শ্রী অক্ষয় রাও মোবাইল নং-৯১৩৬৭৬৩৩৫৪**-এর সাথে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
১৭. সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য গ্রহণ এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে জারি করা হবে। বিড জমা দেওয়াই-নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।

এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা জামিনদারদের সরফেসি আইন এবং পূর্বে প্রণীত নিয়মের অধীনে বন্ধকদারদের জন্য ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ নোটিশ হিসাবেও কার্যকর হবে।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩০-০১-২০২৫

অনুমোদিত কর্মকর্তা
রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেডের জন্য

SBI এসবিআই এসএমই সেন্টার, বিধান নগর (১৫৭৪৫) জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪ তলা), ১১৬ ভিআইপি রোড,কলকাতা-৭০০০৫৪

ebkray- ত্র পোর্টালে ই-নিলামএর জন্য যানবাহন

অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণঃ নামঃ জয়ন্ত কুমার ভৌমিক, ই-মেইল আইডিঃsbi.15745@sbi.co.in মোবাইল নম্বরঃ ৯৬৭৪৭১০৮১৬

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি বিধি ৬(২) এর বিধান দেখুন। আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি, ২০০২ এর বিধি ৬(২) এর বিধান সহ পঠিত।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়ঃ ০৭.০২.২০২৫, সময়ঃ সকাল ১১,০০ টা থেকে দুপুর ২,০০ টা পর্যন্ত ৯০ মিনিট, প্রতিটি দরের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের ইএমডির পরিমাণ তাদের ইএমডি অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে।ইবিক্রেপিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-মেইল আইডি support.ebkraypsballiance.com) https:ebkray.in ঠিকানায় ইবিক্রেপিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-মেইল আইডি support.ebkraypsballiance.com) রক্ষিত। নিলামের তারিখের অনেক আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটিআরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে। পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ০৬.০২.২০২৫। সময় সকাল ১০,০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।

ক্রম নং	গাড়ির বিস্তারিত	কখন তৈরী	এনপিএ তারিখ	আটকের তারিখ	রর্জাভ প্রাইজ (টাকা)
১।	ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার,W২৫H২৯২১	২০১৭	০৫.০৩.২০২৩	২০-০৪.২০২৩	৯৮০০০
২।	ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার,W০৪ H ০২২৯	২০১৭	৩১.০৩.২০২৩	২১-০৪.২০২৩	৯৪০০০
৩।	হুন্ডাই এক্সেন্ট, W১৯J২০০৬	২০১৭	২৪.১২.২০২২	০৪.০৪.২০২৩	৮৭০০০
৪।	হুন্ডাই ইওন, W২৫ H৭২৪৮	২০১৮	০৫.৩.২০২৩	২২-০৪.২০২৩	৫৩০০০
৫।	হুন্ডাই এক্সেন্ট, W২৩E২২৭৮	২০১৭	০৫.০৪.২০২৩	০৫-০৫.২০২৩	৭৬০০০
৬।	হুন্ডাই এক্সেন্ট, W০৭E৬২২৮	২০১৮	০৩.০৬.২০২৩	১৬-০৬.২০২৩	৮৭০০০
৭।	সুইফট ডিজায়ার ট্যুর ,W২৫G৩৭৯১	২০১৬	০৩.০৬.২০২৩	১৭-০৬.২০২৩	১০০০০০
৮।	ফোর্ড ফিগো অ্যাস্পায়ার, W২৫G৫৮৯২	২০১৭	০৫০৪.২০২৩	২৪-০৪.২০২৩	৮০০০০

ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৭.০২.২০২৫ (বিকাল ০১,০০ টা পর্যন্ত), বর্ধিত দর ১০০০- টাকা, বর্ধিত সময় ঃ ১০ মিনিট

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া,সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটঃ www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন:https:ebkray.in

তারিখ ঃ ৩০.০১.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

অনুমোদিত কর্মকর্তা
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সচেতনতার বার্তা জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ জানুয়ারি ঃ জামালপুর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং জামালপুর পুলিশের যৌথ উদ্যোগে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচির আয়োজন করা হ'ল বুধবার। এই উপলক্ষ্যে একটি র‍্যালিও বার করা হয় এদিন। ওই র‍্যালিতে পা মেলান জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথি দে, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাধিপতি ভূতনাথ মালিক, এডিএ, সহ পুলিশ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক সহ জনপ্রতিনিধিরা। এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে পথচলতি ৫০ জনকে হেলমেট প্রদান করা হয় এবং যে সমস্ত বাইক আরোহী হেলমেট পরে বাইক চালাচ্ছিলেন তাদের গোলাপ ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে হেলমেট পরার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। ভূতনাথবাবু জানিয়েছেন, বিনা হেলমেটে গাড়ি চালানো আইনত অপরাধ জেনেও অনেকেই বাইক চালানোর সময় হেলমেট পরতে চান না। ফলে দুর্ঘটনা হলে হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের জীবন সংশয়ের আশঙ্কা থাকছে। তাই পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে জামালপুর পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়।

লিখামি কনসালটিং লিমিটেড
CIN: L45209WB1982PLC034804
নিবন্ধিত অফিসঃ ৬২এ, ডঃ মেঘনাদ সরণী, রুম নং ১, ২য় তল, সাউর্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, ভারত
ই-মেইলঃ **info@likhamiconsulting.com**; ওয়েবসাইটঃ **www.likhamiconsulting.com**

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস [সেবি (LODR) রেগুলেশন,২০১৫ এর প্রবিধান ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৯.৯৭৯	৩৫.০৯৫	৭.০০০
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৩.৩৫৬	৯.০৪১	১.৩২৯
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	৩.৩৫৬	৯.০৪১	১.৩২৯
৪.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	৩.৩৫৬	৯.০৪১	১.৩২৯
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	৩.৩৫৬	৯.০৪১	১.৩২৯
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০
৭.	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	০.০৩৩	০.০৯১	০.০১৩

দ্রষ্টব্যঃ
উপরেরটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com & viz.www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। একই ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট viz. www.likhamiconsulting.com.-এও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
লিখামি কনসালটিং লিমিটেডের জন্য
বাবুলাল জৈন
এমডি এন্ড সিইও
DIN No.:02467622

তারিখঃ ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ঃ ৩১৮_২০২৪-২৫, ৩১৯_২০২৪-২৫ এবং ৩২৭_২০২৪-২৫, তারিখ ২৮.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ [সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। এনআইটি নং.ঃ ৩১৮_ ২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ব্যান্ডেল শাখায় উন্নয়ন এবং দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য সুবিধার ব্যবস্থা, শৌচালয়ের উন্নয়ন এবং প্রতীক চিহ্নর (সাইনেজ) ব্যবস্থা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৯৭,৫১,৮৫৫.০৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৮,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। এনআইটি নং.ঃ ৩১৯_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** (i) এইএন/লিলুয়া শাখায় উন্নয়ন এবং দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য সুবিধার ব্যবস্থা, শৌচালয়ের উন্নয়ন এবং প্রতীক চিহ্নর (সাইনেজ) ব্যবস্থা করার কাজ। (ii) হাওড়া ডিভিসনে নতুন ওএফসি রুম দ্বারা পুরোনো এবং বয়ঃভারে জীর্ণ ওএফসি কনটেনার প্রতিস্থাপন (ফেজ-১)। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৪৮,১৯,৪৭৪.১৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৭৪,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩। এনআইটি নং.ঃ ৩২৭_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসন - সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার আওতাধীনে টিআরআর (পি) - ১৭.৪১৭ টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানসমূহে - বালি-ব্যান্ডেল আপ মেন লাইন ১৬ - ১৭.১৬০ = ১.১৬০ কিমি, আপ মেন লাইন ১৮.০০৫ - ২১ = ২.৯৯৫ কিমি, হাওড়া - বালি ডাউন মেন লাইন ৬ - ৬.২০০ = ০.২০০ কিমি, ডাউন মেন লাইন ৮ - ৮.৪৩১ = ০.৪৩১ কিমি, আরইভি মেন লাইন ২.০৮৭ - ২.৬২০ = ০.৫৩৩ কিমি, আপ মেন লাইন ৬ - ৮.৬৬০ = ২.৬৬০ কিমি; হাওড়া - সাঁতরাগাছি ডাউন-২ ১.০৯৯ - ১.৬৬৫ = ০.৫৬৬ কিমি, এবং বালি - ব্যান্ডেল ডাউন মেন লাইন ১২.৯১৫ - ১৩.৩৮৫ = ০.৪৭০ কিমি, ডাউন মেন লাইন ১৩.৭১৬ - ১৫.২২৫ = ১.৫০৯ কিমি, ডাউন মেন লাইন ১৫.৫১৭ - ১৬.১০১ = ০.৫৮৪ কিমি, ডাউন মেন লাইন ১৭.১৩৪ - ১৯.৪০০ = ২.২৬৬ কিমি, আপ মেন লাইন ৮.৬৬০ - ১০.২৮০ = ১.৬২০ কিমি, আপ মেন লাইন ১১.১৫০ - ১১.৫০০ = ০.৩৫০ কিমি, আপ মেন লাইন ১১.৯২৭ - ১৪ = ২.০৭৩ কিমি, এবং সিটিআর (পি) - ০.৪২ টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে - হাওড়া - বালি কর্ড লাইন ডাউন এইচবিসি ৪.৫৮০ - ৫ = ০.৪২০ কিমি। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৩৬,৯৪,৬৫৬.১৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৮,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-571/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com, ইমেলঃ sec@somanys.com
টেলিঃ (০৩৩) ২২৫৪৩১০০, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৫৪৩১৩০

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, সংশোধিত (আইন), সংশোধিত (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর সাথে একত্রে পঠিত (ব্যবস্থাপনা বিধি), সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (এমসিএ সার্কুলার), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড, ১৩ মে, ২০২২ তারিখের সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ (একত্রে এসইবিআই সার্কুলার) এবং ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের রেগুলেশন ৪৪ (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ সংশোধিত ('এলওআরডি প্রবিধান') এবং অন্য যেকোনো প্রযোজ্য আইন, নিয়ম এবং প্রবিধান (আপাতত বলব থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃ প্রণয়ন(গুলি) সহ), পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির জন্য স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে।

রেজোলিউশনের বর্ণনা

১. কোম্পানির পূর্ণকালীন পরিচালক হিসেবে শ্রীমতী রশ্মি সোমানি (ডিআইএনঃ ০০১২৪৬৫৫) এর নিয়োগ। (সাধারণ সিদ্ধান্ত)

২. ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০৩০ পর্যন্ত টানা ৫ (পাঁচ) বছরের দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য স্বাধীন পরিচালক হিসেবে শ্রী আনশুল দাভের পুনঃনিয়োগ। **(বিশেষ সিদ্ধান্ত)**

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানিটি ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সদস্যদের ঠিকানায় (কাট-অফ ডেট) কুরিয়ারের মাধ্যমে ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ এর মধ্যে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।
উল্লিখিত নোটিশটি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের (সিএসই) ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের (এনএসডিএল) ওয়েবসাইটে (https://www.evoting.nsdl.com/)
এমসিএ সার্কুলারের বিধান অনুসারে, সদস্যরা কেবল ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ ডেটে তাদের হাতে থাকা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ভিত্তিতে গণনা করা হবে। কাট-অফ ডেটে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার না থাকা যেকোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালট নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।
কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এনএসডিএল-এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে। ই-ভোটিং ৩১শে জানুয়ারী, ২০২৫ শুক্রবার সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ১লা মার্চ, ২০২৫ শনিবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং সুবিধাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।
বোর্ড শ্রী অশোক কুমার দাগা, (এফসিএসঃ ২৬৯৯) (সিপি নং ২৯৪৮) প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার জন্য ই-ভোটিং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার (স্ক্রুটিনাইজার) হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, আপনি হেল্পডেস্কে একটি ইমেল লিখতে পারেন। evoting@nsdl.com অথবা টোল-ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ০২২ -৪৮৮৬ ৭০০০। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা https://evotingnsdl.co.in ঠিকানায় লিখতে পারেন।
ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পর, যাচাইকারী চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং ফলাফল ৪ মার্চ, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.spotlightvanijya.com) এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com) এ প্রদর্শিত হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরি এবং রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করা হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা-
বিকাশ রজক
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ জানুয়ারি, ২৯, ২০২৫

হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড
CIN: L24117WB1998PLC087800
রেজ অফিস ৬২বি, ব্রাউনফিল্ড রো, ১ম তল, কলকাতা-৭০০ ০২৭
ফোন নং. ০৩৩-২৪৪৯ ০৮৩৯, ফ্যাক্সঃ ০৩৩- ২৪৪৯ ০৮৪৯, ই-মেলঃ **contactus@hindcon.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.hindcon.in**

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র ফলাফল				অস্বতন্ত্র ফলাফল			
		ত্রৈমাসিক শেষে ৩১।১২।২৪ অনিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখে ৩১.১২.২৪ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত	সমসাময়িক ৩ মাস শেষে আগের বছর ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৪ পরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১।১২।২৪ অনিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখে ৩১.১২.২৪ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত	আগের বছর ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৪ পরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়(নেট)	১,৬১০.৭৩	৪,৩০৩.৮৬	১,৩৮৯.৭২	৬,৩৪২.৪১	১,৬১২.৭০	৪,৩০৮.৯৫	১,৩৭৩.৩২	৬,৬১৯.২৮
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) (কর, বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পূর্বে #)	১৮৪.৯৩	৪৫০.২২	১৬১.৬৩	৮৪৭.৭৪	১৮৫.৭০	৪৫১.৭৪	১৩৮.৮৫	৮৩৫.০৯
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) কর দানের পূর্বে (বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পরে#)	১৮৪.৯৩	৪৫০.২২	১৬১.৬৩	৮৪৭.৭৪	১৮৫.৭০	৪৫১.৭৪	১৩৮.৮৫	৮৩৫.০৯
৪	মোট আয় যে সময় (লাভ / ক্ষতি) ট্যাক্স প্রদানের পরে এবং অন্যান্য আয় (কর প্রদানের পরে#)	১৩৭.৫৭	৩৩০.২৬	১১৮.৭২	৬৩৮.৪০	১৩৭.৪৮	৩২৭.৬৯	১০০.৬৩	৬২৩.২০
৫	মোট ব্যাপক আয় এই সময়ের(লাভ / ক্ষতি কর প্রদানের পরে এবং অন্যান্য আয়(কর প্রদানের পরে)	১৩৬.৫৭	৩৪২.২৭	১২৯.১৩	৬৬২.৭৯	১০৭.৮৭	৪৫৪.৬৫	১৫৬.৯৬	৮১০.০৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০২৩.৮১	১০২৩.৮১	১০২৩.৮১	১০২৩.৮১	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০
৭	রিসার্ভস (রিভ্যালুয়েশান রিসার্ভ ছাড়া) যেমনটি অডিটেড ব্যালেন্স শিটে দেখানো আছে পূর্বেকার বছরে	-	-	-	৩,৬০৬.৭২	-	-	-	৪,২২৮.২৩
৮	আয় প্রতি শেয়ার (ফেস দর ২টাকা প্রতি) (কারবার বন্ধ এবং চালুর সময়)								
	মূল	০.২৭	০.৬৫	০.২৩	১.২৫	০.৩৫	০.৮৫	০.২৬	১.৬২
	মিশ্র	০.৮৪	৩.৩২	০.৫৮	৪.২১	১.১৪	৪.৪৬	০.৭১	৫.৬৮

নোটঃ
১) উপরিউক্ত তালিকাটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তিরত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে এন এস ই এর ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.hindcon.com)।
২) উপরের ফলাফলটি অডিট কমিটির দ্বারা বিবেচিত এবনফ ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের বোর্ড মিটিংএ স্বীকৃত।
৩) কোম্পানি এই সংক্ষিপ্ত আর্থিক ফলাফলটি তৈরি করেছে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এবং এটির আর্থিক অঙ্কগুলি কোম্পানির সাবসিডারির ভিত্তিতে এমএস হিন্দকন সলিউশান প্রাইভেট লিমিটেড।
৪) কোম্পানির কোনও অতিরিক্ত এবং ব্যাতিক্রমি আইটেম নেই।

বোর্ডের পক্ষ থেকে
হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড
স্বা /- সঞ্জয় গোয়েঙ্কা
চেয়ারমান এবং মানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00848190

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ জানুয়ারি ২০২৫

টলি-বলি

বিচ্ছেদের পর তাঁরা এখন প্রাক্তন হয়ে গেছেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও বরখা বিশত

তাঁদের আর এখন তারকা দম্পতি বলার উপায় নেই। বিচ্ছেদের পর তাঁরা এখন প্রাক্তন হয়ে গেছেন। বাংলা, হিন্দি সিনেমা, সিরিয়ালে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন। ইন্দ্রনীল তো একাধিক ঢাকাই সিনেমাও করেছেন। তাঁদের দাম্পত্য কলহ নিয়ে বিস্তর খবর হয়েছে। পরে দুজন বেছে নিয়েছেন বিচ্ছেদের পথ। তবে ব্যক্তিগত জীবন বরাবরই ব্যক্তিগত রেখেছেন বরখা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিচ্ছেদ নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন বরখা। প্রায় ১৪ বছর পর কলকাতার বাংলা সিনেমা অভিনয় করছেন বরখা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি বরাবরই বাংলা ছবিতে কাজ করতে চেয়েছি। ''আমি সুভাষ বলছি ও ''দুই পৃথিবীর পর আমার কাছে কোনো অফার আসেনি। মুম্বাইয়ে আমি অনেক কাজ করেছি করছি। টলিউড থেকে ডাক পেলে ফিরিয়ে দিতাম না।' এরপরেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনার কাছে সম্পর্কের সংজ্ঞা কী?' উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, 'সম্পর্ক নিয়ে

যে ধারণা আমার ছিল, সেটা একেবারে ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে এই মুহূর্তে সফল সম্পর্ক মানে, দুটি মানুষের একসঙ্গে থাকা।

দুজন এক বিন্দুতে থাকলে সব বাধা অতিক্রম করা যায়। শুধু একে-অন্যের হাতটা ধরে রাখতে হবে।' এরপরেই তিনি কথা বলেন ইন্দ্রনীলের সঙ্গে বহুল চর্চিত বিচ্ছেদ নিয়ে। বরখার ভাষ্য, 'আর কোনো উপায় ছিল না তাই। আমরা চার বছর সেপারেশনে ছিলাম। এরপর ডিভোর্সের মামলা শুরু হয়েছে। এই পর্যায়টা আমার জন্য ভীষণ কষ্টের। আপাতত জীবনে কীভাবে মুভ অন করা যায়, সেটা নিয়েই ভাবছি। আমরা একসঙ্গে যখন ছিলাম, একে-অপরকে ভীষণ সাপোর্ট করতাম। কিন্তু পরিস্থিতি বদলেছে।

তবে আমি এখন বিশ্বাস করি, ঈশ্বর যা করেন, তা ভালোর জন্যই করেন। একটা সময় ইন্দ্রনীলকে কেন্দ্র করেই আমার জীবন ছিল। এখন নিজের মতো করে গুছিয়ে নিতে শুরু করেছি।'বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বরখা বলেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর ইন্দ্রনীল দিতে পারবে। আমি ভীষণভাবে বিয়েটা বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু ইন্দ্রনীল বোধ হয় জীবনটা নতুনভাবে শুরু করতে চায়। তাই ও ডিভোর্স চেয়েছে। আমি আর জোর করিনি। কারণ, জোর করে কাউকে আটকে রাখা যায় না।

ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছি।' তাঁদের সম্পর্ক ভাঙার পেছনে অনেকে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা দেখেন। এ নিয়ে বরখার বক্তব্য কী? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও ইন্দ্রনীলের দিকে বল ঠেলে দেন অভিনেত্রী। বরখা বলেন, 'সেটাও ইন্দ্রনীলই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে। অনেক কিছু কানে এসেছে। সত্যি-মিথ্যার হিসাব করতে চাইনি। সম্পর্কটা আর থাকছে না, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কেন ভাঙছে, সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।'বরখা জানান, আপাতত মেয়ে মীরাকে নিয়েই সময় কাটছে তাঁর। অভিনয়ের বাইরে মেয়েকেই সময় দিতে চান তিনি।

আরেক সফলতার কাহিনি লেখার পথে রাশমিকা

পরপর দুটি সুপারহিট 'অ্যানিমেল' ও 'পুষ্পা ২'। রাশমিকা মান্দানার সাফল্যের উড়ান ক্রমে ঊর্ধ্বমুখী। পুষ্পার সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি ব্লকবাস্টার উপহার দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই দক্ষিণি তারকা। শিগগিরই তাঁকে 'ছাবা'য় দেখা যাবে। এ ছবিতে বলিউড তারকা ভিকি কৌশলের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি। অনেকে ধরে নিয়েছেন, লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত ছবিটিও বক্স অফিস কাঁপাবে। আরেক সফলতার কাহিনি লেখার পথে রাশমিকা। সফলতার প্রসঙ্গে অভিনেত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'সুখ-সুবিধা, লাক্সারি জীবনযাত্রাসব কিন্তু সাময়িক। সব সময় আমি নিজের শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকার চেষ্টা করি। এত বছর কাজ করার সুবাদে অনেক বড় মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি। আকাশছোঁয়া সফলতা পাওয়ার পরও তাঁরা মাটিতে পা রেখে চলেন। আর তাঁরা সফলতাকে নিজেদের মাথায় চড়তে দেননি।' রাশমিকা তাঁর অনুরাগী, পাপারাজ্জিদের সঙ্গে সব সময় বিনম্র ব্যবহার করে থাকেন। মিষ্টি স্বভাবের জন্য সবার হৃদয়ে রাজত্ব করছেন এই অভিনেত্রী, হয়ে উঠেছেন 'জাতীয় ক্রাশ'। এ প্রসঙ্গে রাশমিকা বলেছেন, 'আমার সৌভাগ্য যে ''বিনম্র হওয়ার জন্য আমাকে আলাদা করে কিছু করতে হয় না। কারণ, আমি এ রকমই এক মানুষ। আমার মাথায় এ বিষয়ে সবকিছু স্পষ্ট। আমি মনে করি, আমরা যা কিছু পছন্দ করি, যেসব সুযোগ-সুবিধার মজা নিই, তা যেমন একপলকে আসে, আবার পলকের মধ্যে চলে যেতেও পারে। আমার ব্যবহারই আমাকে মাটির সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। আমাকে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে।' 'ছাবা' ছবিতে ভিকি কৌশলকে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ছেলে বীর যোদ্ধা সম্ভাজি মহারাজের ভূমিকায় দেখা যাবে। সম্ভাজি মহারাজের স্ত্রী মহারানি ইয়েসু বাইয়ের চরিত্রে আসতে চলেছেন রাশমিকা। ছবিটি ১৪ ফেব্রুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে।

সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে লোকো পাইলটদের জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল সেকশনাল রোড লার্নিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৯ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার পাঁচটি ডিভিশনেই অডিও-ভিজ্যুয়াল সেকশনাল রোড লার্নিং (এলআর) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। জোনের মধ্যে ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালনামূলক দক্ষতা ও সুরক্ষা বৃদ্ধির প্রতি এটি হলো আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই উদ্ভাবনী পদক্ষেপের মাধ্যমে লোকো পাইলট (এলপি) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটদের (এএলপি) এমন এক অত্যাধুনিক শিক্ষার উপকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যার দ্বারা তাঁরা তাঁদের নির্ধারিত রুট, স্টেশন লেআউট, সিগনালিং সিস্টেম এবং সেফটি প্রোটোকলগুলি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ও গভীর ধারণা লাভ করবেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী সন্দীপ কুমারের নেতৃত্বে বিকশিত এই অডিও-ভিজ্যুয়াল সেকশনাল এলআর ভিডিওগুলি রেলওয়ে ট্র্যাক, স্টেশন লেআউট, সিগনাল প্লেসমেন্ট, গ্রেডিয়েন্ট, কার্ভ ও ব্রিজের রিয়াল-টাইম ফুটেজ উপস্থাপনের মাধ্যমে তাত্ত্বিক তথ্য ও বাস্তবিক অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকা ব্যবধান দূর করতে প্রস্তুত করা হয়েছে। লোকোমোটিভে স্থাপন করা ইন-হাউস ক্যামেরর ব্যবহার করে ধারণ করা এই ভিডিওগুলি লোকো পাইলটদের রেল চালানোর আগে তাদের পথের জটিলতার সাথে পরিচিত হতে সক্ষম করে। নির্ধারিত ভ্রমণের সীমিত সময়ের মধ্যে বৃহৎ স্টেশন, গুডস ও প্যাসেঞ্জার ইয়ার্ড নেভিগেশন করার ক্ষেত্রে লোকো পাইলটদের দ্বারা সম্মুখীন হওয়া প্রত্যাহ্বানগুলি স্বীকার করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থাটি বিকশিত করে সেকশনাল লার্নিঙের জন্য এক দক্ষ ও পরিকাঠামোগত পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে। এই ভিডিওগুলি নিয়মিতভাবে ক্রু লবিতে প্রচার করা হয়, যার ফলে ব্যাপক উপলভ্যতা ও ক্রমাগত শিক্ষা নিশ্চিত হয়।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ এবং উন্নত রেলওয়ে পরিচালনার জন্য অত্যাধুনিক উপকরণের সাথে এর কর্মশক্তিকে সজ্জিত করার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে প্রতিশ্রুতি তার সাথে উপরের পদক্ষেপটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। উন্নত প্রস্তুতি, উন্নত রুট পরিচিতি এবং বর্ধিত সুরক্ষা সচেতনতার সাথে লোকো পাইলটদের সবলীকরণ করতে রেলওয়ের চলমান প্রচেষ্টা এই পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে, যা সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্কে ট্রেনের মসৃণ ও নিরাপদ পরিচালনের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে।

চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলেন অ্যাডলফ হিটলার

অ্যাডলফ হিটলারকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার জন্যই মানুষ হয়তো বেশি মনে রেখেছে। হিটলার নামটি ফ্যাসিবাদী রাজনীতির আইকন হয়ে উঠেছে। অনেকেই এ জন্য তাঁর উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ও সাম্রাজ্যবাদী খায়েশকে দায়ী করেন। কিন্তু এইটুকুতেই ইতি টানলে হিটলারের উত্থানের গোড়ার অনেক কিছুই আড়ালে চলে যায়। লোকজনের ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করা বাস্তুহীন একজন মানুষের 'হিটলার' হয়ে ওঠার যে বাস্তবতা তৈরি হয়েছিল, সেটিকে অনেকাংশে অস্বীকারও করা হয়। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেন, হিটলারের উত্থানের পেছনে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তির চাপিয়ে দেওয়া এক অসম ও নিপীড়কমূলক চুক্তি। আর ওই চুক্তিই হিটলারকে জার্মানির চ্যান্সেলর হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনে। হিটলার ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি জার্মানির চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। চিত্রশিল্পী থেকে যোদ্ধাঅস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ শহরে ১৮৮৯ শহরে জন্মগ্রহণ করেন অ্যাডলফ হিটলার। তিনি হতে চেয়েছিলেন চিত্রশিল্পী। ভিয়েনার আর্ট কলেজে ভর্তি হতে দুবার আবেদন করেও ব্যর্থ হন। জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে তাঁকে হিমশিম খেতে হয়। আশ্রয় নিয়েছিলেন বাস্তুহীনদের জন্য নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রে। আয়ের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মানুষের ছবি আঁকা। হিটলার ১৯১৩ সালে জার্মানির মিউনিখে চলে যান। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তিনি। এ যুদ্ধে দুবার আহত হন হিটলার। কৃতিত্বের জন্য একাধিক পদকও পান। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে 'মাস্টার্ড গ্যাসে' আক্রান্ত হয়ে কিছু সময়ের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারান। হাসপাতালের থাকতেই জার্মানির আত্মসমর্পণের খবর শোনেন। পরে হিটলার দাবি করেন, এ খবর শুনে তিনি অনেক কেঁদেছেন। তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হন। তাঁর মনে হয়েছিল, সরকার জার্মান সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।যে চুক্তির কারণে হিটলারের উত্থানজার্মানির নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তি অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য ও ওসমানী খেলাফতের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। পরাজিত জার্মানির ওপর বিজয়ী মিত্রশক্তি প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে শান্তিচুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়। চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে জার্মানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাদের সামনে দুটি বিকল্প দেওয়া হয়হয় চুক্তিতে সই করো, না হয় জার্মানিতে আগ্রাসন মেনে নাও। বিগত কয়েক বছরের রক্তপাতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯১৯ সালের জুনে 'ভার্সাই চুক্তি' নামে মিত্রশক্তির চাপিয়ে দেওয়া শর্ত মেনে নিতে রাজি হয় জার্মানি।কিন্তু শুরু থেকেই চুক্তির শর্তগুলো জার্মান সমাজে ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। ভার্সাই চুক্তিকে আরোপিত শান্তিচুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই চুক্তির অধীনে জার্মান সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায়, সামরিক বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয় এবং বিপুল পরিমাণের ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। এই চুক্তি নবগঠিত ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে আরও চাপে ফেলে দেয়, যদিও ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তা ঠিকে ছিল। ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ রবার্ট ওয়াইল্ড বলেন, ভার্সাই চুক্তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা যে হিটলারের উত্থানে অবদান রেখেছে, তা বলা যায়। কয়েকটি কারণে এই চুক্তির শর্তগুলো ছিল জার্মানি জন্য অবমাননাকর ও ক্ষতিকর। এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানির ভূখণ্ড কেড়ে নেওয়া হয়। দেশটিকে প্রয়োজনীয় শিল্প আয় থেকে বঞ্চিত করা হয়। চুক্তির 'ওয়ার গিল্ট ক্লজের' মাধ্যমে যুদ্ধ শুরুর দায় জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা অনেক জার্মান অবমাননাকর মনে করেন এবং ক্ষুব্ধ হন। চুক্তির সময় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। পরে মিত্রশক্তি নিজেদের মতো করে একটি অঙ্ক চাপিয়ে দেয়। জার্মানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তৎকালীন সময়ে ৩ হাজার ১০০ কোটি ডলার পরিশোধ করতে বলা হয়। এই পরিমাণ অর্থ শোধ করতে না পারায় পরে তা কমিয়ে ২ হাজার ৯০০ কোটি ডলারে নামিয়ে আনা হয়। এই ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির অর্থনীতি যাতে আর ঘুরে দাঁড়াতে না পারে। চুক্তির কারণে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর আকার অনেক ছোট করে ফেলতে হয়। বলে দেওয়া হয়, কোনো বিমানবাহিনী রাখা যাবে না। নৌবাহিনীর আকারও ছোট করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীতে সর্বোচ্চ ১ লাখ সেনা রাখা যাবে। ভার্সাই চুক্তির মারাত্মক প্রভাব পড়ে ভাইমার সরকারের ওপর। এই চুক্তিতে রাজি হওয়ার কারণে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা সরকারকে 'নভেম্বর ক্রিমিনাল' আখ্যা দেয় এবং এটাকে 'পিঠে ছুরি মারা' তথা বিশ্বাসঘাতকতা সঙ্গে সঙ্গে তুলনা করে। ভাইমার সরকারকে কোণঠাসা করতে হিটলার সভা-সমাবেশে প্রায়ই এ ভাষায় আক্রমণ করতেন। সুবক্তা থেকে চ্যান্সেলর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উদীয়মান রাজনৈতিক দল হিসেবে আলোচনায় আসে 'জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি'। দলটির ওপর নজরদারি করতে হিটলারকে মিউনিখে পাঠিয়েছিল সেনাবাহিনী। হিটলার দলটির কিছু সভায় অংশ নেন এবং তাদের অনেক চিন্তাভাবনার সঙ্গে একমত হন। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি দলটিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হিটলার সুবক্তা ছিলেন। তিনি ছোট দলটির সমর্থক বাড়াতে সাহায্য করেন। ১৯২০ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে 'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি' করা হয়, যা পরে নাৎসি পার্টি নামে পরিচিতি পায়। ১৯২১ সালে নাৎসি পার্টির নেতৃত্ব নেন হিটলার এবং ২৫ দফা ঘোষণা করেন। এসব দফার মধ্যে অন্যতম ছিল ভার্সাই চুক্তি বাতিল করা। ১৯২৩ সাল নাগাদ নাৎসি পার্টির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা এবং ভার্সাই চুক্তির চাপিয়ে দেওয়া শর্তের চাপ কাটিয়ে উঠতে হিমশিম খাচ্ছিল জার্মানি। হিটলার মনে করলেন, এ অবস্থায় অভ্যুত্থানের ডাক দিলে জনগণ তাতে সায় দেবে এবং সরকারের পতন ঘটাবে। মিউনিখের একটি বিয়ার হলে ১৯২৩ সালের ৮ নভেম্বর বাভারিয়া অঙ্গরাজ্যের নেতা গুস্তাভ কারের নেতৃত্বে একটি বৈঠক হচ্ছিল। হিটলারের সেখানে ঢুকে পড়েন। তাঁর প্রতি জার্মান যুদ্ধের বীর জেনারেল লুডেনডর্ফের সমর্থন ছিল এবং তাঁকে অভ্যুত্থানে সমর্থন দিতে গুস্তাভকে প্ররোচিত করেন হিটলার। এটি 'মিউনিখ অভ্যুত্থান' বা 'বিয়ার হল অভ্যুত্থান' হিসেবে পরিচিত। পরদিন সমর্থকদের নিয়ে বার্লিনের রাস্তায় মার্চ শুরু করেন হিটলার। খবর পেয়ে পুলিশ চড়াও হলে পালিয়ে যান তিনি।

পদত্যাগের প্রস্তাব দিলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের লাখ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। সরকারের ব্যয় হ্রাস পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এবার নির্বাচনী প্রচারণার সময়ই ট্রাম্প ক্ষমতায় গেলে সরকার পরিচালনার ব্যয় হ্রাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী শপথ গ্রহণের পরপরই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প প্রশাসন থেকে গতকাল মঙ্গলবার লাখো ফেডারেল কর্মীর কাছে একটি ইমেইল বার্তা পাঠানো হয়েছে। সেখানে কর্মীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, তাঁরা সরকারের 'ডেফার্ড রেজিগনেশন প্রোগ্রাম'এর অংশ হতে চান কি না। এ বিষয়ে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয়েছে। যদি এই কর্মীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পদত্যাগ করতে রাজি হন, তবে তাঁরা এ প্রকল্পের আওতায় আট মাসের বেতন ও ভাতা পাবেন বলে ইমেইলে জানানো হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন থেকে আশা করা হচ্ছে, ১০ শতাংশের বেশি কর্মী তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ লাখের বেশি কর্মী রয়েছেন। অর্থাৎ প্রায় দুই লাখ কর্মী স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা তাদের। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার বাঁচাতে পারবে বলে মনে করেন ট্রাম্প প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। যাঁরা পদত্যাগ করতে রাজি আছেন, তাঁদের ইমেইলের উত্তর পাঠানোর সময় বিষয়ের ঘরে 'পদত্যাগ' শব্দটি লিখতে বলা হয়েছে। প্রস্তাবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেতন ও ভাতা দেওয়ার কথা বলা আছে। তবে কয়েকটি বিভাগের কর্মীরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবেন না, যেমন ডাক বিভাগের কর্মী, সেনাসদস্য, অভিবাসন কর্মকর্তা ও জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের কিছু কর্মী। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মানবসম্পদ বিষয়ক সংস্থা 'অফিস অব পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট' থেকে গতকাল স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় পাঠানো ওই ইমেইলে যাঁরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না, তাঁদের জন্য সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে যখন সরকারি ব্যয় কমানোর আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে, তখন যাঁরা থেকে যাচ্ছেন, তাঁদের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। ইমেইলে বলা হয়েছে, 'আপনার থাকা বা আপনার সংস্থার টিকে থাকার বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারছি না। কিন্তু যদি আপনার পদ বিলুপ্ত করা হয়, তবে আপনার সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করা হবে।' ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের পর ফেডারেল কর্মীদের নিয়ে আরও একটি আদেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, কোভিড মহামারির সময় থেকে যেসব কর্মী এখনো বাড়িতে বসে কাজ করছেন, তাঁদের এখন সপ্তাহে পাঁচ দিন কর্মস্থলে গিয়ে কাজ করতে হবে।

'স্কাই ফোর্স' সিনেমায় বীর পাহাড়িয়া ও অক্ষয় কুমার

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে হিন্দি সিনেমা 'স্কাই ফোর্স'। গত শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ভালোই ব্যবসা করছে সিনেমাটি। সন্দীপ কেওলানি ও অভিষেক অনীল কাপুর পরিচালিত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, বীর পাহাড়িয়া, সাইফ আলী খান। তবে সিনেমা নয়, অন্য এক কারণে আলোচনায় বীর।'স্কাই ফোর্স' সিনেমাটির মাধ্যমে বলিউড অভিষেক হয়েছে বীর পাহাড়িয়ার। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছে। তবে এ অভিনেতাকে নিয়ে এত আলোচনায় বিরক্ত নেটিজেনরা। অনেকের অভিযোগ, সিনেমাটিতে তাঁর অভিনয় যাচ্ছেতাই, অর্থ খরচ করেই নিজেকে আলোচনায় রেখেছেন তিনি।

Name Change
That I have a Aadhar Card being number 3763 253 643 99 and voter card number UHM 2569911 in my name. That I have a Aadhar card being number 319 440 898601 in my mother. That I have a birth certificate being registration number 1058/2001 on 13/11/2001 issued champdani municipality in my name.That mother name has been written and recorded in the aforementioned birth certificate as Asghari Anwar.That Asghari Anwar and Asgari Anwar is one and same identical lady affidavit by Judicial Magistrate Chandannagar court.

Name Change
I, Md Zaheer (old name) S/O Md Nehaluddin khan, residing at Talpokharia R.K Mission Bye Lane Asansol, PO Ushagram PS Asansol (South). DIST PASCHIM BARDHAMAN Pin-713303, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md ZAHIRUDDIN KHAN (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 29/01/2025. Md ZAHIRUDDIN khan (new name) and Md Zaheer (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, AZIMUDDIN RAHMANI,(old name) S/O Md ZAHIRUDDIN khan, residing at R.K Mission Bye Lane TALPOKHARIA VTC Asansol, PO Ushagram PS Asansol (South).DIST PASCHIM BARDHAMAN Pin-713303, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as MOHAMMAD FAISAL KHAN (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 29/01/2025. MOHAMMAD FAISAL khan (new name) and AZIMUDDIN RAHMANI (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Tamali Bhattacharyya (Old Name) wife of Chittaranjan Bhattacharyya, residing at Pacific Residency, Block-B, 2nd Floor, Flat No-2B2, 44 Jamader Para, Boral Near Rishi Raj Narayan Balika Vidyalaya, P.O.- Garia, P.S.- Bansdroni, Kolkata- 700084, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tamali Bhattacharya (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/01/2025. Tamali Bhattacharya (New Name) and Tamali Bhattacharyya (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Aziza Khatoon (Old Name) wife of Abdul Amed Laskar, residing at Ankurhati Laskar Para P.O.- Salop, Howrah, Pin- 711409, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Aziza Begum (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/01/2025. Aziza Begum (New Name) and Aziza Khatoon (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Dhiren Gharami (Old Name) son of Late Nirod Gharami, residing at Uttar Rajapur, P.O.- Taldi, Baruipur, Pin- 743376, P.S.- Canning, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dhirendranath Gharami (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/01/2025. Dhirendranath Gharami (New Name) and Dhiren Gharami (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, MD HASIBUR RAHMAN (OLD NAME), S/O MD MOJIBUR RAHMAN,RESIDING AT 1,TOPSIA ROAD SOUTH,PO-GOBINDA KHATICK,KOLKATA-700046WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD HASIBUL RAHMAN(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 28/01/2025.MD HASIBUR RAHMAN (OLD NAME)AND MD HASIBUL RAHMAN (NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Dhanonjoy Gharami (Old Name) son of Dhirendranath Gharami, residing at Uttar Rajapur, P.O.- Taldi, Baruipur, Pin- 743376, P.S.- Canning, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dhananjay Gharami (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/01/2025. Dhananjay Gharami (New Name) and Dhanonjoy Gharami (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,PURNOBRATO SARKAR(OLD NAME),S/O JAGADULLABH SARKAR,RESIDENT OF BIDHANPALLY VIVEKANANDA COLONY, MADHYAMGRAM,DIST -24 PARGANAS (NORTH), WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PURNABRAT SARKAR(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/01/2025. PURNOBRATO SARKAR (OLD NAME) AND PURNABRAT SARKAR (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Abul Kalam Goldar alias Abu Kalam Goldar S/o Late Jaynal Mallick Residing at Vill+P.o - Nabghara, P.s - Sankrail, District - Howrah, Pin- 711322 West Bengal India shall henceforth be known as Abul Kalam Mallick. I declare that Abul Kalam Goldar, Abu Kalam Goldar and Abul Kalam Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-01-2025.

Name Change
I,ASHRAFUL HUSSAIN MALLICK,SON OF AMINUDDIN MALLIK, RESIDING AT BINAGRAM, TARKESWAR, HOOGHLY RURAL - 712401, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALLICK ASRAFUL HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 29/01/2025.THAT ASHRAFUL HUSSAIN MALLICK AND MALLICK ASRAFUL HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Krishna Komal Samaddar S/o Late Gopal Samaddar Residing at Ramkrishna Pally, P.o - Belgachhi, P.s - Baruipur, District - 24 Pgs(S), Pin- 743376 West Bengal India shall henceforth be known as Krishna Kamal Samaddar. I declare that Krishna Komal Samaddar and Krishna Kamal Samaddar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-01-2025.

Name Change
I, Sutapa Bhaumik (Old Name) daughter of Utpal Kumar Bhowmik, residing at 4D/11, Dharmatala Road, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sutapa Bhowmik (New Name) as declared before the Notary Public (affidavit no 12) at Kolkata, dated 24/01/2025. Sutapa Bhowmik (New Name) and Sutapa Bhaumik (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Nasim Goldar S/o Abul Kalam Mallick Residing at Vill+P.o - Nabghara, P.s - Sankrail, District - Howrah, Pin- 711322 West Bengal India shall henceforth be known as Nasim Mallick. I declare that Nasim Goldar and Nasim Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-01-2025.

Name Change
I RUKSANA PARWEEN,W/O TANWEER ALAM KHAN,R/O RAHMAT NAGAR BURNPUR,PO-BURNPUR, PS-HIRAPUR, PASCHIM BARDHAMAN,713325,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUKHSANA PERWEEN,VIDE AN AFFIDAVIT NO 11 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/01/2025, THAT RUKSANA PARWEEN AND RUKHSANA PERWEEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, PRAKASH CHAND JAIN (Old Name) S/O Late GOPI MAL JAIN LODHA Residing at 98, Christopher Road, P.S.- Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRAKASH JAIN LODHA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India at Alipore vide affidavit Dated 02-03-2022. PRAKASH CHAND JAIN (Old Name) and PRAKASH JAIN LODHA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I MD TANWEER ALAM KHAN,S/O MD NOOR ALAM KHAN,R/O RAHMAT NAGAR BURNPUR,PO-BURNPUR,PS-HIRAPUR, PASCHIM BARDHAMAN,713325, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANWEER ALAM KHAN,VIDE AN AFFIDAVIT NO 12 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/01/2025, THAT MD TANWEER ALAM KHAN AND TANWEER ALAM KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, DHRUP SAHA (Old Name) S/O MINTU SAHA Residing at 85/13B/1, Chandi Ghosh Road, P.O.& P.S.- Regent Park, District - Kolkata, Pin - 700040, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DHRUV SAHA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 29-01-2025. DHRUP SAHA (Old Name) and DHRUV SAHA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I,HENA KAISAR(OLD NAME),W/O JAWED ALAM, AND D/O LATE MD OYAJUL HAQUE @ MD WAZUL HAQUE RESIDING AT 14,KUSTIA ROAD,PO & PS - TILJALA,KOLKATA-700039, WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SONI KHATOON(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/01/2025.HENA KAISAR(OLD NAME) AND SONI KHATOON (NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mala Chattopadhyay Prusty D/o Subol Chattopadhyay, residing at Navrang, Flat 5B, 6, South End Park, Sarat Bose Road, P.O- Sarat Bose Road, Kolkata-700029, declare that my father Subol Chattopadhyay who died on 22.10.2001. In my PAN Card my father's Name is Subol Kumar Chattopadhyay and in my Indian passport No.Z3223946 my father name is Subol Chattopadhyay instead of Subol Kumar Chattopadhyay. That Subol Chattopadhyay and Subol Kumar Chattopadhyay both are one and same identical person i.e., vide affidavit dated 29.01.25 sworn before Notary Public, Kolkata.

Name Change
I, Pankaj Parakh, Parakh Pankaj Kumar & Pankaj Parkh (Old Names) son of Late Manik Chand Parakh,Date of Birth 26/01/1972, residing at Marwari Patty, Near SBI Ward No- 3, Post & P.S.- Sainthia, Dist – Birbhum, Pin - 731234, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pankaj Kumar Parakh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/01/2025. Pankaj Kumar Parakh (New Name) and Pankaj Parakh, Parakh Pankaj Kumar & Pankaj Parkh (Old Names) all are same and identical person.

Change of Name
I, Tahirul Sk (Old name) S/o- Molla Nousad Hossain, resident at, Vill-Lakshmanpur, Mukundapur, Berhampore, Murshidabad, 742187, do hereby declare that I have changed my name form Tahirul Sk (Old name) to Taherul Sk (New name) and henceforth I shall be known as Taherul Sk in all purpose, vide affidavit sworn before the Notery at Berhampore on 29/01/2025 Taherul Sk and Tahirul Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Dhiraj Parakh, Dhiraj Parikh & Dhiraj Kumar Parikh (Old Names) son of Pankaj Kumar Parakh, Date of Birth 13/01/2002,residing at Marwari Patty, Near SBI Ward No- 3, Post & P.S.- Sainthia, Dist – Birbhum, Pin - 731234, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dhiraj Kumar Parakh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/01/2025. Dhiraj Kumar Parakh (New Name) and Dhiraj Parakh, Dhiraj Parikh & Dhiraj Kumar Parikh (Old Names) all are same and identical person.

Change of Name
I, Md Ziaur Rahaman & Jiyaur Rahaman Sekh (Old name) S/o- Hosan sk, resident at, Benadaha, Madda, Beldanga, Murshidabad, 742176, do hereby declare that I have changed my name from Md Ziaur Rahaman & Jiyaur Rahaman Sekh to Sekh Jiyaur Rahaman (New name) and henceforth I shall be known as Sekh Jiyaur Rahaman in all purpose, vide affidavit sworn before the Notery at Berhampore on 28/01/2025 Sekh Jiyaur Rahaman and Md Ziaur Rahaman & Jiyaur Rahaman Sekh both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি AMIT KUMAR SANTRA, পিতা- Shyamapada Santra, ঠিকানা- গ্রাম- দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর, প.অ.- গঙ্গাধরপুর বাজার, থানা- চন্ডিতলা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৩০৬, গত ২৭শে জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে মাননীয় ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী কোর্টের নিকট এফিডেভিট করে আমার পুত্র সন্তানের নাম MAHIR SANTRA -র পরিবর্তে ARITRA SANTR করলাম। MAHIR SANTRA এবং ARITRA SANTR দুজনেই একই ব্যক্তি।

পথের কাঁটা সন্তান, শিশুকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার মা ও সৎ বাবা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ দ্বিতীয় বিয়ে করে নতুন স্বামীর সাথে নির্বিঘ্নে ঘর বাঁধতে মা-এর কাছে নিজের ছোট্ট শিশুই পথের কাঁটা? সেই কাঁটা সরাতে গভীর রাতে শিশুকে ঘুম থেকে তুলে মুখ বেঁধে এলোপাতাড়ি মার নিজের মা ও সৎ বাবার। শিশুর মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে ভেবে গুণধর স্বামী-স্ত্রী একটি ফাঁকা বাদাম চাষের মাঠের ঝোপের আড়ালে রাতের অন্ধকারে ফেলে দিয়ে আসে। সারারাত্রি সংগাহীন শিশু ঠান্ডার মধ্যে পড়েছিল মাঠে। ভেবেছিল রাতেই শেয়াল টেনে ছিঁড়ে খেয়ে দেহ লোপাঠ করে দেবে। কিন্তু টানা প্রায় ৮ ঘন্টা পর সকালে জ্ঞান ফিরে আসে শিশুটির। তাও আবার লাল পিঁপড়ের কামড়ে। কিছুটা দূরে একটি বাড়িতে শিশু নিজেই গুরুতর আহত অবস্থায় কোন রকমে কাঁদতে কাঁদতে পৌঁছায় আর ওই বাড়ির লোককে দেখে জল একটু খেতে চেয়েই ফের উঠোনে জ্ঞাণ হারায় শিশুটি। দুটো হাত ভাঙ্গা, গায়ে পায়ে একাধিক আঘাতের চিহ্ন, মাথায় ফোলা আঘাতের চিহ্ন সহ রক্তাক্ত শিশুকে দেখেই শিউরে ওঠেন ওই পরিবারের লোকেরা। এমন লোমহর্ষক ঘটনা চাউর হতেই ছুটে আসে গ্রামবাসীরা। এরপরই হাড় কাঁপানো নির্মম অমানবিক ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। উত্তেজনায় ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থানা এলাকার উত্তর হলদিয়া গ্রামের খয়রাভা এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করেছে। বালিসাই বড়রাঙকুয়া হাসপাতালে ভর্তি করে। ৬ বছরের শিশু সামান্য সুস্থ হতেই তার বয়ান শুনে শিউরে ওঠেন পুলিস থেকে গ্রামবাসীরা। শিশুটি এখন যথেষ্ট আতঙ্কিত। মা মামনি গিরি ও সৎ বাবা সুকদেব মন্ডল। মারের চোটে শিশুর দুটো হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, পিঠে পায়ে আঘাতের চিহ্ন, বিড়ির ছেঁকা দেওয়া হয়েছে কষ্ট দেওয়া হয়েছে শিশুকে। এমনটাই পুলিস সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পরিশেষে মৃত্যু নিশ্চিত করতে মাথায় আঘাত করা হয়েছে । মাথায় আঘাত পেয়ে হাত ভাঙ্গার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে শিশুটি জ্ঞান হারায়। এরপর শিশুটি মারা গেছে ভেবে বাড়ি থেকে দু কিলোমিটার দূরে গভীর রাতে স্বামী স্ত্রী মিলে একটি চীনেবাদামের মাঠের ঝোপের আড়ালে ফেলে দিয়ে আসে শিশুকে। ভেবেছিল রাতেই শেয়াল টেনে ছিঁড়ে দেহ লোপাট করে দেবে। শীতের মধ্যে সারা রাত্রি শিশুটি মাঠে পড়ে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের জোরে পিপড়ের কামড়ে শিশুটির সকালে রোদ উঠতেই জ্ঞান ফেরে। পুলিস শিশুর মা ও সৎ বাবা কে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে। তার আগে নিজের ছেলেকে মেরে ফেলার চেষ্টার কথা চাউর হতেই গ্রামবাসীরা ওই কীর্তিমান সৎ বাবা ও মাকে ধরে গণধোলাই দিয়েছে। জানা গেছে শিশুর প্রকৃত বাবা অর্থাৎ মামনির নিজের স্বামী কার্তিক গিরির বছর পাঁচেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এরপর উত্তর হলদিয়া গ্রামে ছোট্ট শিশুকে নিয়ে বাস করতেন মামনি। ফের আড়াই মাস আগে প্রেম করে সুকদেব মণ্ডল কে বিয়ে করে মামনি। এরপরই শিশুর সাথে অমানবিক অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল শিশুকে অত্যাচার। শেষমেষ ঝঞ্ঝাট হটাতে ছ-বছরের শিশু সন্তানকে খুন করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় যুগল দম্পতি। এমনটাই পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। তবে বিড়ির ছ্যাকা দিয়ে শিশুকে কষ্ট দেওয়া। মারধর করে হাত ভেঙ্গে কষ্ট দেওয়া এটার পেছনে কি রহস্য রয়েছে তাও খতিয়ে দেখবে পুলিশ। বুধবার পুলিশ হেফাজত চেয়ে যুগলকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে। মা হয়ে নিজের ফুটফুটে সন্তানকে খুনের প্রয়াস করতে পারে এমনটি স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না এলাকার মানুষজন। প্রত্যেকে চাইছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্বামী-স্ত্রীর।

ছাদে ওঠা নিয়ে ঝামেলা, প্রতিবেশীর মারে মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ সামান্য বিষয় নিয়ে বচসা, তার জেরে হাতাহাতি থেকে রক্তপাত, শেষে ঘটল মৃত্যুও! মঙ্গলবার রাতে এমনই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার গারুটিয়া গ্রাম। সামান্য বিবাদকে কেন্দ্র করে এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল তাঁরই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম রকি ঘোষ (৩৩)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে মৃত যুবক তার পাশের একটি বাড়ির ছাদে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মই বেয়ে উঠেছিল। সেই সময় অভিযুক্ত পড়শি যুবক তাকে বাধা দেয়। আর এতেই শুরু হয় তর্কাতর্কি। অভিযোগ, উভয়ের মধ্যে বচসা চলাকালীন রকির মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে অভিযুক্ত। পরে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্থানীয়রা দ্রুত আক্রান্ত যুবককে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি, বুধবার সকালে মৃত্যু হয় রকির। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কলকাতা-সিকিম বিমানবন্দর পুনরায় চালু হতে চলেছে

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ দৃশ্যমান্যতার অভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে কলকাতার সঙ্গে প্রতিবেশী সিকিমের সংযোগকারী একমাত্র পার্কিং বিমানবন্দর পুনরায় চালু হতে চলেছে। আগামী মার্চ মাসের শেষে কলকাতা থেকে সিকিম হয়ে গুয়াহাটি পর্যন্ত একটি বিমান নিয়মিত চলাচল করবে বলে জানা গেছে। এইজন্যে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। এরপরেই টিকিট বুকিং শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে সিকিমে গিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার ৬৪৬ ফুট উচ্চতায় দুশো একর জমির উপরে তৈরি এই বিমানবন্দরটির সূচনা করেছিলেন। কিন্তু পাহাড়ি এলাকায় হঠাৎ করে দৃশ্যমান্যতা কমে যাওয়ায় নিয়মিত বিমান চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। পরে এয়ারপোর্ট অথরিটির তরফে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবস্থা করে বিমান বঃদরটিকে সাজিয়ে তোলা হয়।

ম্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটে আরবিজি রুম নির্মাণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসসিএল-ইএনজিজি-১৩ অফ ২০২৫, তারিখ: ২৩-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডিইএন/V/শিলচর -এর এখতিয়ারের অধীনে লামডিং ডিভিশনের বদরপুর-আগরতলা সেকশনে ম্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেট নং. ৬এলকে, ৭এলকে, ১কেডি, ২বিকে, ১৩বিকে, ৩৩-বিএ, ৩৪-বিএ এবং কেডি-৭ -এ আরবিজি রুম নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,২৩,৬৬,২৪৫.১৯/-টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,১১,৮০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২০-০২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ২১-০২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

২০২৪ সালে মেট্রো আরপিএফের প্রশংসনীয় কর্মক্ষমতা

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সর্বদা মেট্রো প্রাঙ্গণে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এটি নিশ্চিত করার জন্য, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মেট্রো আরপিএফ যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য অনেক অবদান রাখে এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন প্রাঙ্গণ এবং ট্রেনের ভিতরে যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবিলায় সর্বদা কঠোর নজরদারি রাখে। বিগত বছরগুলির মতো, ২০২৪ সালেও মেট্রো আরপিএফ প্রশংসনীয় কর্মক্ষমতা দেখিয়েছে। জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত, আরপিএফ উপদ্রব, থুতু ফেলা, ধূমপান এবং আবর্জনা ফেলা ইত্যাদির ৬৪৬টি মামলা সনাক্ত করেছে, আরপিএফ মোবাইল উত্তোলন, পকেটমারের ১১টি মামলা সনাক্ত করেছে এবং ১৪ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে, যাদের স্থানীয় পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং আইপিসির ধারা অনুসারে মামলা করা হয়েছে। দুই শিশুকে উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২৪ সালে যথাযথ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এনজিও। উপরোক্ত সময়কালে, মেট্রোতে ভ্রমণের সময় ১৬৯ জন অসুস্থ যাত্রীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল। আরপিএফ নিরাপত্তা হেল্পলাইন এবং মহিলা সুরক্ষা হেল্পলাইন নম্বরে মোট ৪৮১৩টি কল পেয়েছিল এবং অভিযোগের প্রকৃতি অনুসারে অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে আরপিএফ কর্মীরা যাত্রীদের সহায়তা প্রদান করেছিলেন। উপরোক্ত সময়কালে, আরপিএফ কর্মীরা মেট্রো ট্রেনপ্রাঙ্গণে প্রায় ৩৮,৬৭,৯১৯।- টাকার অবশিষ্ট মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং টাকার ব্যাগব্যাগ উদ্ধার করেছেন। মূল্য প্রায় ৩৮,৬৭,৯১৯।- টাকা। যথাযথ যাচাইয়ের পর, এই জিনিসগুলি প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চাপড়ার মহেশনগরে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে বোমা ও গুলি, মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ জানুয়ারি ঃ চাপড়ার মহেশনগরে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে তুমুল অশান্তি হয়। চলল বোমা ও গুলি। ঘটনায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বুধবার দুপুরে নাকাশিপাড়ার শিবপুরে জমিতে কাজ করছিলেন লোকজন। সেইসময় আচমকা হামলা হয় বলে জানা গেছে। অভিযোগ, মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়তে শুরু করে। চলল গুলিও। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। গুলি ও বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হন ৩ জন। হামলাকারীরা এলাকা ছাড়লে আহতদের উদ্ধার করে চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যান বাসিন্দারা। হাসপাতালে চিকিৎসকরা আলহামদু শেখকে (৫২) মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। চাপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, জমি বিবাদের জেরে হামলা বলে প্রাথমিক অনুমান। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। বেশ কয়েকজনের নামে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা ও ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দার।

উন্মুক্ত অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্যায়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১১৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ ঃ ২৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ ৩৮-এপি-II-২০২৪। কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার জং.-এঃ এডিইএন/এইচওকিউ/ আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে অফিসার্স কলোনি, অফিসার্স রেস্ট হাউস, অফিসার্স ক্লাব, ডিটিসি, সুইমিং পুল, অফিসার্স বাংলো, সাব-অর্ডিনেট রেস্ট হাউস, শিশু উদ্যান, ডিআরএম প্রশাসনিক ভবন, সিওবি রেল মিউজিয়াম ইত্যাদিতে এবং এগুলির আশেপাশের উন্মুক্ত অঞ্চলগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্যায়ন। (২৪ মাসের জন্য) টেন্ডার মূল্যঃ ১,৬৩,৯৫,২৭৬.৭৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৩২,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৪০, তারিখ ২৯.০১. ২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/ খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার আগে জমা করতে হবে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** হলদিপাড়া-বালাসোরের মধ্যে কিমি ২২৯/২৬-২৮-তে বিদ্যমান ব্রিজ নং ২৬৫-এর পাশে ৫ মি. x ৫ মি. মাপের এনএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৮,৬৪,৪২৬.৪৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/ই.এম.ডি. ঃ** ৭৭,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ১৯.০২.২০২৫-এ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০২.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।
(PR-1074)

Office of the PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER NO- PGP/596/2025, Dt.-27/01/2025
For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of SWM Project. Last date of downloading documents up to **06/02/2025 at 11.00 AM**. Bid Opening date **08/02/2025 at 11.00 AM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

সোমসপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ঠিকানাঃ গ্রাম-সোমসপুর, পোঃ- ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No)- ২৪এইচ. জি., তারিখঃ ১১।০৪।১৯৭৭
পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সোমসপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সকল সদস্য / সদস্যাগনকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ২৩-০২-২০২৫ তারিখ (রবিবার) সকাল ১১ টার সময় সমিতির বিশেষ সাধারন সভার দিনে এই সমিতির আগামী পরিচালন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ও নির্বাচনী নির্ঘণ্ট কোনো সদস্য / ভোটার / প্রার্থী জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হইতেছে।
তারিখ- ২৭-০১-২০২৫

চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
সোমসপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ লিমিটেড এবং
সমবায় পরিদর্শক, ধনিয়াখালী ডেভেলপমেন্ট ব্লক, হুগলী

OFFICE OF THE PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102
Memo. No. 72/EO/P-I Dated: 29/01/2025
Notice
Executive Officer, Purulia-I Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/EO/Niet-10/24-25 dt.29.01.2025,** for **9 nos**. scheme (**Tender ID 2025_DM_807960_1 to 2025_DM_807960_9)** Construction of 9 nos. various scheme within the jurisdiction of Purulia-I Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **05.02.2025 up to 6-55 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

গ্যামকো লিমিটেড
(পূর্বে ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
রেজিস্টার্ড অফিসঃ পি-৪৫ গোড়াগাছা রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ
ওয়েবসাইটঃ **www.viscotradeassociates.in** ই-মেইল আইডিঃ **tradevisco@gmail.com**
CIN: L57339WB1983PLCO35628

(লক্ষ টাকা-ইপিএস)

ক্রম নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩১।১২।২৪ অনিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩১।১২।২৩ পরীক্ষিত	স্বতন্ত্র: ৯ মাস শেষে ৩১।১২।২৪ অনিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র: ৯ মাস শেষে ৩১।১২।২৩ অনিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র: বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩১।১২।২৪ অনিরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩১।১২।২৩ পরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র: ৯ মাস শেষে ৩১।১২।২৪ অনিরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র: ৯ মাস শেষে ৩১।১২।২৩ অনিরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র: বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে	১৯০.৪৬	৬,৫২১.১৭	৫,৬৮৬.৩৯	১৭,৪১৯.৩০	২১,১৫৫.২৭	৫৭৪.৬৬	৬,৭৯২.৮১	৬,৫৭১.৭৭	১৮,১১২.০১	২২,০৮৮.৩৫
২.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	(৬৯৮.৭২)	১,৫১৫.০৭	২,৯৮০.৩৮	৩,২৪১.৬৪	৩,৯১৬.৬৫	(৫৯৩.৯৫)	১,৫২৯.১২	৩,১১৯.৭১	৩,২৫৮.৩৮	৩,৯৪৩.৪২
৩.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, আগের ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	(৬৯৮.৭২)	১,৫১৫.০৭	২,৯৮০.৩৮	৩,২৪১.৬৪	৩,৯১৬.৬৫	(৫৯৩.৯৫)	১,৫২৯.১২	৩,১১৯.৭১	৩,২৫৮.৩৮	৩,৯৪৩.৪২
৪.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের পরে, আগের ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	(৫৬৮.০০)	১,১৭৪.২১	২,৩৩২.১৯	২,৭৮৫.৩২	৩,৩১২.৭২	(৪৯২.৭৬)	১,১৮৭.৬০	২,৪৩৫.৮২	২,৭৮৩.৭৮	৩,৩২০.৮৩
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিতলাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৫৫৩.৪০)	১,১৫৩.৯০	২,৩৬৪.৮১	২,৮০৩.২৯	৩,৩৪৩.৯৯	(৪৭৮.১৬)	১,১৬৭.২৯	২,৪৬৮.৪৪	২,৮০১.৭৫	৩,৩৫২.১০
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য প্রতিটি ২ টাকা)	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮
৭.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় মূল ও মিশ্র	(২.৩৭)	৪.৮৯	৯.৭১	১১.৬০	১৩.৭৯	(২.০৫)	৪.৯৫	১০.১৪	১১.৫৯	১৩.৮৩

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।
২) উপরোক্ত ফলাফলগুলি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি যা SEBI (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.viscotradeassociates.in-এ পাওয়া যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫

গ্যামকো লিমিটেডের জন্য
(পূর্বে ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
স্বা / -রাজীব গোয়েঙ্কা
পরিচালন অধিকর্তা
DIN: 03472302

ট্রাফিক নিরাপত্তা দিবসে সচেতনতায় জোর, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি ঃ ট্রাফিক নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার ময়নাগুড়ি শহরে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক আইন নিয়ে পথচলতি মানুষজনদের সচেতন করেন জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম শান্তি নাথ পাঁজা, বিডিও প্রসেনজিত কুণ্ডু, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, হাইওয়ে ট্রাফিক ওসি স্বপন বর্মন, ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক ওসি অতুল চন্দ্র দাস, পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্ত দেব অধিকারী, ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়-সহ অন্য কাউন্সিলররা।

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 14/DGP/15 TH FC/2024-25** Dated: **26-01-2025 .** The last date for online submission of tender **08-02-2025 up to 11:00 Hours**. Offline **NIT No: 15/DGP/15 TH FC/2024-25** Dated: **26-01-2025**. The last date for online submission of tender **11-02-2025 up to 11:00 Hours** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যায় যে, ১। ভবানী কর্মী, ২। হাবুল কর্মী, ৩। বাবুল কর্মী ৪। অনিমা কর্মী ৫। সুমন্ত কর্মী ১ নং এর স্বামী ও সকলের পিতা-মৃত মুক্ত রাম কর্মী, ঠিকানা-মিত্র বাগান জেলে পাড়া, পোঃ-বৈদ্যবাটী হুগলী গত ০৬.০৮.২০২২ তারিখে এ.ডি.এস. আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার নং **2420/2022** মূলে রাজকুমার দত্ত পিতা-স্বর্গীয় দুর্গা দাস দত্ত (সাং- ১৮ / ১০৪, এন. টি. রোড, বৈদ্যবাটী, হুগলী) কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি মানাউর জাহান স্বামী নাজির আনসারী বিশ্বাস ২ কে.বি.এম. রোড, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, হুগলী এ. ডি. এস. আর. শ্রীরামপুর দলিল নং **-I-2096/ 2024** তারিখ ০৩.০৫.২০২৪ নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। জেলা- হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪ এল. আর, খতিয়ান- ৪৩৯, এল. আর, দাগ নং-৪৫৯০, জমির পরিমান- ০২ কাঠা ০৯ ছটাক ১৩ বর্গফুট। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি. এল. আর.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল সুরজিত মন্ডল, পিতা- পান্নালাল মন্ডল, ঠিকানা - আর. এন.সি. রোড (পূর্ব) সুভাষগ্রাম, রাজপুর-সোনারপুর (এম), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোলকাতা-৭০০১৪৭, পশ্চিমবঙ্গ, ই, ০৭।১০।২০২৩ তারিখে অঘোর সরণি, কদমতলা, পোষ্ট-রাজপুর, কোলকাতা- ৭০০১৪৯ তে বিক্রয় কোবালা, দলিল নং ৭৪৪৯/ ১৯৫৭ (বুক নং I, ভলিউম নং ৮০, পৃষ্ঠা ২২২ হইতে ২২৫ যাহা SR বারুইপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) হারিয়ে ফেলেন এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে সোনারপুর থানায় ৭।১০।২০১৩ তারিখে জেনারেল ডায়েরি (নং. ৫১০) দাখিল করেন।
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি উপরিউক্ত দলিলটির সন্ধান, দলিল সংক্রান্ত কোনোরূপ তথ্য পেয়ে থাকেন বা কোন ব্যক্তির যদি দলিল বা দলিলভুক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নং বা ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে, অন্যথায় কাহারো কোন অভিযোগ গৃহীত হইবে না।
সৌমিক সামন্ত
(অ্যাডভোকেট)
মোবাইল নং ৯০৯১৭৭৪৫৭৭
৪৮ /১, নস্করপাড়া রোড, বোয়ালিয়া, পোঃ গড়িয়া, থানা- নরেন্দ্রপুর, কোল- ৮৪

বিজি ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসসিএল-ইএনজিজি-১০-২০২৫, তারিখঃ ২৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ২ বছর সময়ের জন্য এডিইএন/আগরতলা অধিক্ষেত্রের অধীনে আগরতলা-সাব্রুম সেকশনের (আগরতলা ইয়ার্ড ব্যতীত) মধ্যে লিফটিং ও প্যাকিং, বক্সিং ও প্রোফাইলিং সহ বিজি ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ, রেল/প্যানেলের পুলিং ব্যাক, অ্যান্টি-করোসিভ পেইন্টিং, ডি-স্ট্রেসিং, কার্ভের স্লিউইং এবং রিঅ্যালাইনিং, ওভারহোলিং, আগাছা ও ঝোপঝাড় সরানো, সাইড ড্রেন পরিষ্কার করা, টেম্পিং এবং পোস্ট টেম্পিং কাজের সময় প্রি-টেম্পিং করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,১০,২৪,৫৫৪.৬০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,০৫,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ১৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টাপর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল বাবলু উরাও, পিতা- সুনীল উরাও, সাং-একমাইল, পোঃ- মালঞ্চা, থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর এর বিধিবদ্ধ অনুমতিক্রমে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতেছি যে, আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি / সম্পত্তি যথাযথ অনুমতি লইয়া অন্যত্র বিক্রয় করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। উক্ত জমি/ সম্পত্তি কেহ খরিদ করিতে চাহিলে বা উক্ত জমি/ সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপত্তি বা দাবী সপক্ষে কাগজপত্রাদি সহ যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল উক্ত জমি/ সম্পত্তি বিক্রয়ের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।
তপশীল সম্পত্তির বিবরণ
জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- কুয়ারন, জে.এল নং- ৯৬, খতিয়ান নং-৫১২, দাগ নং- ৩৯৬, পরিমাণ- ৫৪ শতক।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
বাবলু উরাও, পিতা- সুনীল উরাও, সাং- একমাইল, পোঃ-মালঞ্চা, থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।
ধন্যবাদান্তে
অভিজিত রায়
অ্যাডভোকেট বালুরঘাট কোর্ট

CORRIGENDUM NOTICE
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-139/2024-25(2 nd Call)**. Bid Submission closing date (Online)- **06/02/2025 instated of 27/01/2025** and Bid Submission opening date (Online) **10/02/2025 instated of 29/01/2025**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

আদিনাথ বায়োল্যাবস লিমিটেড
CIN: L24230WB1982PLC034492
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ investors@adinathbio.com; ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস [সেবি (LODR) রেগুলেশন,২০১৫ এর প্রবিধান ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১.৭৮৫	৬.৫৭৭	২.১০৫
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(০.৩৪৭)	(২.৬৭৭)	(০.৪৬১)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(০.৩৪৭)	(২.৬৭৭)	(০.৪৬১)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(০.৩৪৭)	(২.৬৭৭)	(০.৪৬১)
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	(০.৩৪৭)	(২.৬৭৭)	(০.৪৬১)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,২০৭.৪২৬	২,২০৭.৪২৬	২,২০৭.৪২৬
৭.	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	(০.০০০)	(০.০০১)	(০.০০০)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরেরটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট viz.www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। একই ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট viz.www.adinathbio.com-এও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
আদিনাথ বায়োল্যাবস লিমিটেডের জন্য
সুনীল কুমার
এমডি এন্ড সিইও
DIN : :07777351

তারিখঃ ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/768
Name of work : **Improvement of street lighting system at Shyama Prasad Mukherjee Road and its surrounding areas in Ward No.87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.4,53,874.00.** Earnest Money : **Rs.9,200.00.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/769
Name of work : **Improvement of street lighting system at Bakul Bagan Road, Townshend Road and other places in Ward No.72 under Borough-VIII.** Estimated Amount : **Rs.4,99,963.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **14 Days (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/766
Name of work : **Improvement of bustee lighting system 71,72, 73 Hazra Road Bustee, 13, 16 Dover Terrace Bustee and other different bustee areas in Ward No.85 under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.1,89,129.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/771
Name of work : **Repairing of bustee lighting system at 9, 10, 11 Dr. Rajendra Road Bustee, 21/1A Roy Street Bustee and other different bustees in Ward No.70 under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.1,97,212.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

5. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/773
Name of work : **Installation of Mini Mast lighting arrangement at different Crossing Point of Roads in Ward No.70 under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.3,48,016.00.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.**

6. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/767
Name of work : **Improvement of street lighting system at Ramesh Mitra Road, Beltala Road, Priyanath Mullick Road, Girish Mukherjee Road and other places in Ward No.72 under Borough-VIII.** Estimated Amount : **Rs.2,99,629.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

7. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/770
Name of work : **Repairing of Damaged Pillar Box and its accessories at Southern Avenue and its surrounding areas in Ward No.87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.1,19,401.00.** Earnest Money : **Rs.2,400.00.**

8. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/772
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at 37/1A, 37/1B, 37/1C, 37/1D Girish Mukherjee Road Bustee and other different bustees in Ward No.72 under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.2,92,930.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **12 Days (for Sl.No.3 to 8).**

9. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/757
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at 4,6, 10, 11, 13 Behari Doctor Road Bustee, 70/1A Bakul Bagan Road Bustee and other different areas in Ward No.72 under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.2,88,126.00.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Period of Completion : **15 Days.**

10. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/753
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Sarat Bose Road (Deshyapriya Park Crossing to Minto Park Crossing Wd-85 & 69) under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.3,87,521.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **8 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **07.02.2025 at 9 a.m. (for Sl.No.1 to 10).** Bid opening date for technical proposal on **07.02.2025 at 9.30 a.m. (for Sl.No.1 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **29.01.2025 at 9 a.m. (for Sl.No.1 to 10).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 10).**

11. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/781
Name of work : **Supply and delivery of Led street light fittings at B.K. Road, Remount Road and other places in Ward No.79.** Estimated Amount : **Rs.1,97,150.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last Date and time of Completion of Bid : **07.02.2025 upto 2 p.m.** Tender (Technical) Opening Date : **07.02.2025 at 4 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **28.01.2025 from 2 p.m.**

For full and further details, please visit the Website : **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only.

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part Bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/305/24-25
Name of work : **Renovation of bustee Ltg. system at N.K. Ghosal Road slum areas, Kumar Para Bustee and surrounding areas in Ward No.91, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.2,97,801.53.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/308/24-25
Name of work : **Renovation of St. Ltg. system at Jogendra Garden, Bonku Behari Chatterjee Road and adjacent areas in Ward No.91, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.2,85,950.19.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/311/24-25
Name of work : **Development of street lighting arrangement at Golf Club Road and adjacent areas in Ward No.97, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.1,98,605.73.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/312/24-25
Name of work : **Development works at Adarshanagar Kali Mandir, Selimpore Bye Lane and surrounding areas in Ward No.92, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.3,95,742.24.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **10 days (for Sl.No.1 to 4).**

5. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/306/24-25
Name of work : **Development of lighting arrangement at 14A, 14C & 4 D.P.S. Road adjacent slum areas in Ward No.81, Br-X.** Estimated Amount : **Rs.3,19,401.47.** Earnest Money : **Rs.6,500.00.**

6. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/307/24-25
Name of work : **Development of street lighting arrangement at Biswas Para, Gobinda Banerjee Lane and adjacent areas in Ward No.89, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.4,99,681.42.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **15 days (for Sl.No.5 & 6).**

7. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/309/24-25
Name of work : **Improvement of bustee lighting at Telipara, Babu Bagan Bustee, Netaji Bustee and surrounding bustee areas in Ward No.92,Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.2,87,904.54.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **20 days.** Last Date and time of Completion of Bid : **07.02.2025 upto 10 a.m. (for Sl.No.1 to 7).** The Bid form and other details are available on and from **28.01.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 7).**

8. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/280/24-25/PD (2nd Call)
Name of work : **Improvement of lighting system with New Led Lights at Sankalpo Math, Binaypally Shushu Uddyan etc. and its surrounding area in Ward No.113.** Estimated Amount : **Rs.2,62,839.33.** Earnest Money : **Rs.5,400.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and time of Completion of Bid : **07.02.2025 upto 2 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **31.01.2025 from 12 noon.** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 8).**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/10/24-25
Name of work : **Improvement of street lighting system at Goswami Para, Vivek Villa, Yani Sarani and other areas in Ward No.144.** Estimated Amount : **Rs.4,47,291.00.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **25 Days.** Last date and time of Submission of Bid : **10.02.2025 at 5 p.m.** Technical Bid Open date : **12.02.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 at 4 p.m.**

2. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/333/EMF/24-25
Name of work : **Installation of electrical connection for Commissioning of EMF Meters in Borough-XVI under KMC.** Estimated Amount : **Rs.4,23,293.00.** Earnest Money : **Rs.8,500.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **08.02.2025 at 12 noon.** Date Tender Opening for Technical Purpose : **10.02.2025 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on **31.01.2025 at 6 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

1310 / 24-25

পাকিস্তান নয় ভেন্যু বদল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির!

পদত্যাগ শাহের দলে

দুবাই, ২৯ জানুয়ারিঃ হাতে গুনে বাকি মাত্র ২০ দিন। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তবুও পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজন নিয়ে জটিলতা অব্যাহত। কারণ স্টেডিয়ামের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ, পাশাপাশি সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গাফিলতি চোখে পড়ার মত। এই পরিস্থিতিতে বুধবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল তথা আইসিসির সিইও পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন জিওফ আলার্ডাইস। যা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজনের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। জিওফ আলার্ডাইসের পদত্যাগ নিয়ে স্পষ্ট কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও, বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে ইতিমধ্যে তাঁর পদত্যাগের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই পদক্ষেপের পেছনে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজনের ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজনের জন্য পাকিস্তান আইসিসির কাছে ২০১৭ সালের মধ্যে পরিকল্পনা জমা দিয়েছিল। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে না পারা এবং মাঠের প্রস্তুতির বিলম্ব বিশেষভাবে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, গত বছর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজনে ব্যর্থতার পরেও আইসিসি এবং আলার্ডাইসের উপর চাপ ছিল। বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল, বিশ্বকাপ আয়োজনে অতিরিক্ত খরচ এবং তহবিলের অদূরদর্শী ব্যবহারের জন্য আলার্ডাইসকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগের প্রস্তুতির মত, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য পাকিস্তানের তিনটি শহর করাচি, রাওয়ালপিন্ডি এবং লাহোর মাঠ প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, এই কাজের গতি অত্যন্ত ধীর এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই স্টেডিয়ামগুলো সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবে কিনা, তা

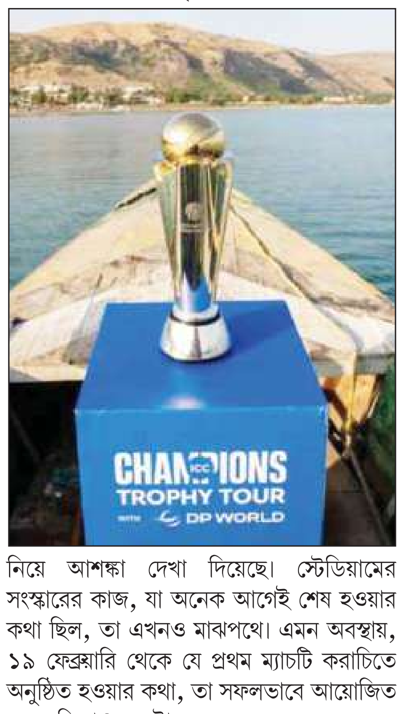

নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ, যা অনেক আগেই শেষ হওয়ার কথা ছিল, তা এখনও মাঝপথে। এমন অবস্থায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে যে প্রথম ম্যাচটি করাচিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, তা সফলভাবে আয়োজিত হবে কিনা? সেটা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। পাকিস্তান সরকার ও ক্রিকেট বোর্ড এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে প্রকৃত পরিস্থিতি দেখেই অনুমান করা যাচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজনে আন্তর্জাতিক দলের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিশ্চিতে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিরাপত্তার কারণে ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানে নিজেদের ম্যাচ খেলতে যাবে না। তাদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এই সিদ্ধান্ত ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে বড় চমক। কারণ ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে খেলানোর ব্যাপারে আইসিসি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো দীর্ঘদিন ধরে চাপ দিচ্ছিল। তবে, পাকিস্তানে অনিশ্চিত পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার অবস্থা দেখে ভারত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজনের সাফল্য নিয়ে আরও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আইসিসির সিইও পদ থেকে পদত্যাগের পর এখন প্রশ্ন উঠছে, ভবিষ্যতে কে এই পদে আসবেন। ক্রিকেট বিশ্বে অনেকেই ধারণা করছেন যে, আইসিসি সম্ভবত অভিজ্ঞ এবং দক্ষ কোনো ব্যক্তিকে সিইও পদে নিয়োগ করবে, যিনি আয়োজক দেশের প্রস্তুতি এবং টুর্নামেন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন। এই পদে অ্যালেক্স মার্শাল, ক্রিস টেটলি এবং ক্লেয়ার ফারলংয়ের মতো ব্যক্তিরা সম্ভাব্য প্রার্থীর মধ্যে আছেন। আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ অবশ্য জিওফ আলার্ডাইসের কাজে প্রশংসা করেছেন এবং তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, আইসিসির তরফে অ্যালার্ডাইসকে ধন্যবাদ। তাঁর পরিশ্রম ক্রিকেটকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছে। অ্যালার্ডাইসকে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানাই।

আর ২৩ চাই, হেডের মাথাব্যথা হয়ে উঠছেন ভারতের ২২ বছরে তরুণ!

দুবাই, ২৯ জানুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টির দুনিয়ায় ভারত আপাতত সেরা দল। গত বছর বিশ্বকাপ জেতা ভারতীয় টিম ঘরের মাঠেও দুরন্ত পারফর্ম করছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাজকোটে হারলেও সিরিজে ২-১ এগিয়ে সূর্যকুমার যাদবের টিম। হাতে রয়েছে আরও দুটো ম্যাচ। ইংল্যান্ড যখন ছন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে, সিরিজে সমতা ফেরাতে মরিয়া, তখন কিন্তু এক ২২ বছরের তরুণের অবিশ্বাস্য উত্তরণ দেখছে ভারতীয় ক্রিকেট মহল। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অবসরের পর তরুণদের কাঁধেই এসে পড়েছে ভারতের দায়িত্ব। সেই চাপ মাথায় নিয়েও নিজেকে প্রতি ম্যাচে মেলে ধরছেন তিনি। আইসিসি সদ্য ঘোষণা করেছে টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিং। তাতে এক নম্বর জায়গা ধরে রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড। কিন্তু তাঁর জায়গা তেমন নিরাপদ। মাত্র ২৩ পয়েন্ট পিছনে থাকা ভারতীয় চাপে রেখেছেন অজি ব্যাটারকে। এই তিনি আর কেউ নন, তিলক ভার্মা। সদ্য প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ের দুইয়ে উঠে পড়েছেন

তিলক। পিছনে ফেলে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের বিধ্বংসী ওপেনার ফিল সল্টকে। ৮৩২ পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি। ৮৫৫ হেডের। অজি ব্যাটারকে টপকে এ বার এক নম্বর জায়গাটা দখল করাই লক্ষ্য তিলকের। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ থেকেই দুরন্ত ফর্মে তিলক। ৫টা ম্যাচের মধ্যে চারটেতে ছিলেন নটআউট। দুটো সেঞ্চুরি সহ করেছিলেন ৩৩৬ রান। সেই ছন্দই দেখা গিয়েছে চেন্নাইয়েও। ৫৫ বলে নট আউট ৭২ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেছিলেন। তিলকের উত্থান হলেও পতনও রয়েছে। গত বছর এক নম্বরে থাকা ভারতের টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব চার নম্বরে নেমে গিয়েছেন। যশস্বী জয়সওয়ালও ৮ থেকে নেমে গিয়েছেন ৯য়ে। সবচেয়ে বেশি পতন হয়েছে সঞ্জু স্যামসনের। ১২ পতন হয়েছে তাঁর। ১৭ থেকে ২৯এ চলে গিয়েছেন তিনি। র‍্যাঙ্কিংয়ের ৫ থেকে ৮য়ে আছেন জস বাটলার, বাবর আজম, পাথুম নিশাঙ্কা, মহম্মদ রিজওয়ান। ১০এ কুশল পেরেরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ঘরের মাঠে দারুণ ফর্মে আছেন ভারতীয় স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। এখনও অবধি এই সিরিজে তিন ম্যাচে ১০টি উইকেট পেয়েছেন তিনি। সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন বরুণ। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়েছেন কেকেআর স্পিনার। অর্শদীপের দুই উইকেট এবং অভিষেক শর্মার ৭৯ রানের ইনিংসকে টপকে ম্যাচের সেরা হন বরুণ। দ্বিতীয় ম্যাচেও তুলে নেন ২ উইকেট। তৃতীয় ম্যাচে ভারতের হারের মাঝেও জ্বলে উঠেছিলেন এই স্পিনার। চার ওভারে ২৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন তিনি, ম্যাচের সেরাও হন। এই দুরন্ত পারফরম্যান্সের কারণে টি-টোয়েন্টি বোলারদের মধ্যে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক লাফে ২৫ ধাপ উপরে উঠে এসেছেন তিনি। এখন আছেন পঞ্চম স্থানে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৭৯, যা এখনও অবধি তাঁর কেরিয়ারের সেরা। তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ডের স্পিনার আদিল রশিদও।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিংয়ের প্রস্তাব কেন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? ফাঁস করলেন ঋদ্ধিমান সাহা!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

৪০টারও বেশি টেস্ট খেলেছেন। অবিশ্বাস্য কিছু ক্যাচ ক্রিকেট বিশ্বের মনে চিরঠাঁই পেয়েছে। আইপিএলেও খেলেছেন দাপিয়ে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও সমান সাবলীল। ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার সেই ঋদ্ধিমান সাহা এ বার নিজের গ্লাভস জোড়া তুলে রাখতে চলেছেন। কাল থেকে কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন ইডেনে। প্রতিপক্ষ পঞ্জাব। একসময় অভিমানে বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ত্রিপুরায়। সেখান থেকে আবার ফিরেছেন অবসরের বছরটা নিজের রাজ্য টিমের হয়ে খেলবেন বলে। ক্রিকেট জীবন শেষ করার পর কি কোচিংয়ে আসবেন? কেকেআরের সহকারী কোচের প্রস্তাব কেন ফিরিয়েছিলেন? গোপন তথ্য ফাঁস করলেন শিলিগুড়ির ছেলে। স্পোর্টসস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঋদ্ধি বলেছেন, ''সারা ক্রিকেট জীবন ধরে একটাই জিনিস বিশ্বাস করেছি, যদি কেউ আমাকে কোনও কাজ দেয়, সেটার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেব। মানসিক ভাবেও তৈরি করব নিজেকে। শুধু মাত্র এই একটা পথেই সাফল্য আসে। আমি কোচিং করানোর জন্য মানসিক ভাবে তৈরি নই। যে কারণে কেকেআরে কোচিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আমি জানি, ওটা একটা দারুণ সুযোগ ছিল। তবু নিইনি। তার একটাই কারণ ছিল, কোচিংয়ে আসার জন্য আমার এখনও কিছুটা সময় লাগবে। যাতে পূর্ণমাত্রায় নিজেকে কোচ হিসেবে মেলে ধরতে পারি।'' শুধু কোচিংই নন, ধারাভাষ্য বা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করার জন্যও তৈরি নন ঋদ্ধিমান। আপাতত তাঁর একটাই লক্ষ্য বাংলাকে সম্মানজনক জায়গায় নিয়ে যাওয়া। যা পরিস্থিতি, বাংলার নকআউট যাওয়ার সম্ভাবনা

কার্যত নেই। অনেক অঙ্ক মিললে তবে মিলতে পারে রঞ্জি নকআউটের টিকিট। ঋদ্ধি কিন্তু পঞ্জাবের বিরুদ্ধে সেরাটাই দিতে চান। তাঁর কথায়, ''আমি যখনই মাঠে নেমেছি, একটা লক্ষ্য সামনে রেখেছি, যে ভাবেই হোক না কেন, জিততে হবে। এই ম্যাচেও সেটা বদলাবে না। জানি, আমাদের নকআউটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু কোনও ম্যাচ এই মানসিকতা নিয়ে খেলা যায় না। মাঠে নেমে জিতে কিছুটা সম্মান অর্জন করতে চাই।'' কেরিয়ারের শেষ ম্যাচের আগে ইডেন গার্ডেন্সে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাপ্টেন্সি প্রসঙ্গে ঋদ্ধিমান সাহা বলেন, ''ক্যাপ্টেন্সি! ওটাতে কী হবে? টস না করলে কি ক্যাপ্টেন নয়? ক্যাপ্টেন্সির ট্যাগ নিয়ে বিশ্বাস করি না। মাঠে প্রয়োজনে সেম ইনপুটই দিই। হতে পারে এই ম্যাচে কিছুক্ষণের জন্য ক্যাপ্টেন্সি করলাম। টস করতে পারব না, এটাই পার্থক্য।'' কেরিয়ারের শেষ ম্যাচেও লক্ষ্য টিমের জন্য অবদান রাখাই। অভিষেক পোড়েল থাকলে তাঁকেই গ্লাভস হাতে দেখা গিয়েছে বাংলার ম্যাচে। তবে কেরিয়ারের শেষ ম্যাচে তাঁকে কিপিং গ্লাভস হাতে দেখা যাবে, এই ভরসা দিলেন ঋদ্ধি। নিজের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে যেমন মুখ খুলেছেন, তেমনই পছন্দের ক্যাপ্টেন-কোচ নিয়েও। দীর্ঘ কেরিয়ারে অনেকের ক্যাপ্টেন্সিতেই খেলেছেন। তাঁর ভোট কিছুটা হলেও যেন বিরাটের দিকেই বেশি। অবশ্য ঋদ্ধির কথায়, ''যে যাঁর ক্যাপ্টেন্সিতে খেলেছে, তাঁকেই হয়তো বাছবে। আমি দাদার ক্যাপ্টেন্সি দেখেছি। তবে বিরাটের ক্যাপ্টেন্সিতেই বেশি খেলেছি। মাহি ভাইও দুর্দান্ত ক্যাপ্টেন। আইপিএলে কেন উইলিয়ামসন, জর্জ বেইলিও ঠান্ডা মাথায় অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর পছন্দের কোচ হিসেবে বলতে পারি, অনিল কুম্বলের কথা। সেই টাইমটায় টিম প্রচুর জিতেছে, আমার ভালো লেগেছে।''

মিনি ডার্বির আগেই ডামাডোল মহমেডানে, ইস্তফা রাশিয়ান কোচের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ এ বছরই প্রথম ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল কলকাতার আরও এক বড় ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিং। প্রথম মরসুমের নিরিখে শুরুর দিকে পারফরম্যান্স ভালোই হচ্ছিল। এরপর অবশ্য টানা হার। অবশেষে বেঙ্গালুরুর মাঠে জয় দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। এরপর এক ম্যাচে ড্র। মনে হচ্ছিল, সব ঠিকের পথেই। কিন্তু গত ম্যাচে মুম্বইয়ের মাঠে নিজেদের ভুল, ১০ মিনিটের ঝড়েই হার। সামনে মিনি ডার্বি। তার আগেই সমস্যায় মহমেডান স্পোর্টিং। মহমেডানে ডামাডোল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে শনিবার মিনি ডার্বিতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচ। তার আগেই

কোচের পদ থেকে ইস্তফা রাশিয়ান আন্দ্রে চের্নিশভের। তিন মাস বেতনহীন কোচ-ফুটবলাররা। বেতন সমস্যার কারণেই কোচের পদ থেকে ইস্তফা চের্নিশভের। মহমেডান সচিব ইসতিয়াক আহমেদ রাজু জানান, ফিফায় কয়েকদিন আগে অভিযোগ করেন চের্নিশভ। সেই খবরও রয়েছে। কিন্তু এই কোচকে রিক্রুট করেছে বাঙ্কারহিল। বেতন সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করায় বাঙ্কারহিলের ঘাড়েই দোষ চাপান মহমেডান সচিব। তিনি বলেন, ''৬১ শতাংশ শেয়ার আগে নিজেদের দখলে চাইছে বাঙ্কারহিল। তারপর সেখান থেকে ৩০.৫ শতাংশ শেয়ার শ্রাচীকে ট্রান্সফার করার কথা জানাচ্ছে বাঙ্কারহিল।'' তবে মহমেডানের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্লাবের ভূমিকাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে বাঙ্কারহিল। তিন বছর ধরে সাদা-কালোর ইনভেস্টর থাকা সত্ত্বেও আগের শেয়ার ট্রান্সফার করেনি ক্লাব। প্রতি বছরই দিচ্ছি, দেব করে কাটিয়ে গেছেন কর্তারা, এমনটাই অভিযোগ। এ দিকে শ্রাচীকেও এ বছর ইনভেস্টর করে আনে মহমেডান। তিন মাসের বেশি সময় ধরে তারাও ফুটবল দলের পিছনে টাকা ঢেলেছে। মউ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও শেয়ার ট্রান্সফার করেনি ক্লাব। তাই মহমেডানে ইনভেস্ট না করার কথা আগেই জানিয়েছিল শ্রাচী। সব মিলিয়ে জটিল পরিস্থিতি মহমেডানে।

মহারাষ্ট্রের এই ডিফেন্ডারকে চূড়ান্ত করার পথে কেরালা

কোচি, ২৯ জানুয়ারিঃ চলতি ফুটবল মরসুমের শুরুতে বহু প্রত্যাশা নিয়ে মিকেল স্ট্যাহরের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। পরবর্তীতে তাঁর নির্দেশ মেনেই একাধিক দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের চূড়ান্ত করেছিল ম্যানেজমেন্ট। যারফলে পুরনো সমস্ত হতাশা ভুলে নতুন সিজনে দলের ভালো পারফরম্যান্স হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল সকলে। কিন্তু আদৌও সেটা সম্ভব হয়নি। ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে হতাশাজনক পারফরম্যান্স করার পর ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য ছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। বরং পাঞ্জাবের কাছে পরাজিত হয়েই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। পরবর্তীতে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে দল ছন্দে ফিরলেও সেটা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ম্যাচ এগোনোর সাথে সাথেই হতাশাজনক পারফরম্যান্স করতে শুরু করে আইএসএলের এই দাপুটে ফুটবল ক্লাব। যা ভালোভাবে নেয়নি ম্যানেজমেন্ট। এমন পরিস্থিতিতে দল থেকে ছাঁটাই করা হয় সুইডিশ কোচ মিকেল স্ট্যাহরে সহ তাঁর সকল সাপোর্টিং স্টাফেদের। বর্তমানে থেক্কাথারা পুরুষোথামনের তত্ত্বাবধানে দেশের প্রথম ডিভিশনের এই লিগ খেলছে কেরালা। বর্তমানে টুর্নামেন্টের সুপার সিক্স নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য দক্ষিণের এই ফুটবল দলের। এসবের মাঝেই এক তরুণ ডিফেন্ডারকে দলে টানতে চলেছে আদ্রিয়ান লুনাদের

ক্লাব। তিনি ভিভান জারতোষ্টিমানেশ। একটা সময় কেনক্রে এফসির যুব দল থেকে নিজের ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন মহারাষ্ট্রের এই ডিফেন্ডার। পরবর্তীতে টরটোজাতে ও সুযোগ পেয়েছিলেন এই ভারতীয় ফুটবলার। সেখান থেকেই এবার হয়তো আইএসএলের এই ক্লাবে যোগ দিতে চলেছেন তিনি। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, গত কয়েকদিন ধরেই কেরালা ব্লাস্টার্সের ট্রায়ালে দেখা যাচ্ছে বছর একুশের এই ফুটবলারকে। তাই সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করতে পারে এই ফুটবল ক্লাব। সেক্ষেত্রে আগের তুলনায় আরও অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে কেরালা ব্লাস্টার্সের রিজার্ভ বেঞ্চ।

নৈহাটিতে ড্র মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের যুব ডার্বি

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২৯ জানুয়ারিঃ সাম্প্রতিক সময়ে ডার্বি মানেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয় লাভ করেছে মোহনবাগান। সেটা বড়দের হোক বা ছোটদের। তবে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে গোলশূন্য ড্র হল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ। অসংখ্য গোলের সুযোগ তৈরি করেও ফায়দা তুলতে পারল না সবুজ-মেরুনের ছোটরা। তবে নৈহাটিতে ড্র করেও পূর্বাঞ্চল থেকে পরের রাউন্ডে চলে গেল দুই প্রধানই। সেই সঙ্গে পরের রাউন্ডে গেল ডায়মন্ড হারবারও। এই ড্রয়ের ফলে ৫ ম্যাচে মোহনবাগানের পয়েন্ট দাঁড়াল ১১। সেখানে ইস্টবেঙ্গলের

পয়েন্ট হল ৮। অন্যদিকে এই গ্রুপের ডায়মন্ড হারবার এফসি ৬-১ গোলে হারায় ইউনাইটেড স্পোর্টসকে। যার ফলে তাদেরও পয়েন্ট দাঁড়ায় ৮। মহামেডানকে ২-০ গোলে হারায় ওড়িশাও। কিন্তু মুখোমুখি লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল বলে পরের রাউন্ডের ছাড়পত্র পেল লাল-হলুদ। সেই সঙ্গে প্রথমবার নেমেই আরএফডিএল-এ পূর্বাঞ্চলের বাধা টপকে পরের রাউন্ডে গেল ডায়মন্ড হারবার। নৈহাটিতে এদিনের ডার্বিতে ম্যাচ জিততে পারত মোহনবাগান। গোটা ম্যাচ জুড়ে আধিপত্য বজায় রেখেছিল সুহেল ভাটরা। গোটা ম্যাচ জুড়ে গোল মুখে কোনও শট করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। সেখানে ৫টি শট ছিল মোহনবাগানের। বল পজিশনেও এগিয়ে ছিল ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা।

মুম্বই স্কোয়াড থেকে বাদ রোহিত? খেলবেন না আগামী রঞ্জি ম্যাচে

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারিঃ মেঘালয়ের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে মুম্বইয়ের রঞ্জি স্কোয়াড। এই ম্যাচে মুম্বই ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দেবেন অজিঙ্কা রাহানে। তবে সবথেকে বড় ব্যাপার হল, রোহিত শর্মা, শ্রেয়স আইয়ার এবং যশস্বী জয়সওয়ালের নাম এই স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ম্যাচে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে এই তিন ক্রিকেটারই মুম্বইয়ের হয়ে খেলেছিলেন। এই ম্যাচে ৫ উইকেটে হেরে গিয়েছিল মুম্বই। আগামী ৩০ জানুয়ারি মেঘালয় বনাম মুম্বই ম্যাচের আয়োজন করা হবে। প্রসঙ্গত, মুম্বই ক্রিকেট দলে কামব্যাক করলেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, সূর্যাংশ শোড়গে এবং অথর্ব আঙ্কোলকর। এই স্কোয়াডে মোট ১৬ ক্রিকেটারকে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

আটকে রেখেছিলেন কৃষ্ণ, অবশেষে টেস্টে ১০ হাজার রান পার স্টিভ স্মিথের

গল, ২৯ জানুয়ারিঃ এক ম্যাচ আগেই ১০ হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছতে পারতেন। কিন্তু সিডনি টেস্টে তাঁকে মাইলফলকে পৌঁছতে দেননি ভারতীয় বোলাররা। প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত ব্যাট করছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ৩৩ রানে তাঁকে ফেরান ভারতের তরুণ পেসার প্রসিধ কৃষ্ণ। সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৫ রান প্রয়োজন ছিল স্টিভ স্মিথের। কিন্তু সেই ইনিংসেও বাধা পড়ে তাঁর মাইলফলকে। ৪ রানেই স্টিভ স্মিথকে আউট করেন সেই প্রসিধ কৃষ্ণই। ফলে ৯৯৯৯ রানে আটকে ছিলেন স্টিভ স্মিথ। অবশেষে শ্রীলঙ্কার মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটের অনন্য মাইলফলকে পৌঁছলেন অজি কিংবদন্তি। গল টেস্টের প্রথম দিন শ্রীলঙ্কার স্পিনার প্রভাত জয়সূর্যর ডেলিভারি মিড অনে ঠেলে রান নিতেই ১০ হাজারের মাইলফলকে স্টিভ স্মিথ। কেরিয়ারের ২০৫ ইনিংসে ১০ হাজার পার স্মিথের। বিশ্বের পঞ্চম দ্রুততম হিসেবে মাইলফলকে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ১০ হাজার

রানের কীর্তি স্টিভ স্মিথ। একমাত্র প্রাক্তন অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের ঝুলিতে ১০ হাজারের বেশি টেস্ট রান ছিল। যিনি ১৯৬ ইনিংসে এই মাইলফলক পেরিয়েছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড মাস্টারব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের দখলেই। সচিন, ব্রায়ান লারা, কুমার সাঙ্গাকারা তিন জনই কেরিয়ারের ১৯৫ ইনিংসেই ১০ হাজার টেস্ট রানের মাইল ফলকে পৌঁছেছিলেন। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ৯৯৯৯ রানে থামার ক্ষেত্রেও রেকর্ড গড়েছিলেন স্মিথ। বিশ্বের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ৯৯৯৯ রানে আউট হয়েছিলেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নয়, বার্সা কোচের কাছ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লা লিগার শিরোপা

চলতি মরসুমে এখনও পর্যন্ত লা লিগার চেয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই বার্সেলোনার পারফরম্যান্স বেশি ধারাবাহিক। লিগে তারা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে অনেকটা। তবে হান্সি ফ্লিকের চোখ লিগ শিরোপাতেই। চ্যাম্পিয়ন্স লিগকে তিনি সবচেয়ে কঠিন টুর্নামেন্ট মনে করেন বটে, তবে বার্সেলোনা কোচের কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ট্রফি লা লিগা।

বার্সেলোনা, ২৯ জানুয়ারিঃ লা লিগায় এক পর্যায়ে দারুণ খেলে গোলের বন্যায় প্রতিপক্ষদের ভাসিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল বার্সেলোনা। তিনে নেমে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এখন বদলে গেছে ছবি। ২১ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। বেশ কয়েক ম্যাচে হোঁচট খেয়ে বার্সেলোনা তিনে নেমে গেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের সাত পয়েন্ট পেছনে থেকে। উল্টো ছবি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। সাত ম্যাচের ছয়টি জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তারা। ৩২ দলের আসরে শীর্ষ আটে থেকে সরাসরি শেষ ষোলোয় খেলা নিশ্চিত করে ফেলেছে তারা। বুধবার আতালান্তার বিপক্ষে হারলেও এখানে বদল আসবে না। তবে এই ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে ফ্লিক বললেন, ''লা লিগার শিরোপা ঘিরেই তার বেশি মনোযোগ। আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো লা লিগা জয় করা। মরসুমজুড়েই আমরা এই প্রত্যাশায় ছুটতে পারি। অবশ্যই অন্য অনেক

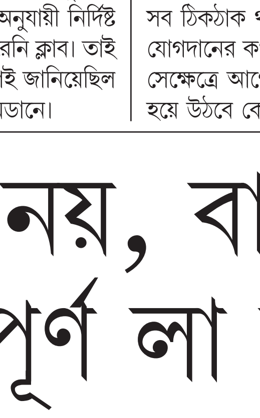

প্রতিযোগিতা আছে, যেমন সুপার কাপ, কোপা দেল'রে-চ্যাম্পিয়ন্স লিগ তো আছেই, যেটা জয় করা সবচেয়ে কঠিন, কারণ দুর্দান্ত অনেক দল এখানে লড়াই করে। এখানে আপাতত আমাদের লক্ষ্য দ্বিতীয় স্থানে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করা, যাতে পরের ধাপের জন্য ভালো অবস্থায় থাকতে পারি।'' চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এবার আতালান্তার পারফরম্যান্সও দারুণ। সাত ম্যাচের স্রেফ একটি হেরেছে তারা। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে আছে ইতালিয়ান ক্লাবটি। বার্সেলোনা যদিও নিজেদের মাঠে খেলবে, তবে এই ম্যাচে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষায় বলেই মনে করেন ফ্লিক। ইতালিয়ান দলগুলির সঙ্গে খেলা সবসময় কঠিন, কারণ তারা রক্ষণে দুর্দান্ত। মাঠজুড়ে তারা একজনের বিপক্ষে আরেকজনকে রেখে দেয়। আক্রমণ গড়ে তোলার সবসময় চাপে থাকতে হয় এবং যখন তারা বল পায়, খুব দ্রুত ছুটতে পারে। সবসময় প্রথম স্পর্শের ওপর নির্ভর করে তারা। এটির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com